Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মমির পর্ব ১
ইলমা বেহেরোজ

ভয়াতুর ষোড়শী মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, 'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?'

কালো ছায়াটি থেকে কোনো জবাব না পেয়ে পুনরায় ভেজা কন্ঠে বলল, 'বলুন না, কে আপনি?'

হঠাৎ একটি ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দুটি গভীর কালো চোখ বিভ্রম নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। শীতল, স্পষ্ট কণ্ঠে চোখের মালিক বলল, 'আমির হাওলাদার।'

দৈবাৎ দমকা হাওয়ায় আগুনের শিখা নড়ে ওঠে।

হলুদ আলোয় আমির আবিষ্কার করে, পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে। কিছু বুঝে উঠার পূর্বে কতগুলো কালো হাত অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে পদ্মজাকে; টেনে নিয়ে যেতে থাকে অন্ধকার গহব্বরে। আমির পিছু নিতে গিয়ে টের পেল কেউ তাকে ধরে রেখেছে। সে প্রাণপণে ছোটার চেষ্টা করে। গগন কাঁপিয়ে চিৎকার করে, 'পদ্মবতী

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে আমির। ওর হৃৎপিণ্ডের কম্পন এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলছে। শরীর থেকেদর দর করে ঘাম ঝরছে। বিন্দু বিন্দু ফোঁটার মতো ঘাম জমাট বেঁধে রয়েছে চিবুকে! অসহিষ্ণু চোখে ডানে-বামে তাকিয়ে নিজেকে একটি বিলাসবহুল এপার্টমেন্টে আবিষ্কার করল। স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে পেল, দুই সপ্তাহ ধরে ও কুয়েতে আছে। এতক্ষণ তাহলে দুঃস্বপ্ন দেখছিল! আমির দুই হাতে মুখ ঢেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ো বুকের ভেতর কী এক অঙ্কিতা বিরাজ করছে! কেমন আছে পদ্মজা?

আমির হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে একটা ছবি বের করল। ছবিতে -

ড্রয়িংরুমের সোফায় শুয়ে বই পড়ছে পদ্মজা, তার লম্বা বিণুনি মেঝে ছুঁইছুই। পরনের শাড়ি গোলাপি রঙের। কত সুন্দর নারী সে; কী ভীষণ মায়াবী!

ছবিটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমির সিদ্ধান্ত নিল, দুইদিনের মধ্যে দেশে ফিরবো আরো এক সপ্তাহ কুয়েত থাকার কথা ছিল কিন্তু পদ্মজার শূন্যতা ক্রমে তাকে উম্মাদ করে তুলছে। হুটহাট বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। আর দূরে নয়, দ্রুত ফিরতে হবে।

তখন মধ্যরাত। দুটি বেডরুম ও ডাইনিং, ড্রয়িং নিয়ে

এপার্টমেন্টটি। আমির যে রুমটিতে আছে, সেটি সাদা

রঙের; রুমে বিশাল ডাবল বেড। বিছানাদার চাদর সাদা। রাতে এপার্টমেন্টে ফিরে গোসল সেড়ে রোব পরিহিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। জাগল দুঃস্বপ্ন দেখে।

সিগারেট হাতে নিয়ে কাচের বিশাল জানালার নিকটে গিয়ে দাঁড়াল আমির। তখন দরজায় টোকা পড়ে, উর্দু ভাষায় ভেসে আসে, 'আসতে পারি?'

আমিরের অনুমতির অপেক্ষা করল না নারীটি।

দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলো। রুমে তখন আবছা

আলো। তার পরনে ঘুমের ছোট পোশাক। পোশাক

বললেও ভুল হবে, এক টুকরো কাপড়। রক্ত উষ্ণ করে

দেয়ার মতো সুন্দর সে। তার সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে

বিখ্যাত ইয়াকিসাফির রক্ষিতা। ইয়াকিসাফি ঔষধ

শিল্পের সেরা দশ ব্যবসায়ীর মধ্যে একজন। তার

কোম্পানির শাখা রয়েছে একশোরও অধিক দেশে। এ

সবকিছুর আড়ালেও রয়েছে তার আরেকটি রাজত্ব;

বিশ্বের বৃহৎ মাদক ল্যাব। যেখানে মাদক প্রস্তুত করা

হয়। তার অনেকগুলো ল্যাবের মধ্যে প্রধান ল্যাবটি

তৈরি করাহয়েছে একটি দ্বীপের বহু বছর পুরনো

বাড়ির বেজমেন্টে। সেখানে কাজ করে ছয়শ'রও

অধিক কর্মচারী।

ইয়াকিসাফি দেখতে মাঝারি আকারের। চওড়া কাঁধ।

গায়ের রং ফর্সা, খাড়া নাক, ধূসর চোখে ঠিকরে পড়ে বুদ্ধিমত্তা। অপরাধ জগতের মানুষ তাকে হাস্তান নামে চিনে। খুব কম মানুষই তার আসল নাম এবং পরিচয় জানে। যারা জানে, তারা ইয়াকিসাফির বিশ্বস্ত ও পছন্দের। তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মাদক প্রস্তুত করা কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিটি ল্যাবে একটি করে হেরেমের ব্যবস্থা করবেন। সেখানে থাকবে অসংখ্য সুন্দরী নারীরা। যাদের এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজীবনের জন্য চলে আসতে হবে। কখনো সেই ল্যাব থেকে ফিরতে পারবে না। যেচে কোনো নারী এই শর্ত মেনে নিবে না। ইয়াকিসাফির প্রয়োজনের কথা কানে যেতেই বেশ কয়েকটি দেশের নারী ব্যবসায়ী এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে একজন আমির হাওলাদার বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা কি অবহেলা করা যায়?

কুয়েত আসতে তার কিছুদিন বিলম্ব হয়েছে। ফলস্বরূপ সুযোগটি অন্য আরেকজন প্রায় ছিনিয়েই নিচ্ছিল কিন্তু শেষ অবধি নিজের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা দিয়ে সুযোগটি নিজের করে নিয়েছে। ইয়াকিসাফির সঙ্গে এটা তার পঞ্চম ডিল!

আমির কিছু বলার পূর্বে মেয়েটি তার কাছে এসে,

বুকে এক হাত রেখে কামুক চোখে তাকাল। আমির সিগারেট জ্বালাতে অন্যদিকে ফিরতেই মেয়েটি পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ঘাড়ে।

চলবে,,,

পদ্মমির পর্ব ২
ইলমা বেহেরোজ

ফিসফিসিয়ে বলল, 'ইয়াকির পার্টনার করে দেব তোমায়।'

আমিরের কোনো ভাবান্তর নেই। সে সিগারেটে আগুন ধরিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'ওভিয়া, ইয়াকিসাফি জানলে -'

ওভিয়া আমিরের মুখ চেপে ধরল। গভীর আদরের সঙ্গে আলিঙ্গন করে বলল, 'যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, তোমার দৃষ্টিতে থাকা শক্তির প্রাচুর্য, তোমার কথা বলার দৃঢ়তা, তোমার থুতনির এই কাঁটা দাগ আমার হৃদয় নাড়িয়ে দেয়। আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাই।'

ওভিয়া ও আমিরের আজই সরাসরি প্রথম কথা হলো। যতবার সে এখানে এসেছে, ইয়াকিসাফির পাশে ওভিয়াকে দেখেছে। প্রতিবারই খেয়াল করেছে, ওভিয়া তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। ওভিয়ার কামনা বাসনা সে বহু আগে টের পেয়েছে। চোখাচোখি যেন কত কথা বলে এই নারী! ইয়াকিসাফি যদি এই সংবাদ পায়, সঙ্গে সঙ্গে ওভিয়াকে হত্যা করবে তবুও কেন এই ঝুঁকি নিল?

ওভিয়া আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। তার দুরন্ত যৌবন, মেদহীন নিখুঁত দেহ। ইয়াকিসাফির মতো সম্রাটের প্রিয় রক্ষিতা; নিঃসন্দেহে রূপবতী ও গুণবতী সে।আমির মৃদুস্বরে বলল, তুমি গ্রীকদেবীর মতো সুন্দর। কিন্তু আমি আগ্রহ পাচ্ছি না।'

আমিরের ঠোঁটে ওভিয়ার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আগ্রহ বাড়ানোর সুযোগ দাও।'

কথা শেষ করেই সে আমিরের ঠোঁটে চুমু খেল। রোব খুলতে গেলেই তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল আমির। ওভিয়া অবাক হয়ে তাকাল আমিরের দিকে। তার দর্শন যেকোনো পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এমন কোনো পুরুষ নেই, যে ওভিয়াকে দেখার পর মনে-মনে তাকে কামনা করেনি।

Kobitor.com

এমন এক নারী সে, যাকে ইয়াকিসাফি ছাড়া কারো সাহস নেই ছুঁয়ে দেখার। অথচ আমিরের হৃদয়, শরীর দুটোই স্থির! ওভিয়া বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সমকামী?'

আমির না হেসে পারল না।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মোটেও না।'

গাঢ় সবুজ চোখ দিয়ে আমিরকে কয়েক সেকেন্ড পরখ করল ওভিয়া।

ধীরে ধীরে বলল, 'স্ত্রীকে ভালোবাস?'

আমির হাসল। ওভিয়া উত্তর পেয়ে গেছে। নারী ব্যবসায় জড়িত পুরুষ কোনো নারীকে ভালোবেসে নিজেকে অন্য নারী থেকে, তার মতো নারী থেকে দূরে রাখছে!

'সে কি আমার থেকেও সুন্দর?' বলল ওভিয়া।

সিগারেটের ছাই ঝেরে আমির বলল, 'পৃথিবীর সব নারী থেকে সুন্দর।' তার চোখমুখ চিকচিক করছে।

ওতিয়া আগ্রহবোধ থেকে বলল, 'কেমন সে?'

রাতের খাবার ডাইনিংরুমে সাজানো। ওভিয়া সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আমির সিগারেট ফেলে ডাইনিংরুমের দিকে যায়। ওভিয়া পিছু পিছু গেল।

আমির চেয়ার টেনে বসে বলল, 'বসো।'

ওভিয়া পাশের চেয়ার টেনে বসল।

আমির বলল, 'নিখুঁত। ভেতরে-বাইরে, ডানে-বামে, সামনে- পেছনে, সব রূপে, সব পোশাকে সে নিখুঁত। তার মতো কেউ নেই, তার রূপের কোনো বর্ণনা হয় না, গুণের কোনো শেষ নেই। আমি তার ব্যাখ্যার যোগ্য নই।'

'তোমার মতো কাউকে বউয়ের প্রশংসা করতে

দেখিনি।'
অন্যদের আমার বউয়ের মতো বউ নেই।' আমির গর্বের হাসি হাসল। ওভিয়া বিস্ময় নিয়ে দেখছে তাকে। যে জগতে তার বাস, সেই জগতে এমন ভালোবাসা নেই; সে দেখেনি।

'সত্যি কি এতো সুন্দর? নাকি সবটাই ভালোবাসার জন্য বলছ?'

'যদি তুমি তাকে দেখতে! কিন্তু কখনো দেখতে পারবে না।'

Kobitor.com

'কেন?'

'তোমার মতো মেয়েদের সে ঘৃণা করে।'

কথাটি শুনে ওভিয়ার চোখমুখ লাল হয়ে যায়। রাগ হয়, কিন্তু আমিরকে সে কিছু বলবে না। মানুষটা তার প্রেমা

শুধু বলল, যার স্বামী নারী ব্যবসায় জড়িত, সে আমাকে ঘৃণা করার মতো নিশ্চয়ই না।'

আমির কিছু বলল না। সে কখনো কাউকে পদ্মজার কথা বলে না, নাম বলে না, পদ্মজার কাছে তার নারী ব্যবসা অপ্রকাশিত, তা জানায় না।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলল, 'ইয়াকিসাফি জানার আগে ফিরে যাও।'

ওড়িয়া বিষণ্ন হয়ে জানালার বাহিরে তাকিয়ে বলল, 'আমি তাকে ভালোবাসি না, অথচ তার মনোরঞ্জন করে পুরো জীবন কাটাতে হবে। আমার সব আছে। শুধু -' ওভিয়ার গলা নিভে এলো। সে হাসার চেষ্টা করল।

মাতোয়ারা হয়েছিলাম। যে, ইয়াকির 'তোমার প্রেমে এতোটাই মো বেডরুম ছেড়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। নিজেকে আটকাতে পারিনি। ছোট থেকেই মেয়েরা আমাকে ঈর্ষা করত, এই প্রথম কোনো নারীকে, তোমার স্ত্রীকে ভীষণ ঈর্ষা হচ্ছে।'

ওভিয়া আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। আমির দয়াবান নয় তাই সামনে থাকা সুন্দরী নারীটির দুঃখের কথা কোনো প্রভাব ফেলল না তার উপর। সে একমনে খাচ্ছে।

ওভিয়া পলকহীন চোখে অনেকক্ষণ আমিরকে দেখল। তার অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল, আমির টলবে না। উঠে দাঁড়ায় চলে যেতে, আমির বলল, 'গাড়ি আছে?'

জবাব দিল না সে। এপার্টমেন্ট ছেড়ে নিশ্চুপে বেরিয়ে
গেল। হেরে গেছে, অজানা কোনো এক নারীর কাছে
দেবীর মতো সুন্দর ওভিয়া হেরে গেছে! সেই নারী

চলবে,,,,,

পদ্মমির পর্ব ৩

পদ্ম নীড়ে পা রাখতেই কাঁচা বেলি ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ। চৈতন্যে অদ্ভুত এক দোলা দিয়ে যায়;এই ঘ্রাণ রূপকথা জগতের স্বাগত শুভেচ্ছা! পদ্মজার উপস্থিতি যেকোন মুহূর্তকে, যেকোন আবহাওয়াকে রূপকথার রূপ দিতে পারে। বাড়ির সামনে গাছ ভর্তি বেলি ফুল। বাতাসে শীতলতা।

Kobitor.com

শীতল বাতাসের সাথে বেলির মন মাতানো সুঘ্রান নাকে এসে লাগছে।ও ছয়টি বেলি ফুল ছিড়েঁ বুকপকেটে নিল।

আর কয়েক কদম -তার শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। বুকজুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে প্রবল উত্তেজনা।

কুয়েতের এপার্টমেন্টে ওভিয়া নগ্ন হয়েও হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি, শরীরের সামান্য লোমকূপও কাপাতে পারেনি, অথচ এখানে পদ্মজা আর কয়েক কদম দূরে ভেবেই আমির পুড়ে যাচ্ছে। টের পাচ্ছে,পাঁজরের গায়ে ধড়াস ধড়াস বারি খাচ্ছে হৃদপিণ্ড।

আমির চাবি ঘুরিয়ে সাবধানে দরজা খুলল যাতে শব্দ না হয়। বৈঠকখানায় নীল বাতি জ্বলছে। ব্যাগপত্র রেখে পা টিপে টিপে দ্বিতীয় তলায় উঠে আসল।

বেডরুমে প্রবেশ করতেই সুখকর ব্যথায় মুচড়ে উঠল বুক।কাত হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে পদ্মজা। পরনে কালো ব্লাউজ, খয়েরি শাড়ি, হাতে স্বর্ণের বালা।সোনালী আলোয় তার ক্রিম রঙা মুখ, গলা, কোমর, হাত, পা জ্বলজ্বল করছে।

আমির পোশাক পরিবর্তন করে সাদা ফতুয়া আর পায়জামা পরল। বেলি ফুলগুলো হাতে নিয়ে পদ্মজার পাশে শুয়ে প্রাণভরে শ্বাস নিল।শান্তি!
পদ্মজা ঘুমের ঘোরে বেলি ফুলের তিব্র ঘ্রাণ টের পাচ্ছে। এই রুমে ফুলের এত তীব্র ঘ্রাণ আসে না। আমির মুখের উপর ঝুঁকে ঘুমন্ত বধুর রূপ পর্যবেক্ষণ করছে।যখনই আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পদ্মজার গায়ের ঘ্রাণ নিতে চাইল,পদ্মজা চোখ খুলল।

'আপনি! ' ও চিৎকার করল। ওর হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। দুই হাতে জাপটে ধরল আমিরকে। কাঁদতে শুরু করল। আমির শব্দ করে হেসে উঠলো, পদ্মজা কে টেনে নিলো বুকের উপর, চেপে ধরল শরীরের সঙ্গে। প্রতিটি শিরা - উপশিরা দপদপ করছে।

পদ্মজার বিশ্বাস হচ্ছে না আমির এসেছে। তার স্বামী....মাথার মুকুট। স্ত্রী হিসেবে ও চমৎকার। আমিরকে রাজার মত সম্মান করে,মান্য করে আর ভীষণ ভালোবাসে। পদ্মজা মুখ তুলে আমিরকে দেখল,চোখমুখ আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে ফোঁপানো শুরু করল।আকস্মিক খুশিতে উন্মাদ হয়ে গেছে পদ্মজা।কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের পর এটা ছিল তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার দূরত্ব।

কেউ প্রচন্ড ভালবাসার পর, সর্বক্ষণ বিশেষ অনুভব করানোর পর যদি হঠাৎ দূরে চলে যায় পৃথিবীর সবকিছু তখন বড্ড নিষ্ঠুর মনে হয়। বিগত দিনগুলো কিভাবে কাটিয়েছে শুধু ও আর সৃষ্টিকর্তা জানে।

মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠে দুটি দেহ। যেন ভাঁপ ছড়াচ্ছে। একে -অপরকে বৃষ্টি রূপে টেনে নেয় নিজেদের মরুভূমিময় রুক্ষ আঙ্গিনায়।অতৃপ্ত,অসুখী দুটি দেহ -মন লাভ করে তৃপ্তময় স্বর্গীয় সুখ। আমির ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে,'পদ্মবতী.... আমার রানী। '

শেষ রাত থেকে সকাল অবধি বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির পর পরিবেশ সতেজ হয়ে উঠেছে ঠিক পদ্মজার মনের মতোন।জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে। বৃষ্টির পর মাটি থেকে বিশেষ যে গন্ধ বেরোয় সেটিকে গবেষকরা বলেন পেট্রিকোর। বাংলায় সোঁদা গন্ধ। পদ্মজার পছন্দের ঘ্রাণ। জানালা দিয়ে মৃদু ঘ্রাণ নাকে আসছে। বৃষ্টি হবার পরদিন বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে সে।

কিন্তু আজ ব্যস্ততার জন্য যেতে পারছে না। রাতে এতোটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, আমির খেয়েছে কি না জিজ্ঞেস করার কথা মাথাতে এলো না। যখন মাথায় আসল তখন ফজরের আযান শোনা যাচ্ছিল, আমির ও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তবুও পদ্মজা মৃদুসুরে ডেকেছিল, 'শুনছেন, খেয়ে ঘুমান? '

আমির চোখ বুঝা অবস্থায় পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে মৃদু গলায় জবাব দিয়েছিল,' খেয়ে এসেছি। '

আমির দেশে পৌঁছেছিল বিকালে। পদ্মজাকে হঠাৎ চমকে দিবে বলে মধ্যরাতে বাড়িতে ঢুকেছে। যতবার বাইরে গিয়েছে, বাড়ি ফিরেছে মধ্যরাতে, শেষ রাতে অথবা ভোরে। ঘুম থেকে জেগে আমিরকে দেখে পদ্মজা যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সেটি আমিরের বড্ড পচ্ছন্দের। তবে এবারের প্রতিক্রিয়া দীর্ঘ দূরত্বের জন্য বেশি স্পর্শকাতর ছিল।

কড়াইয়ে তেল ঢেলে মাছগুলো প্রস্তুত করে পদ্মজা। তেল গরম হয়ে গেলে মাছ ছাড়ার সময় চুলার আঁচ একেবারে কমিয়ে, কড়াইয়ের খুব কাছে থেকে হালকা করে মাছ ছাড়ল, যাতে তেল ছিটে না আসে।

'কোথায় তুমি? 'আমিরের গলা।

পদ্মজা চোখ তুলে তাকায় সিঁড়িতে।

পদ্মমির পর্ব ৪

আমির গোসল সেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। তার ভেজা চুল লেপটে রয়েছে কপালজুড়ে।স্নিগ্ধ সুন্দর একটা মুখ।সতেজ ও চনমনে দেখাচ্ছে আমিরকে।

নারীর ভেজা চুল নিয়ে কবি -লেখকরা অনেক লিখেছে,পুরুষের ভেজা চুল নিয়ে কেন লেখেনি?

পদ্মজা লাজুক চোখে দেখে সৃষ্টির অব্যক্ত রূপ।আমিরের যত বয়স বাড়ছে তত যেন আকর্ষণীয় হচ্ছে।

পদ্মজাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে আমির বলল,'হাসছ কেন?'

Kobitor.com

পদ্মজা মুখ গম্ভীর করার ভান ধরে কড়াইয়ে আরেকটা মাছ ছেড়ে বলল, 'কোথায় হাসলাম? '

'আমি কখনো ভুল দেখি না।'

আমির ইচ্ছে করে পদ্মজার শাড়ির আঁচল দিয়ে চুল মুছল। সূক্ষ্ম চোখে পদ্মজাকে দেখলে,পদ্মজা ঠোট টিপে আসছে! আমির দ্রুত নিজের পুরো শরীর পরখ করল, কোথাও সাবানের ফেনা লেগে আছে নাকি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাবানের ফেনা কোথায় লেগে আছে খুঁজে বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

'কিছুই তো নেই। তাহলে হাসছো কেন? 'দ্বিধাভরে প্রশ্ন করল সে।পদ্মজা সশব্দে হেসে উঠলো।

আমির জেনে গেছে এরকম একটা ভাব নিয়ে বলল, 'বুঝেছি, মজা নিচ্ছো।ঠিক আছে, আমি মনে কিছু নেইনি।'তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন সে পদ্মজার অনেক বড় অন্যায় ক্ষমা করে দিল।

পদ্মজা ব্যস্ত হয়ে টেবিলে খাবার পরিবেশন করে। দুই রকম মাংস, মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল,মাছ ভাজ, নিরামিষ চচ্চড়ি দেখে আমির সন্দিগ্ধ কন্ঠে বলল, 'ঘুম থেকে কখন উঠেছ? '

পদ্মজা বলল, 'কিছুক্ষণ আগে।'

'এতো দ্রুত এতোকিছু রান্না করা সম্ভব না। তোমাকে বলেছিলাম সকাল সকাল না উঠতে।'তার কন্ঠে রাগের আঁচ।

পদ্মজা জবাব দিল না। জগে জল ভরে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল,'অর্ডারটি কি পেয়েছেন?'রাতে এ নিয়ে প্রশ্ন করার ফুরসত হলো না। '

শেষ বাক্যটি উচ্চারণের সময় তার স্বর খাঁদে নেমে আসে।

বলাবাহুল্য, আমিরের কুয়েত যেতে বিলম্ব হওয়ার কারণ, হঠাৎ পদ্মজার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসা।এমতাবস্থায় পদ্মজাকে রেখে আমির কিছুতেই বাড়ি থেকে বের হতে চায়নি। পুরোপুরি সুস্থ করে তুলে তারপর কুয়েত পাড়ি জমিয়েছে।

আমির চেয়ার টেনে বসে হাস্যমুখে বলল,'অন্য আরেকজন নিয়েই নিচ্ছিল, কিন্তু তোমার দোয়াতেই বোধহয় আমরা পেয়ে গেছি।'

'রিজিকে যদি থাকে তাহলে যেভাবে হোক পাওয়া যায়। এখন তো অনেক কাজ। আজ অফিস যাবেন? '

পদ্মজাকে টেনে কোলে বসিয়ে ওর রক্ত জবা ঠোঁটের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে আমির বলল, 'আজ কোথাও যাবো না, শুধু তোমার সঙ্গে থাকব।'

kobitor.com

পদ্মজা শিথিল হয়ে আসল।এতদিন আমির ছিল না তাই তার হৃদয়ও চাইছে, মানুষটা আজ সারাদিন তার সাথে থাকুক। ও প্রশ্রয় দিল। পরক্ষণে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দ্রুত দূরে সরে গিয়ে বলল, 'খাবার ঠান্ডা হচ্ছে। আমার ক্ষুদা লেগেছে।'

আমির হো হো করে হেসে ফেলল।দুজন একসঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল থেকে রাজা হরিশচন্দ্রের টিবি ঘুরে আহসান মঞ্জিলে পৌঁছায়। ঘুরতে বের হবার সিদ্ধান্ত পদ্মজার।তার হঠাৎ করে আমিরের সঙ্গে ঘুরতে ইচ্ছে করছিল।আজকের আবহাওয়া সুন্দর।রোদ নেই,মৃদুমন্দ বাতাস বইছে সর্বক্ষণ। এমন আবহাওয়া বের হতে কার না ভালো লাগে।

'বলুন তো,এই প্রাসাদের নাম আহসান মঞ্জিল কেন?'

আমির ইতিহাসে কাঁচা। সে তুখোর ফারসি,উর্দু,আরবি, ইংরেজি আর হিন্দি ভাষায়। এছাড়া হিসাব-নিকাশ খুব ভালো জানে। কিন্তু ইতিহাস -
পদ্মজা বলল, 'এই প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আবদুল গনি। তিনি আর পুত্র খাজা আহসানুল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেছেন।'থামল,শ্বাস নিল। পরক্ষণে আমিরকে খোঁচা মারতে বলল,'মুক্তিযুদ্ধ কত সালে হয়েছে সেটা জানেন তো? '

আত্মসম্মানে প্রবল খাবা পরেছে এমনভাবে হইহই করে উঠল আমির,'মুক্তিযুদ্ধ স্বচক্ষে দেখেছি।তুমি জানো, মুক্তিযোদ্ধে আমার কত বড় অবদান আছে?

পদ্মজা হেসে আমিরের সাদা পাঞ্জাবি উপর থেকে শুকনো পাতা ঝেড়ে দিয়ে বলল,'জানি।পাকিস্তানি মিলিটারি আপনাদের বাড়িতে এসেছিল, একজন পানি খেতে চেয়েছিল তার পানিতে আপনি ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে মিলিটারির লোকের কিছু হয়নি। অনেক বড় অবদান রেখেছেন।'পদ্মজা গর্বে হাতে তালি দিল।

আমির থমকে দাঁড়িয়ে ভ্রু নাচিয়ে বলল,'মশকরা হচ্ছে? '

তাদের খুনসুটি চলে বাড়ি ফেরা অবধি।বাড়িতে প্রবেশের সময় গেইটের বাইরে সন্দেহভাজন একজনকে আবিষ্কার করে আমির।যাবার সময় ও লোকটাকে দেখেছিল।

পদ্মজাকে দরজা অবদি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি যাও, আমি আসছি।'

'অসময়ে কোথায় যাচ্ছেন? '
এখানেই আছি।তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও,ধুলোবালি লেগেছে।

আমিরকে দ্রুতপদে আসতে দেখে আগন্তুক বিজলির গতিতে স্থান ত্যাগ করে। তীব্র বাতাস বইছে। চারপাশে বৃষ্টির আগমনী বার্তা।

আমির দারোয়ান তরিকুলকে প্রশ্ন করে, ' সবুজ শার্ট পরা একটা লোক ওখানে ছিল,খেয়াল করেছ?'

দারোয়ান বলল,'জি স্যার।'

Kobitor.com

' কতক্ষণ ধরে ছিল?'

'সকাল থেকে। আমি কয়েকবার ডেকেছি,শুনলো না।'

সন্ধ্যার নাস্তার পর টেলিভিশন চালু করতেই পর্দায় ভেসে ওঠে লিখন শহের মুখ। এটা এই সিনেমা,যে সিনেমার অভিনয় আলন্দপুরকে ঘিরে পদ্মজাদের বাড়িতে হয়েছিল।

চলবে?

পদ্মমির পর্ব ৫

এই সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য পরিচিত হওয়ায় পদ্মজার সিনেমাটি খুব পছন্দের তা অজানা নয় আমিরের।যেহেতু লিখনের সঙ্গে পদ্মজার একটা অতীত আছে তাই আমিরের কথা ভেবে পদ্মজা টিভি বন্ধ করে দিতে চাইলে আমির তাকে বাধা দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'সেসব অতীত। এখন লিখন শাহ শুধুমাত্র একজন অভিনেতা। বিনোদনের জন্য আমরা তার সিনেমা দেখতেই পারি। '

এক টুকরো শুভ্র, শীতল মেঘ যেন পদ্মজার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। ও মুখ তুলে এক নজর আমিরকে দেখে ভাবল, 'কি মহৎ চিন্তাধারা! মানুষটা কত সরল মনে কোন প্যাচ নেই। সবকিছু হাসিমুখে মেনে নেয়। '

আমির উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, 'দেখো, দেখো তোমাদের টমেটো গাছগুলো দেখাচ্ছে। '
পদ্মজা টিভির দিকে তাকায়। সিনেমায় এখন তাদের বাড়ির দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছে। ও দুই চোখ ভরে নিজের বাড়ির আনাচেকানাচ দেখছে।

দেখলো না শুধু, আমিরের বেঁকে যাওয়া দুটি ভ্রূ।লিখনের মুখ, কন্ঠের স্বর, নড়াচড়া ঈর্ষার ঢেউ তুলছে বুকে! পদ্মজার প্রথম ভালোলাগা এই পুরুষ মানুষটি! লিখন নিজের সীমা জানে। কখনো নিজের সীমা অতিক্রম করেনি।তবুও আমির তাকে ঈর্ষা করে। লিখনের এই ভালোমানুষির জন্য পদ্মজা তাকে খুব সম্মান করে। আমির ভাবে, ওর সম্মানের ভাগ হয়ে গেছে। ও মানতে পারেনা। হাত নিশপিশ করে, লিখনের গলা টিপে ধরতে।

সিনেমা শেষ হতে আরও দেড় ঘন্টা বাকি।এতক্ষণ লিখন শাহকে সহ্য করা আমিরের পক্ষে সম্ভব নয়।ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়, পদ্মজার জন্য পুরো আলন্দপুর সবকিছু সিডিতে আনার ব্যবস্থা করবে। পদ্মজা যা চায় তাই সে দিবে।তবে এই সিনেমা আর নয়। ও টয়লেটের কথা বলে রুমে গিয়ে কাউকে টেলিফোন করে বলল, পাঁচ মিনিট পর পুরো এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে।

বেজে উঠলো ইন্টারকম।

Kobitor.com

সেক্রেটারির গালা,'মি.হাওলাদার রফিক মাওলা এসেছেন
আপনার সঙ্গে দেখা করতে '-

এমপি কুতুবউদ্দিনের চামচা রফিক মাওলা!তার বয়স সাঁইত্রিশ। চুলের রঙ কালো, গায়ের রং ফর্সা, মোটা নাক, পরনে কালো রঙের স্যুট, আকাশি রঙের শার্ট এবং চামড়ার জুতা। তার মধ্যে ইবলিশের ছায়া আছে। দেখলেই মনে হয় অশুভ প্রতীক।

এদের হাত ধরে আমিরের শহুরের নারী ব্যবসা সূচনা হয়েছিল। অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারি হবার পর আমির নিজের আলাদা ব্যবসা শুরু করতে চাইলে কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে তার বাকবিতণ্ডা হয়। আমির তাদের আড়ালে নিজের একটা দল তৈরি করেছিল তাই কুতুবউদ্দিন তার হাটু ভেঙে দিতে পারেনি। তাদের মধ্যকার লড়াই যখন তীব্র আকার ধারণ করে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হামিদ খান ফয়সালার মাধ্যমে দুজনের লড়াই থামিয়ে নিজেদের মত কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগ।

তারপর থেকে নিশ্চুপে নারী ব্যবসা নিয়ে দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। আমির দেশের সাধারণ নাগরিক হয়েও নিজের চতুরতা, বুদ্ধিমত্তার কারণে এমপি কুতুবউদ্দিন এর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠে। কেউ কারো থেকে কম নয়। ইয়াকিসাফির হেরেম তৈরির জন্য নারী সংগ্রহের দায়িত্ব প্রথম কুতুবউদ্দিনের হয়ে রফিক মওলার পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যখন আমির উপস্থিত হলো,ইয়াকিসাফি মত পরিবর্তন করে দায়িত্ব আমিরকে দিয়ে দিল। আমির সেদিন পৈশাচিক হাসি হেসেছিল। তাদের গত পাঁচ বছরের আয় এই একটি চুক্তির আয়ের সমান!কুতুবউদ্দিন ভেবেছিল, এই টাকায় নিজের জাহাজের ব্যবসাকে আরো বড় করবে। অন্যদিকে আমিরের পরিকল্পনা এই টাকায় এয়ারলাইনের ব্যবসা শুরু করার।

গত নয় বছর যাবত কুতুবউদ্দিন কিংবা তার চামচা রফিক মাওলার সঙ্গে আমিরের সরাসরি বাক্য আদান-প্রদান হয়নি।আজ রফিক মামলা কেন এসেছে? তাও এই অফিসে।

এখানে পণ্যের রপ্তানি নিয়ে যাবতীয় কার্যক্রম চলে। বিয়ের আগে ব্যবসায় লাভ ছিল তবে এতটা নয়। পদ্মজাকে শহরে নিয়ে আসার পর,সে ব্যবসা নিয়ে খুব আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। তার আগ্রহকে মূল্য দিতে গিয়ে আমির ব্যবসায় সময় বাড়িয়ে দেয়। লাভ হতে থাকে চারদিক থেকে। এক বছর হলো নিজরা পন্য তৈরি করে রপ্তানি দিচ্ছে।ব্যবসার গুণগান সর্বত্র ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে। গোডাউনের পাশাপাশি এখন তাদের একটি ফ্যাক্টরিও রয়েছে।গত পাঁচ বছরের বাংলাদেশের সফল ব্যবসায়ীর কাতারে চলে এসেছে আমির হাওলাদার। তার ছায়াতলে অনেক শ্রমিক কাজ করে। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া প্রত্যেকের সাধারণ সৎ কর্মচারী মাত্র। ব্যবসার আড়ালে কি চলে সে সম্পর্কে কেউ জানে না।

আমিরের দ্বিতীয় অফিস অন্য এলাকায়। নারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিংবা অন্য কোন অপরাধ জগতের বাসিন্দা-প্রত্যেকে ওখানে দেখা করতে যায়।

আমির সেক্রেটারিকে ভারিক্কি গলায় বলল,' তাকে আসতে দিবেন না।'ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল ও।

Kobitor.com

আলমগীর সহ আরোও ছয়জন আমিরের অফিসে ঢুকল।দ্বিতীয় অফিসে যাবার সময় হবে না বলে তাদেরকে আমির এখানে ডেকেছি কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।কে কোন এলাকায় যাবে, কিভাবে কি করবে তার একটা ছক তৈরি করেছে।প্রত্যেকের হাতে তা তুলে দিবে। আলমগীরের পাশে কবির দাঁড়িয়ে আছে ;তেইশ বছরের তরুণ।বছর কয়েক আগে কবিরকে পথ থেকে তুলে এনেছিল আমির।

মাতালের মতো চোখ বুজে আসছে বারবার,ঢলছে সে।

আমির কপাল কুঞ্চন করে বলল,'ওর কি হলো? '

কবির ধপাৎ করে আলমগীরের গায়ের উপর পড়ে যায়।

আলমগীর দ্রুত ধরে ফেলল,'বেশি গিলে ফেলছে। '

কবির জড়ানো গলায় বলে,'আমি শুনতাছি। খালি দাঁড়াইতে পারতাছিনা, পা দুইটা কই জানি চইল্লা গেছে।আপনি কন, আমি শুনতাছি, শুনতাছি -'

আমির গর্জে উঠল,'ঘাড় ধরে ওকে বের করে দাও। 'আবার বাজল ইন্টারকম।

সেক্রেটারি বিনীত সুরে বলল, ' আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। রফিক মাওলা বলেছেন তিনি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলতে চান। '

তৎক্ষণিক আমিরের শরীরের স্নায়ুতে টান পড়ল।রগে রগে কিছু একটা ছুটতে শুরু করল। রফিক মাওলা পদ্মজা সম্পর্কে কি বলবে? ভালো কিছু নয় তা নিশ্চিত। আমির বলল,' ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

তার চোখমুখে রং পরিবর্তন হতে দেখে আলমগীর প্রশ্ন করল,'কি হয়েছে?'

' রফিক মাওলা অফিসে। '

' ও এখানে কি করে? '

' পদ্মজাকে নিয়ে কিছু বলতে চায়।'

কবির ছাড়া উপস্থিত বাকি ছয়জনের মুখে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। এরা প্রত্যেকে আমিরের বিশ্বস্ত সঙ্গী। একেকজন একেক দলের দলনেতা হয়ে কাজ করে। পদ্মজা সম্পর্কে সব জানে। পাঁচটি বছর পদ্মজার থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা ছিল আমিরের,তাতে এদেরও অবদান রয়েছে।

আমির কোথাও গেলে তারাই পদ্মজাকে আড়াল থেকে রক্ষা করে।তাদের নাম সাদিক,সুরুজ,আবুল,আসাদসারওয়ার, কবির ও আলমগীর।

রফিক মাওলা অফিসে ঢুকল।প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকানো চারিদিকে। চাকচিক্য এবং অভিজাত্যপূর্ণ অফিস।

দাঁত বের করে হেসে বলল,' বহুদিন পর দেখা মি.হাওলাদার। '

আমিরের সোজাসাপটা প্রশ্ন,' কি বলতে চান?'

রফিক বাকিদের দেখে বলল,' এদের সামনেই বলব?'

' দ্রুত বলুন, আমার কাজ আছে। 'তাড়া দিল আমির। পদ্মজার নাম উঠায় অস্থিরবোধ করছে সে।

' আগে তো বসতে দিন।'

আমির ও রফিকের কাছাকাছি বয়স।এক সময় দুজনের মধ্যে মহব্বত ছিল। একে অপরকে তুই বলে সম্বোধন করত।সেই সম্পর্ক আর নেই।

এখন দুজন দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু।

আমিরের মুখোমুখি একটি চেয়ার দখল করে বসল রফিক। বলল,' ভাবি কেমন আছে?শরীর ভালো আছে তো? '

রফিকের মুখে পদ্মজার সম্পর্কে কিছু শুনতে চাচ্ছে না আমির।এতটাই অস্থির হয়ে পড়েছে যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

রফিক পুনরায় বলল,' ভাবির নাকি জ্বর এসেছিল,এখন ঠিক আছে?'

আমির কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার হয়ে আলমগীর বলল,'হেঁয়ালি ছাড়ুন। কি বলতে চান? কাজের কথায় আসুন।'

রফিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,' ভাবির সম্পর্কে বলতে চাই।'

রফিক পদ্মজার সম্পর্কে কিছু বলতে চায় শোনার পর থেকে আমিরের রক্ত টগবগ করছে। সে গর্জে উঠার আগের রফিক বলল,' ভাবিকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।তবে শুনলাম, ভাবি নাকি ...'রফিক থামল।

আমিরের দিকে তাকিয়ে ফিচলে হাসল।আমির মনে মনে ভাবছে,'রফিক যেন এটা না বলে,ও জেনে গেছে পদ্মজা আমার ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জানেনা। তাহলে শত্রুপক্ষরা আমাকে ধ্বংস করার মোক্ষম হাতিয়ার পেয়ে যাবে। এটা যেন না হয়, না হয়!'

কিন্তু তাই হলো।রফিক নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল,' ভাবির থেকে আড়াল করা কি ঠিক হচ্ছে?অর্ধাঙ্গীর তো সব জানা উচিত। সে জানবে না তোকে জানবে? ভাবির সাথে অবিচার হচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

বুঝেও না বুঝার ভান ধরে আমির বলল,' কি জানার কথা বলছেন?'

রফিক নিষ্পাপ গলায় বলল,' অতীতের ফষ্টিনষ্টি, দুইটা বউ, নারী ব্যবসা, এত বড় একটা চক্র-' আমির কথার মাঝে উত্তেজিত হয়ে পূর্বের সম্বোধনে চলে আসল,' বেরিয়ে যা কুত্তার বাচ্চা।এক্ষুনি বেরিয়ে যা। '

আলমগীর, সাদিক দুজন মিলে রফিক কে বগল থাবা দিয়ে ধরে বের করে দেওয়ার জন্য। রফিক ঠোঁটে বাঁকা হাসি এঁটে বলল,' আশা করি ভাবি তার স্বামীর গল্পটা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনবে। '

আমিরের চোখ দুটি লাল হয়ে গেছে। বুকের ভেতর ধিকধিক করে জ্বলছে আগুন। রফিক মাওলা জানে মানে কুতুবউদ্দিন ও জানে।সে ফেসে গেছে। পাথর হয়ে গেছে আমির।দ্রুত আলমগীরকে থামিয়ে দিয়ে দুর্বল ও কর্কশ গলায় বলল,' কি চাস?'

রফিক বিজয়ের হাসি হাসল।দুই হাত ঝেড়ে আবার চেয়ারে বসে পেশাগত ভঙ্গিতে বলল,' স্যার বলেছেন, ইয়ারকিসাফির সঙ্গে যে চুক্তিপত্র করেছেন সেটি যেন আপনি বাতিল করেন। আপনার পশ্চিমের জায়গাটাও চান, যেখানে আপনি আরেকটা ফ্যাক্টরি করতে চাচ্ছেন।স্যার সেখানে শপিং মল করবেন আর চারটি জাহাজ চাই

চলবে?

পদ্মমির -
পার্ট -৬ ৭
ইলমা বেহেরোজ,

আমিরের দ্বিতীয় অফিস অন্য এলাকায়। নারী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কিংবা অন্য কোনো অপরাধ জগতের বাসিন্দা প্রত্যেকে ওখানে দেখা করতে যায়।

আমির সেক্রেটারিকে ভারিক্কি গলায় বলল, 'তাকে আসতে দিবেন না।' ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল ও।

আলমগীরসহ আরো ছয়জন আমিরের অফিসে ঢুকল। দ্বিতীয় অফিসে যাবার সময় হবে না বলে তাদেরকে আমির এখানে ডেকেছে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য। কে কোন এলাকায় যাবে, কীভাবে কী করবে তার একটা ছক তৈরি করেছে। প্রত্যেকের হাতে তা তুলে দিবে। আলমগীরের পাশে কবির দাঁড়িয়ে আছে; তেইশ বছরের তরুণ। বছর ছয়েক আগে কবিরকে পথ থেকে তুলে এনেছিল আমির।

মাতালের মতো চোখ বুজে আসছে বার বার, ঢলছে সে।

আমির কপাল কুঞ্চন করে বলল, 'ওর কী হলো?'

Kobitor.com

কবির ধপাৎ করে আলমগীরের গায়ের উপর পড়ে যায়।
আলমগীর দ্রুত ধরে ফেলল, 'বেশি গিলে ফেলছে।'

কবির জড়ানো গলায় বলে, 'আমি শুনতাছি। খালি দাঁড়াইতে পারতাছি না, পা দুইটা কই জানি চইল্লা গেছে। আপনি কন, আমি শুনতাছি, শুনতাছি-'

আমির গর্জে উঠল, 'ঘাড় ধরে ও কে বের করে দাও।' আবার বাজল ইন্টারকম।

সেক্রেটারি বিনীত সুরে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। রফিক মাওলা বলেছেন তিনি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলতে চান।'

তাৎক্ষণিক আমিরের শরীরের স্নায়ুতে টান পড়ল। রগে রগে কিছু একটা ছুটতে শুরু করল। রফিক মাওলা পদ্মজা সম্পর্কে কী বলবে? ভালো কিছু নয় তা নিশ্চিত। আমির বলল, 'ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

তার চোখমুখের রঙ পরিবর্তন হতে দেখে আলমগীর প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে?'

'রফিক মাওলা অফিসে।'

'ও এখানে কী করে?'

'পদ্মজাকে নিয়ে কিছু বলতে চায়।'
কবির ছাড়া উপস্থিত বাকি ছয়জনের মুখে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। এরা প্রত্যেকে আমিরের বিশ্বস্ত সঙ্গী। একেকজন একেক দলের দলনেতা হয়ে কাজ করে। পদাজা সম্পর্কে সব জানে। পাঁচটি বছর পদ্মজার থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা ছিল আমিরের, তাতে এদেরও অবদান রয়েছে।

আমির কোথাও গেলে তারাই পদ্মজাকে আড়াল থেকে রক্ষা

করে। তাদের নাম সাদিক, সুরুজ, আবুল, আসাদসারওয়ার, কবির ও আলমগীর।

রফিক মাওলা অফিসে ঢুকল। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল চারিদিকে। চাকচিক্য এবং আভিজাত্যপূর্ণ অফিস!

দাঁত বের করে হেসে বলল, 'বহুদিন পর দেখা মি. হাওলাদার।'

আমিরের সোজাসাপটা প্রশ্ন, 'কী বলতে চান?'

রফিক বাকিদের দেখে বলল, 'এদের সামনেই বলব?'

'দ্রুত বলুন, আমার কাজ আছে।' তাড়া দিল আমির।

পদ্মজার নাম উঠায় অস্থিরবোধ করছে সে।

আগে তো বসতে দিন।'

আমির ও রফিকের কাছাকাছি বয়স। এক সময় দুজনের মধ্যে মহব্বত ছিল। একে অপরকে তুই বলে সম্বোধন করত। সেই সম্পর্ক আর নেই।

এখন দুজন দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু।

আমিরের মুখোমুখি একটি চেয়ার দখল করে বসল রফিক। বলল, 'ভাবি কেমন আছে? শরীর ভালো আছে তো?'

রফিকের মুখে পদ্মজার সম্পর্কে কিছু শুনতে চাচ্ছে নাআমির।

এতোটাই অস্থির হয়ে পড়েছে যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

রফিক পুনরায় বলল, 'ভাবির নাকি জ্বর এসেছিল, এখন ঠিক আছে?'

আমির কটমট করে তাকিয়ে আছে। তার হয়ে আলমগীর বলল, 'হেঁয়ালি ছাড়ুন। কী বলতে চান? কাজের কথায় আসুন।'

রফিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ভাবির সম্পর্কেই বলতেচাই।'

রফিক পদ্মজা সম্পর্কে কিছু বলতে চায় শোনার পর থেকেই আমিরের রক্ত টগবগ করছে। আতঙ্কে বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে। সে গর্জে উঠার আগে রফিক বলল, 'ভাবিকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে শুনলাম, ভাবি নাকি...' রফিক থামল।

আমিরের দিকে তাকিয়ে ফিচলে হাসল। আমির মনে মনে ভাবছে, 'রফিক যেন এটা না বলে, ও জেনে গেছে পদ্মজা আমার ব্যবসা সম্পর্কে কিছু জানে না। তাহলে শত্রুপক্ষরা আমাকে ধ্বংস করার মোক্ষম হাতিয়ার পেয়ে যাবে। এটা যেন না হয়, না হয়!'

কিন্তু তাই হলো। রফিক নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ভাবির থেকে আড়াল করা কি ঠিক, হচ্ছে? অর্ধাঙ্গিনীর তো সব জানা উচিত। সে জানবে না তো কে জানবে? ভাবির সাথে অবিচার হচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

বুঝেও না বুঝার ভান ধরে আমির বলল, 'কী জানার কথা বলছেন?'

রফিক নিষ্পাপ গলায় বলল, 'অতীতের ফষ্টিনষ্টি,

দুইটা বউ, নারী ব্যবসা, এতো বড় একটা চক্র -'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

আমির কথায় মাঝে উত্তেজিত হয়ে পূর্বের সম্বোধনে আমির কথায় মাঝে উত্তেজিত হয়ে পূর্বের সম্বোধনে চলে আসল, 'বেরিয়ে যা কুত্তার বাচ্চা। এখুনি বেরিয়ে যা।'

আলমগীর, সাদিক দুজন মিলে রফিককে বগল থাবা দিয়ে ধরে বের করে দেয়ার জন্য। রফিক ঠোঁটে বাঁকা হাসি এঁটে বলল, 'আশা করি ভাবি তার স্বামীর গল্পটা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনবে।'

আমিরের চোখ দুটি লাল হয়ে গেছে। বুকের ভেতর ধিকধিক করে জ্বলছে আগুন। রফিক মাওলা জানে মানে কুতুবউদ্দিনও জানে। সে ফেঁসে গেছে। পাথর হয়ে গেছে আমির। দ্রুত আলমগীরকে থামিয়ে দিয়ে দূর্বল ও কর্কশ গলায় বলল, 'কী চাস?'

রফিক বিজয়ের হাসি হাসল। দুই হাত ঝেড়ে আবার চেয়ারে বসে পেশাগত ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার বলেছেন, ইয়াকিসাফির সঙ্গে যে চুক্তিপত্র করেছেন সেটি যেন আপনি বাতিল করেন। আপনার পশ্চিমের জায়গাটাও চান, যেখানে আপনি আরেকটা ফ্যাক্টরি করতে চাচ্ছেন। স্যার সেখানে শপিংমল করবেন আর চারটি জাহাজ চাই। এতটুকুই।'

চলবে।

পদ্মমির - পার্ট - ৭
ইলমা বেহেরোজ

এমনভাবে বলল রফিক যেন খুব সামান্য ব্যাপার চাইল।' আমি চুক্তিপত্র বাতিল করলে কুতুবউদ্দিন অর্ডারটি পাবে

তার কোনো নিশ্চয়তা আছে?' 'না পেলেও সমস্যা নেই। যা আমাদের থেকে কেড়ে নেয়া

হয়েছে আমরা চাই না সেটি আপনি ভোগ করুন।' দাঁত কেলিয়ে হাসল রফিক।

অনেকক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক নীরবতা চেপে রইল রুমে।

রফিক ডেস্কে একটা দলিল রেখে বলল, 'এখানে সাইন এবং সিল দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে পাঠিয়ে দিলেই হবে।'

আমির জানে এরা শুধু এতটুকু নিয়ে থামবে না। তাকে সর্বস্বান্ত করে দিবে। ধীরে ধীরে চুষে নিবে তার সবকিছু। রক্তশূন্য হয়ে গেছে আমিরের চেহারা। তরুণ সেই মুখটা যেন হঠাৎ বয়স্ক হয়ে গেল।

হাসিতে ভরে গেল রফিকের মুখ। বলল, 'আসছি।'

কাচের দরজার ওপাশে পদ্মজাকে দেখা যাচ্ছে! been দুপুরের খাবার নিয়ে আসছে। রফিক থমকে দাঁড়ায়।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

Kobitor.com

আমির সকালে তাকে বলে এসেছিল যেন দুপুরে খাবার নিয়ে অফিসে আসে। পদ্মজা এলে সেক্রেটারি কখনো আমিরের থেকে অনুমতি নেয় না। আলমগীর দ্রুততার সঙ্গে কবিরকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল। বাকিরা মিটিঙের আবহ সৃষ্টি করতে পোশাক ঠিক করে ডেস্কের দুই পাশে থাকা চেয়ারে গোল হয়ে বসে। আমির নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে রফিকের দিকে তাকায়। রফিক বুঝতে পেরে সেও একটা চেয়ারে বসে। অফিসের ভেতরটা মুহূর্তে এমন রূপ নয় যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে।

পদ্মজা অফিসে ঢুকেই থতমত খেয়ে যায়। দুপুরে কখনোই আমির ব্যস্ত থাকে না। সে নিকাব তুলে প্রবেশ করেছে। তাকে প্রথমবারের মতো রফিক দেখল।

পদ্মজা বিনয়ের সঙ্গে দুঃখিত বলে ওয়েটিং রুমে চলে যায়। রফিক ভীষণ মজা পেয়েছে এমন একটা ভাব নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'দারুণ! ভাবি কিন্তু অসম্ভব সুন্দরী। এতো সুন্দর মানুষ আমি আগে কখনো স্বচক্ষে দেখিনি।'

তার চোখ দুটিতে চকচক করছে লালসা। আমিরের

কানে কথাটি যায়নি। পাথরের মতো বসে আছে সে।

রফিক চলে যেতেই বাকিদেরও বেরিয়ে যেতে বলল আমির। আলমগীর কবিরকে নিয়ে ছাদের দিকে চলে যায়। পদ্মজা মাতাল অবস্থায় কবিরকে দেখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। হাজারটা প্রশ্ন করবে।

পদ্মজা কবিরকে এখানকার ঝাড়ুদার হিসেবে চিনে সবাইকে বেরিয়ে যেতে দেখে পদ্মলা অফিস-রুমে ঢুকল। পদ্মজাকে দেখেই আমির হেসে বলল, 'স্বাগত ম্যাডাম।'

লাঞ্চবক্স রেখে পদ্মজা বলল, 'আজ অসময়ে মিটিং

কিছুদিন ছিলাম না, অনেক কাজ জমে গেছে। আমি না থাকলে সব এলোমেলো হয়ে যায়।

'আমিতো খোঁজখবর রেখেছি। সব ঠিকঠাক ছিল।' আমির খতমত না খেয়ে কথা ঘুরিয়ে বলল, 'সেগুলোই

জানছিলাম। নতুন অর্ডারটা নিয়েও কথা হচ্ছিল।' আমির হাজার চেষ্টা করেও নিজের চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্ক, রক্তশূন্যতা সরাতে পারছে না।

পদ্মজা বোরকা খুলে তার কাছে গিয়ে বলল, 'কী

হয়েছে আপনার?

এই মুহূর্তে মনের অবস্থা আড়াল করতে চাওয়া বোকামি হবে৷ আমির পদ্মলার কোমর জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে বলল, 'কুয়েতে নীট ওয়্যার নিয়ে যে চুক্তি হয়েছে সেটা যোগান

দেয়া কঠিন হবে।' 'আপনি এতকিছু করেন, এটাও পারবেন। যদি একেবারেই

না পারেন, চুক্তি বাতিল করে দিন। চাপ নিয়ে এতো টাকার তো প্রয়োজন নেই।'

আদির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমাকে প্রাণভরে শ্বাস নিতে দাও।'

পদ্মজা ভাবছে, 'কী এমন হলো যে, উনি এতো এলোমেলো হয়ে গেলেন। শুধুই কি কাজের চাপ? বাড়ির নাম শুকতারা। চুন শুরকি ব্যবহার করে ছোট আকারের লাল ইটের গাঁথুনিতে নির্মিত একটি মাঝারি আকারের দ্বিতল বাড়ি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পদ্মজা প্রথমে বলল, 'কার বাড়ি?'

পিছন থেকে সুরুজ বলল, 'আমার দাদার বাড়ি। এখন আর কেউ থাকে না।'

আমির বাড়ির চাবি নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে বলল,' বড় উপকার হলো সুরুজ। ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। কথা দিচ্ছি, বাড়ির এক বিন্দু ক্ষতিও হতে দেব না।'

'আরে কী বলছ, আমার বাড়ি মানে তো তোমারই বাড়ি। আর আমি জানি তোমরা বাড়ির খুব যত্ন করবে।'

অসম্ভব রোগা ধরনের একটা ছেলেকে আসতে দেখে সুরুজ বলল, 'ওইতো ভুবন এসে গেছে। নিচ তলার ঘরটাতে ও থাকবে। যখন যা প্রয়োজন ভুবনকে বললেই এনে দিবে। সামনেই বাজার আছে।'

শুকতারার দুই পাশে অনেকগুলো পুরণো ভবন। প্রতিটি ভবনে ত্রিশ, চল্লিশটি করে রুম এবং প্রতিটি রুমে একটি করে পরিবারের বাস। অসংখ্য গলি পার হয়ে তারপর সড়কে উঠতে হয়। কলোনির অনেক মহিলা জানালা দিয়ে, গেইটের সামনে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে তাদের। শত্রুপক্ষ ভাবতেও পারবে না, নিরাপত্তার জন্য তারা এরকম একটা জায়গায় এসে উঠেছে। পদ্মজ। গেইটের ভেতরে পা রাখতেই যাবে তখন আমির খপ করে ধরে ফেলল, কিছু বুঝে উঠার পূর্বে তাকে পাঁজাকোলা করে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে গুঞ্জন ভেসে আসো পদ্মজা অপ্রতিভ হয়ে উঠে লজ্জায়, 'কী করছেন।'

আমির বলল, 'হাওলাদার বাড়িতে ঢুকেছিলে আমার কোলে চড়ে, পদ্মনীড়ে ঢুকেছিলে আমার কোলে চড়ে, শুকতারাতেও আমাকে বাহন করেই প্রবেশ করবে।' কথা শেষ করেই ও ভেতরে পা রাখল।

বাড়িটির সামনের দিকে পথের উপরেই এসেছে বাড়িতে ঢোকার পথ ও দোতলায় উঠার সরু সিঁড়ি।

পরিত্যক্ত বাড়িটির দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে নানান লতানো ঝোঁপ।

Kobitor.com

আমির সিঁড়ি বেয়ে একটি বিশাল রুমে প্রবেশ করে।

পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে রুমটি পর্যবেক্ষণ করছে।কালো কাঠের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, শোকেস, ড্রেসিং টেবিল, বুকশেলফ - কী নেই! আসবাবপত্রগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক পুরনো। বুকশেলফে থাকা সবগুলো বইয়ে বালু জমে আছে। পদ্মজা প্রতিটি বই বালু ঝেড়ে ঝেড়ে ওলট-পালট করে দেখল। এক-দুটো পৃষ্ঠা পড়ল।

'সব ইংরেজি উপন্যাস।' বিস্ময় নিয়ে বলল ও।

সুরুজ ব্যাগপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে জানায়, আমার দাদা

ইংরেজি গল্প, উপন্যাস খুব পছন্দ করতেন।'

পদ্মজা হাসল, 'আমি বইগুলো পড়তে পারি?' 'এজন্য অনুমতি নিতে হয়? অবশ্যই পড়বেন।' পদ্মজার বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'ধন্যবাদ। দুপুরে খেয়ে যাবেন

কিন্তু। আমি রান্নাঘরটা গিয়ে দেখি।'

আমির পিছন থেকে ইশারা করলে সুরুজ দ্রুত বলল, 'না, না আজ নয়। আরেকদিন এসে খাব। আজ আমার জরুরি কাজ আছে। আমি তাহলে আসি আ... আমির।' অশ্বস্তি লুকোতে হাসল সুরুজ। পুনরায় বলল, 'আসি ভাবি। ভালো থাকবেন।' সুরুজ বেরিয়ে যেতেই পদ্মজা বলল, আপনার বন্ধু অমায়িক, বন্ধুবাৎসলা অবশ্য সব বন্ধুই এরকম। কোথায় পান এরকম বন্ধুবান্ধব?'

আমির শুধু হাসল, মুখে কিচ্ছুটি বলল না। মনে মনে

বলল, ওরা টাকার গোলাম, বন্ধু নয়। যেদিন আমার হাতে ক্ষমতা থাকবে না, অর্থ থাকবে না সেদিন বিশ্বস্ত এই মানুষগুলোই আমাকে ধ্বংস করবে।'

দুটো হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরায় ওর তাবনার সুতো ছিড়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে পদ্মজাকে দেখে, তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজা বলল, 'কী ভাবছেন?'

আমির ওর কপালে চুম্বন করে বলল, 'তোমার কথা।'

দুইদিন আগে।

বৈঠকখানা জুড়ে পায়চারি করছে পদ্মজা। দুপুরে আমিরকে এলোমেলো অবস্থায় রেখে আসার পর থেকে উদ্বেগের কারণে ছির হতে পারছে না সে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো, আমির ফিরল না। ওর উদ্বেগ বেড়ে মানসিক ব্যধিতে রূপ

নেয়। বাধ্য হয়ে অফিসের সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে।

'মিসেস হাওলাদার বলছি-'

ওপাশ থেকে ভেসে আসল, মিস্টার হাওলাদার বলছি।'

পদ্মজা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, 'কখন আসবেন আপনি? 'অফিসে কেউ নেই। অনেক কাজ জমেছে, শেষ করেই চলে আসব। সন্ধ্যার নাস্তা করেছি, চিন্তা করো না।'

আমির পদ্মনীড়ে ফিরল রাত এগারোটায়। গাড়ির শব্দ শুনেই পদ্মজা তড়িঘড়ি করে নিচ তলায় দামে।

কলিংবেল বাজার আগেই ও দরজা খুলে দিল।

আশ্চর্যজনকভাবে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা পদ্মজার মুখশ্রী দেখে আমিরের ক্ষিপ্ত হৃদয় শিথিল হয়ে আসে। চোখমুখ থেকে বিরক্তির ছাপটা সরে যায়। পদ্মজা দ্রুত নিয়ে আসল এক গ্লাস ঠান্ডা শরবত। কোনোরকম প্রশ্ন না করে হাস্য বদনে আমিরকে শার্ট খুলতে সাহায্য করল। আমির ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'মুখটা শুকনো লাগছে কেন? খাওনি?'

চলবে,,,,

পদ্মমির পর্ব ৮
ইলমা বেহেরোজ

পদ্মজা ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলল, 'একসঙ্গে খাব।'

মেঝে ঝকঝকে দেখে আমির বলল, 'চাচী এসেছিলেন?''

'হুম। গোসল সেড়ে নিন, আমি খাবার প্রস্তুত করছি।'

'মনা কবে আসবে?'

'বড় বোনের বিয়ে, গ্রামে গেছে। কিছুদিন তো লাগবেই।'

'কাউকে নিয়ে আসব কাজে সাহায্য করার জন্য?''

'প্রয়োজন নেই, কিছুদিনের ব্যাপারই তো। চাচী এসে সব ধুয়েমুছে দিয়ে যান। বাজার করেন তারিকুল ভাই। আমার কাজ তো শুধু রান্না করা।'

আমির গোসল করে নিশ্চুপে রাতের খাবার খেল। টুকটাক যা কথা বলল, তাতেও নির্জীবতা। চঞ্চল মানুষটা হুট করে গম্ভীর আর শান্ত হয়ে গেছে। পদ্মজা অবগত নয় আমিরের সমস্যা সম্পর্কে। তবে এটা বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা ঘটেছে। এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

প্রথমে মানুষটার ঘুমের প্রয়োজন। ঘুম মস্তিষ্ককে সতেজ করে, শক্তি দেয়। মধ্যরাত অবধি আমির শুধু এপাশ-ওপাশ করল। কিছুতেই ওর দুই চোখের পাতা এক হচ্ছে না। এমন দুজন তার দূর্বলতা জেনে গেছে, যাদের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন হবে। রফিক মাওলা আর এমপি কুতুবউদ্দিনকে হত্যা করার কথা সে ভেবেছে। কিন্তু কীভাবে? এছাড়া আর কী উপায় আছে ফাঁদ থেকে বাঁচার?

আমির বিরক্তি নিয়ে বিছানা ছেড়ে বারান্দায় চলে যায়। ওর পরনে হালকা রঙের ছোট প্যান্ট, খালি গা। রাতের আকাশে গোল বৃত্তের মতো চাঁদ। সে সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল; তা স্পষ্ট শুনতে পেল পদ্মজা।

ভাবল, 'এতোটা ভারী হয়ে আছে মানুষটার মন? কীসের যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে? কীসের চাপ সহ্য করছে?

পদ্মজা শাড়ির আঁচল বুক থেকে নামিয়ে কোমরে গুঁজল। কাচের একটা বাটিতে ঢালল ঠান্ডা তিলের তেল। টুংটাং শব্দ

শুনে আমির রুমে উকি দেয়।

মৃদু আলোর নিচে পদ্মজা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে

তেলের বাটি। সে রুমে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা হাতে তেল নিয়ে তার পায়ের পাতা থেকে ম্যাসাজ শুরু করে। ভালো করে তেল দিয়ে পায়ের পাতা একটু সামনে পিছনে করে ম্যাসাজ করে, চাপ দেয়। তারপর হাতের আঙুল দিয়ে পায়ে চাপ দিয়ে ম্যাসাজ করে করে একবার পায়ের নিচ থেকে ওপরে গেল আবার ওপর থেকে নিচে ম্যাসাজ করল। এভাবে কয়েকবার করার পর পা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিল।

পালঙ্কের ডানপাশের দেয়ালে একটা বড় আয়না টানানো। আমির সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে, পদ্মজাকে দেখছে। এলোমেলো চুল, শাড়ি পুরোটা কোমরে গুঁজে রাখা, উপরিভাগে শুধু প্রিন্টের ব্লাউজ; এ যেন হাতে আঁকা কোনো মনোহর চিত্রা শরীরের সাথে সাথে আমিরের চোখ দুটি শীতল হয়ে আসে। প্রচন্ড মানসিক চাপে অতিষ্ট হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক আরামদায়ক ম্যাসাজে ধীরে ধীরে ঝরঝরে হয়ে উঠছে। শরীরে এসে ভর করছে রাজ্যের ঘুম। পদ্মজা আয়নায় তাকায়, দুজনের চোখাচোখি হয়। কত প্রেম পদ্মজার ওই দুটি চোখো আমির আবেগপ্রবণ হয়ে বলে উঠল, 'যেদিন তোমার চোখে ঘৃণা দেখব, সেদিন থেকে আমার বাঁচার কোনো কারণ থাকবে না।'আমিরের মুখ থেকে নিঃসৃত ভারী কথাটাকে পদ্মজা হালকাভাবে নিয়ে বলল, 'আপনার মতো মানুষকে কেউ ঘৃণা করতে পারে না। আমিতো নই-ই।'

'কতোটা ভালোবাস আমায়?'

এহেন প্রশ্নে পদ্মজা অবাক হয়ে দর্পণের দিকে তাকাল।

তেলের ম্যাসাজ দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে আমিরের মন ও শরীরকে। উত্তর শোনার পূর্বেই হারিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে। পদ্মজা তেলের বাটি রেখে ঘুমন্ত আমিরের গালে, কপালে চুমু দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কত যে ভালোবাসি কী করে বুঝাই?'

অফিসে ঢুকতেই সেক্রেটারি আমিরের কাছে একটা ছোট চিরকুট নিয়ে এলো, 'স্যার, জনৈক ভদ্রলোক দিয়ে বললেন, এটা জরুরি। আপনাকে যেন দেয়া হয়।।'

আমির হাত বাড়িয়ে চিরকুটটি নিয়ে খুলল। তাতে লেখা- মুখোশ উন্মোচন পর্ব শুরু।ও দাঁতে দাঁত খিঁচে চিরকুটটি ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। জানালার পর্দা তুলে রাস্তায় সন্দেহভাজন দুজন লোককে দেখতে পায়। পদ্মজা কখন কোথায় যায় জানার জন্য কুতুবউদ্দিন লোক লাগিয়েছে! আমির ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবল। দুপুর হতেই ড্রাইভারকে ডেকে বলল, 'পদ্মজাকে ওর অফিস থেকে বাড়ি নিয়ে যান। যত যাই ই হোক রাস্তায় গাড়ি থামাবেন না। কারো সঙ্গে যেন পদ্মজার কোনো কথা না হয়।'

ড্রাইভার বাধ্যের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জি স্যার।'

ড্রাইভার চলে গেল। সে টেলিফোন করে সেক্রেটারিকে বলল, সাদিক, সুরুজ এবং কবিরকে পাঠাতে।

তারা অফিস রুমে ঢুকেই পাশাপাশি সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

আমির প্রথমে সাদিককে বলল, 'কুতুবউদ্দিন আর রফিক মাওলাকে অনুসরণ করতে হবে। ওদের প্রতিদিনকার তথ্য চাই। কখন কোথায় যাচ্ছে? কার সাথে কথা বলছে? পরিবারে কী চলছে? পরিবারের সব সদস্যদের সম্পর্কেও যাবতীয় তথ্য, সব জানতে চাই।

সুরুজকে বলল, 'মুজ্জা কলোনিতে শুকতারা নামে

যে বাড়িটা আছে সেখানে পরনো কিছু আসবাবপত্র গুছিয়ে রেখে আসবে। বুকশেলফে কিছু পুরনো বই রাখবে। পদ্মজার সামনে এরকম আচরণ করবে, যাতে ও বুঝে বাড়িটি তোমার পৈতৃক বাড়ি।'
কবিরকে বলল, 'মুজ্জা কলোনির চারপাশে তোমার লোকদের রাখবে, চারপাশের সবকিছু সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার জন্যয় আগামীকাল থেকে পদ্মজাকে নিয়ে আমি মুজা কলোনিতে থাকব। শুকতারাকে প্রতিটি মুহূর্তে দূর থেকে পাহারা দিতে হবে।'

ওরা তিনজন আমিরকে আশ্বস্ত করে বেরিয়ে যায়। উত্তেজনায় আমিরের কপালের রগগুলো দপদপ করছে। পদ্মজাকে কখনো কিছু জানতে দিবে না সে, কখনো না।

পদ্মজা বাড়ি ফিরে দেখে তারিকুল গেইটের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, মাথা থেকে রক্ত আসছে। সে ড্রাইভারকে নিয়ে দ্রুত গাড়ির থেকে নামল। উৎকণ্ঠা নিয়ে তারিকুলকে ডাকল, 'তারিকুল ভাই? শুনছেন? তারিকুল ভাই।'

ড্রাইভার তারিকুলের গালে থাপ্পড় দিয়েও যখন সাড়া পেল না বলল, 'পানি লাগবে ম্যাডাম।'

পানি আনার জন্য বাড়ির ভেতর ঢুকে আঁতকে উঠে পদ্মজা। মেঝেতে ছড়িয়ে আছে কাচের অসংখ্য টুকরো। চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারি সব জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে আছে। কেউ তার গুছানো সংসারকে তছনছ করে ফেলেছে। পাশের দেয়ালে লাল রং দিয়ে আগন্তুক লিখে রেখেছে- মরবে।

কে করেছে এসবা পদ্মজা আতঙ্কে দ্রুত আমিরের কাছে টেলিফোন করল, 'হ্যালো... হ্যালো, এখানে তাণ্ডব ঘটে গেছে।'

ওপাশ থেকে রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ ভেসে এলো, 'কী হয়েছে?"

'বাড়িতে কেউ হামলা করেছিল। সব জিনিসপত্র চুরমার করে ফেলেছে। আপনি দ্রুত আসুন।'

'তুমি... তুমি ঠিক আছো? পদ্মবর্তী, পদ্মবতী? আমির হন্তদন্ত হয়ে অফিস থেকে বের হয়। গাড়ি নিয়ে রওনা দেয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ি ফিরে চারপাশের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার চেঁচামেচি করে, পুলিশকে কল করে। তারিকুলের অবস্থা বেগতিক, রক্তপাত হচ্ছে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ইন্সপেক্টর শাহিন মাহফুজকে আসতে দেখে পদ্মজাকে আড়ালে যেতে বলে আমির। পদ্মজা পর্দার আড়াল থেকে শুনে তাদের কথপোকথন।

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?'

'আমি জানি না। আমার সন্দেহ করার মতো কেউ নেই। নির্ভেজাল মানুষ আমি।'

'গত কয়দিনে সন্দেহভাজন কিছু ঘটেছে?"

আমিরকে দ্বিধান্বিত হতে দেখা গেল। বলল, গতকাল আমার কাছে একটা হুমকি এসেছিল, আমি যদি নীট ওয়ারের চুক্তিপত্রটি বাতিল না করি আমার স্ত্রীকে হত্যা করা হবে।'

'কীসের মাধ্যমে হুমকি এসেছিল?'

'একটা চিরকুটে লেখা ছিল।'

পদ্মজা অবাক হয়ে যায়। আমিরের দুশ্চিন্তার কারণ তবে এই ছিলা

ইন্সপেক্টর ভেবে বললেন, 'শুনেছি, সম্প্রতি আপনি কুয়েত থেকে ফিরেছেন। সেখানে ব্যতিক্রমী কিছু বটেছিল? বা ফেরার পর অফিসে কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'অফিসে হয়নি। তবে কুয়েতে আলী আকবর নামে এক ব্যবসায়ীর নীট ওয়ারের একটা অর্ডার পাওয়ার কথা হয় কিন্তু কর্তৃপক্ষ শেষ অবধি অর্ডারটি আমাকে দিলেন। বাকিসব সাধারণ ঘটনা ছিল।'

'হয়তো তিনি ক্ষোভের বশে আপনার ক্ষতি করতে চাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে, নীট ওয়ারের চুক্তিপত্র বাতিলের সঙ্গে একমাত্র উনারই ফায়দা আছে।'

আমির ভারাক্রান্ত মনে বলল, 'উনি ভীষণ ভালো মানুষ।'

ইন্সপেক্টর হাসল, 'ভালো মানুষের আড়ালেই শয়তান থাকে। কিন্তু হাতে যেহেতু প্রমাণ নেই আমরা উনাকে ধরতে পারব না।'

আমির অনুরোধ করে বলল, 'আমার স্ত্রী বাড়িতে একা থাকে। ভাগ্যিস আজ বাড়িতে ছিল না, নয়তো কী হতো' আমির চোখ বুজে ভয়ে মাথা ঝাঁকায়।

জোর দিয়ে বলে, দ্রুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন, প্লিজ।'

ইন্সপেক্টর গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন।

আমির উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে কিছু শোনার জন্য।

ইনস্পেক্টর বললেন, 'আগন্তুক কে আমরা জানি

না। যেহেতু হুমকি পেয়েছেন আবার বাড়িতেও

হামলা হয়েছে ব্যাপারটা খুব জটিল। ভালো হয় যদি আপনার স্ত্রীকে কিছুদিন নিরাপদ কোনো জায়গায় রাখেন। ততদিনে আমরা আলী আকবর সম্পর্কে প্রমাণ বের করে তাকে এরেস্ট করার ব্যবস্থা করব।'

আমির চোখেমুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, 'কী বলছেন? বাড়ি ছাড়তে হবে কেন? আপনি বাড়ির বাইরে পুলিশের টহল রাখলেই তো পারেন।'

'দেখুন, আলী আকবরই যে খুনের চেষ্টা করছে সেটা তো নিশ্চিত না। এমনও হতে পারে আপনার কোনো আত্মীয় বা চেনা কেউ এই কাজ করেছে। আপনারা যদি এখানে থাকেন, তাহলে আত্মীয়রা আসবেই, আটকাতে পারবেন না। কখন কী ঘটে বলা যায় না। আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সমস্যা নেই। আমি শুধু একটা উত্তম উপায় জানালাম। আগন্তুক ধরা পড়া না অবধি আপনি আপনার স্ত্রীকে সবার থেকে আড়ালে রাখুন। শুধু যে আপনার স্ত্রীর প্রাণের হুমকি তা নয়, আপনারও আছে।'

পদ্মজা আর নিজেকে আটকাতে পারল না। পর্দার

আড়াল থেকে বলল, 'দুঃখিত মাঝে কথা বলার জন্য।

#চলবে

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মামির পর্ব ৯
ইলমা_বেহেরোজ

হামলাকারীকে চিনলে তার থেকে বাঁচার পথ বের করা যায়, কিন্তু যখন হামলাকারী অজ্ঞাত হয় তখন কোনদিক দিয়ে আক্রমণ আসে বোঝা বড় দায়। তখন নিজেকে রক্ষা করার উপায়ও থাকে না। আমার মনে হয়, হুমকিদাতা কে না জানা অবধি কিছুদিন আড়ালে থাকাই সর্বাধিকভাবে উত্তম হবে।'

আমির পদ্মজার দিকে পিঠ করে বসে ছিল। পদ্মজার কথা শুনে ওর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। পরিকল্পনা কাজে লেগেছো পদ্মজার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার জন্য এতো এতো দামী জিনিসপত্র ভাঙতে হলো, তারিকুলকে আঘাত করতে হলো। পর পর কাহিনিগুলোতে পদ্মজা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আমির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচায়। তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ইন্সপেক্টর কথোপকথন শেষ করতে বললেন, 'ম্যাডাম বুদ্ধিমতী। আমার মনে হয় এটাই ঠিক হবে। আপনারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবেন যাতে কেউ বাহির থেকে না বুঝে। আমি এখানে ফাঁদ পেতে শয়তানকে ধরব।'

আমির বলল, 'যদি বাড়ি ছেড়ে মঙ্গল হয় তবে তাই

হোক। আপনি দ্রুত হামলাকারীকে খুঁজে বের করার

চেষ্টা করুন। আমার স্ত্রী বেশিদিন বাড়ি ছেড়ে থাকতে

পারে না। ভীষণ ভালোবাসে সংসারটাকে।'

'নিশ্চিন্তে থাকবেন। বাড়ির চাবিটা দিয়ে যাবেন।'

ইন্সপেক্টর চলে যেতেই পদ্মজা আমিরের কাছে এসে বলল, 'এতকিছু হয়ে গেল আর আমাকে বলেননি।

ওর দুই গালে হাত রেখে আমির বলল, 'চিন্তা করতে যে।'

'সে তো এমনি হয়েছে। আপনি চিন্তিত থাকলেই আমার চিন্তা হয়। এখন চলুন, আমরা গোছগাছ করি।'

'তোমার খারাপ লাগবে না বাড়ি ছেড়ে যেতে?'

আমিরের বুকে আলতো করে হাত বুলিয়ে পদ্মজা বলল, 'আমাকে নিয়ে ভাববেন না, আপনি আমার সঙ্গে যেখানে থাকবেন সেটাই আমার সংসার।' আমির সন্তুষ্টচিত্তে পদ্মজাকে আলিঙ্গন করলা এবার কুতুবউদ্দিন আর রফিক মাওলাকে ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা করতে হবে। ওদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে বুঝতে পারছে না, কুতুবউদ্দিন তার কাছে জাহাজ কেন চাইল?

কুতুবউদ্দিন দেশের সবচেয়ে বড় জাহাজ ব্যবসায়ী।

চারটি জাহাজ নিয়ে তার কী ফায়দা? সন্ধ্যা। পুকুরপাড়ে ঝিঁঝির কলতান। আলমগীর অপেক্ষারত অবস্থায় সিগারেট ফুঁকছে। পুকুরটি পরিত্যক্ত, মুজ্জা কলোনির সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত; পাশে বাজার। কিছুক্ষণের মধ্যে আমির আসল।

চারপাশ দেখে বলল, 'জারগাটা নিরাপদ?'

'এই পুকুরে এক মেয়ে জাত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকে কেউ এখানে আসে না। ভয় পায়।' হাসল আলমগীর। সিগারেট এগিয়ে দিল আমিরের দিকে।

আমির দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট রেখে বলল, 'গ্রামে যোগাযোগ করেছ? কী অবস্থা?'

'কাজে নেমে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যে রিদওয়ান ঢাকা আসবে।'

'আমার বাড়িতে যেন না যায়।'

'পদ্মজা বাড়িতে একা? কী বলে এসেছিস?'

'বাজারের কথা।'

একা বাড়িতে ভয় পাবে না?'

'সারারাত একা গোরস্থানে থাকতে বললেও থাকতে পারবে।'

দুই ভাই একসঙ্গে হাসল। আলমগীর আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'পথ আলাদা হলেও, দুজনের সাহস কিন্তু একইরকম। বাড়ি ভালো লেগেছে?"'

'কার?'

'পদ্মজার।'

'উম, কিছুদিন আনন্দেই থাকবে।'

'কিছু সন্দেহ করেছে?'

'এখনো না।

ওদের আলোচনা চলে দীর্ঘক্ষণ। এক পর্যায়ে আলমগীর বলল, 'শুনলাম, কুতুবউদ্দিনের ছেলে জেল থেকে পালিয়েছে। পুলিশ ধরার চেষ্টা করছে।'

'কোনটা? দুটোই তো জেলে শুনলাম।'

'পিয়াসের বোনকে যে ধর্ষণ করল, হামজা।'

'পিয়াস এখানকার রাজা। ওর থেকে বাঁচবে না হামজা।'
বর্ষা মানে জল, জল মানেই জলজ ফুলের মেলা। তাই বর্ষা আসতে না আসতেই ফুটতে শুরু করেছে শাপলা, পদ্ম। পুকুরে পদ্মফুল দেখে আমিরের ভীষণ ভালোলাগা অনুভূত হয়। মনে হয়, প্রতিটি পদ্ম ফুলই যেন পদ্মজার একেকটা

অবয়ব!

হঠাৎ আলমগীর ভয় পেয়ে সরে যায়। 'কী, কী ওটা?'

আমির টর্চের আলো ফেলে দেখে, একটা ব্যাঙ।

ওটিকে লাথি দিয়ে সরিয়ে বলল, 'ব্যাঙ ওটা।' বলেই সে দাঁত বের করে হাসল। আলমগীর বুকে ফুঁ দিয়ে বলল, 'পুকুরে নাকি মেয়েটার আত্মা ঘুরঘুর করে।'

আমির ঠোঁটে হাসি চেপে রেখে প্রসঙ্গ এড়াল। বলল, 'রফিক মাওলার কোনো খবর পাওয়া গেছে?' তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে রফিকের লোকবল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পদ্মজাকে খুঁজছে।'

আমির হাতের সিগারেট ফেলে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'ওরা পদ্মজার মুখ দেখার সুযোগও পাবে না।'

তারপর পিছনে তাকিয়ে চারপাশ দেখে বলে, 'যাচ্ছি। সাদিককে বলো আগামীকাল এখানে আসতে।'

বাজারে থাকা টিউবওয়েলের পানি দিয়ে কিছুক্ষণ কুলি করল সে, সিগারেটের গন্ধ দূর করতে। কিন্তু শুধু পানি দিয়ে তো যাবে না। আজ ধরা পড়তেই হবে।

বাজার পেরিয়ে গলির মুখে এসেই দেখে মুজ্জা কলোনি অন্ধকারে তলিয়ে আছে। এখানে বিদ্যুৎ নেই। হারিকেন দিয়ে চলে সবাই। তবে বাজারে বিদ্যুতের লাইন আছে। এখন বর্ষাকাল। তাই পরিবেশে মৃদু শীতল হাওয়া। চারপাশ নিরিবিলি। প্রথম গলিতে ঢুকতেই কেউ একজন নড়েচড়ে উঠে। টর্চ ধরতেই লোকটিকে চেনা মনে হয়। আমির প্রশ্ন করে, 'জাদত?'

জাদত মাথা ঝাঁকায়। বিনীতভাবে জানায়, 'আমরা

আছি।'

ওরা বেশ কয়েকজন মুজ্জা কলোনিতে ঘাপটি মেরে আছে, শুধুমাত্র শুকতারা আর পদ্মজাকে পাহারা দেয়ার জন্য আমির কিছু না বলে চলে যায়। ভেতরের সরু গলিতে ঢুকতেই ওর মনে খটকা লাগে।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

লাইক কমেন্ট আসেনা তাই পোস্ট করতে ইচ্ছে করে না
এই পর্বে আগের থেকে বেশি লাইক কমেন্ট না আসলে আর পর্ব দিবনা

চলবে,,,,

পদ্মামির পর্ব ১০
ইলমা বেহেরোজ

অনেকগুলো পা ওর দিকে এগিয়ে আসছে! হাতে

কোনো অস্ত্র নেই, ও হাত মুষ্টিবদ্ধ করে স্যাঁতসেঁতে

মাটি মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়। কয়েক কদম

এগোতেই ছয়টি অল্প বয়সী কিশোর-যুবক পথরোধ

করে দাঁড়ায়। ওদের হাতে লাঠি, ছুরি। এখানকার বখে

যাওয়া ছেলে এরা! বয়সে সবচেয়ে বড় ছেলেটার

মাথায় কোঁকড়া চুল। ছেলেটা আমিরের দিকে ছুরি

ধরে বলল, 'এই এলাকায় থাকতে হইলে আগে

আমগোরে চাঁদা দিতে হয়। মানিব্যাগ বের কর।'

গলির শেষ প্রান্ত থেকে দলের দুজন লোেক সাহায্য

করার জন্য এগোতে চাইলে আমির বলে উঠল,

'খামো।'

এই কথা শুনে কোঁকড়াচুলো রেগে গেল। আমিরের গলায় ছুরি ধরল, 'কী কইলি? আমারে থামতে কস? এতো সাহস! মরতে চাস?"

আমির মজা পাচ্ছে। ও আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত

নেয়। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ছেলেটির

হাতে দেয়। সেখানে দুটো পাঁচশো টাকার নোট ছিল।

ছেলেগুলো খুশি না হয়ে বিস্মিত হলো। আমির যে

ভয় পাচ্ছে না তা স্পষ্ট, অথচ চিৎকার চেচামেচিও
করছে না, বাঁধাও দিচ্ছে না, সোজা মানিব্যাগ দিয়ে দিল! ব্যাপারটা হজম হচ্ছে না কোঁকড়াচুলোর। বলিষ্ঠ আমিরকে প্রথম দেখে ভেবেছিল এই লোককে চাঁদার জন্য ধরলে নিশ্চয়ই প্রতিহত করবে। তাই সে এতজনকে নিয়ে এসেছে। আমির চলে যাবার সময় কোঁকড়াচুলোর কাঁধ চাপড়ে চোখ টিপে উৎসাহ দিল, 'চালিয়ে যাও। ভালো করেছ।'

ছেলেগুলো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল আমিরের যাওয়ার পানে। কিছুই বুঝল না। লোকটা পাগল নাকি?

গুকতারা আমিরের দলের একজন বয়স্ক লোকের ছিল। লোকটি সারাজীবন পাপ করেছে, রাস্তা থেকে বাচ্চাদের তুলে নিয়ে ছিনতাইকারী, ভিক্ষুক, মাদক ব্যবসায়ী বানিয়েছে। শত শত নারীর সঙ্গে স্ফূর্তি করেছে, ধর্ষণ করেছে কিন্তু শেষ বয়সে এসে তার মনে হয়, সে এতকাল ভুল করেছে! মৃত্যুর ভয় পেতে থাকে। অনুতপ্ত হয়ে বাঁচতে চায় সবকিছু থেকে। লোকটা খ্রিস্টান ছিল। দুনিয়াতে আপন বলতে কেউ ছিল না। পাদ্রীর কাছে সব স্বীকার করে পবিত্র হবার অভিলাষে যখন উপনীত হয় আমিরের কথায় তার লোকবল এই বাড়িতেই লোকটিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তারপর থেকে বাড়িটি পড়ে আছে। মাঝেমধ্যে আলমগীর এখানে আসে। স্থানীয়দের বলেছে, লোকটি তার আত্মীয়। এই বাড়ির উত্তরাধিকার বলতে কেউ নেই। তাদের যেকোনো প্রয়োজনে অবাধে প্রবেশ করতে পারে এখানে। আমির শুকতারার গেইট পার হয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে। পদ্মজার কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে ভয় পেয়ে যায়। দ্রুত রুমে প্রবেশ করে। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে। সারাদিন কাজ করেছে, বাড়িঘর নিজের মতো গুছিয়েছে তাই সন্ধ্যা হতেই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর মাথার কাছে হারিকেন জ্বলছে, নিবু নিবু আলো। পিছনে বিশাল জানালা। জানালা দিয়ে হুরহুর করে বাতাস ঢুকছে। ঠান্ডায় গুটিসুটি মেরে আছে পদ্মজা। আমির পাতলা কাঁথা টেনে দেয় ওর গায়ে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের বৃত্তাকার চাঁদ। চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ। হারিকেনের আলোয় আবেশী এক অনুভবে মগ্ন হয়ে আমির পদ্মজাকে জানায়, 'দেখো, চাঁদের গায়েও দাগ আছে। তোমার গায়ে নেই।'

কোথা থেকে যেন চাপা চেঁচামেচি ভেসে আসছে। আগ্রহবোধ থেকে আমির বারান্দা থেকে উকি দেয়।

দূরের এক বস্তিতে দুজন লোক মারামারি করছে। ও রান্নাঘরে গিয়ে কালোজিরের বক্স খুঁজে বের করে। পদ্মজা নিয়মিত কালোজিরা চিবোয়া হেমলতা এই অভ্যাস তৈরি করে দিয়ে গেছেন।যেখানে যায় সঙ্গে করে কালোজিরে নিয়ে যায়। আমির হাতে কিছুটা নিয়ে মুখে পুরে নেয়া কী বিস্বাদ!

তবুও সহ্য করে চিবোতে থাকে সিগারেটের গন্ধ দূর করার জন্য। পদ্মজা টের পেলে তুলকালাম ঘটবে।

রুমে এসে কিছুক্ষণ পদ্মজার পাশে বসে থাকে। হলুদ আলোয় ওর মুখটা দুই চোখ ভরে দেখে। ঘুম পাচ্ছে না, করার মতোও কিছু নেই। এই মুহূর্তে বের হবারও সুযোগ নেই। পদ্মজাকে দেখা ছাড়া

আর কী করার আছে? অবসরে পদ্মজাকে দর্শন করাও একটা আবেগঘন ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করে বুকে।

আমির আলতো করে এক আঙুলে পদ্মজার নাক স্পর্শ করল, গাল, ঠোঁট, চিবুক স্পর্শ করল তারপর হেসেজাদু নিয়ে এসেছে এই নারী!

সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর কান্নার স্বর শোনা যাচ্ছে। আমির আবার বারান্দায় যায়। বস্তিতে এখন আর কেউ মারামারি করছে না। একটা টিনের ঘরের সামনে অনেক মানুষ ভীড় করেছে। তার হঠাৎ করে পারিজার কথা মনে পড়ে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে। সেখানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাজি।

আকাশের তারাদের দেখতে দেখতে চোখের তারায় ভেসে উঠে পারিজার জন্ম। সেদিন সকালে পদ্মজার খিচুনিযুক্ত ব্যথা শুরু হয়। ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং সময়ের সাথে সাথে তা ঘন হতে থাকে। ওর যন্ত্রণা দেখে আমির উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করে। দিকদিশা হারিয়ে ফেলে। প্রসব বেদনা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় ওর মনের কোণে বাজতে থাকে, পদ্মজা হয়তো মারা যাচ্ছে।

হাসপাতালে পৌঁছাতেই ডাক্তাররা পদ্মজাকে কেবিনে নিয়ে যায়। সে তখন বিশটি হাড়ভাঙা ব্যথার সমান যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আমির ভেতরে যেতে চাইলে তাকে আটকে দেয়া হয়। বাহির থেকে পদ্মজার আর্তনাদ শুনে আমির চিৎকার করতে শুরু করে, 'ওর ব্যথা কমছে না কেন? ওর ব্যথা কমান, ঔষধ দিন... এখানে কী ভালো ডাক্তার নেই? যত টাকা লাগে আমি

দেব, ওর ব্যথা কমান।'

ফরিনা, আলমগীর, লতিফা, মজিদ এরা উপস্থিত ছিল। কেউ আমিরকে শান্ত করতে পারছে না। তার চিৎকারে কেবিনের সামনে ভীড় জমে যায়। পুরো হাসপাতালে একটা মাত্র চিৎকার বাজছে, 'ব্যথা কমাও, ওর ব্যথা কমাও। এখনো কেন কাঁদছে? ডাক্তাররা এতক্ষণ ধরে কী করছে? আমার বউয়ের কিছু হলে আমি সবকটাকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব।'

ওর চিৎকার চেচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে হাসপাতাল

কর্তৃপক্ষ মামলার হুমকি দেয়। একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়। আলমগীর আমিরকে বলে, 'আমির কী করছিস? মা হতে চাইলে এরকম ব্যথা তো হবেই। এটা স্বাভাবিক।'

ফরিনা তসবিহ পড়ছেন। তিনি চেয়েছিলেন ধাত্রী দিয়ে এই মুহূর্তটা পার করবেন কিন্তু আমির বড নিয়ে হাসপাতালে

দৌড়ে চলে এসেছে। কে জানে কী হয়। এসব

ডাক্তারকে তিনি বিশ্বাস করেন না।

একসময় পদ্মজার কান্না থেমে গেল, শিশুর কান্নায়

Kobitor.com

মখরিত হলো চারপাশ। আলমগীর সঙ্গে সঙ্গে আমিরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'বাবা হয়ে গেছিস।'

অজানা এক শিহরণে আমিরের গায়ের লোমকূপ দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে থাকে। সএ দ্রুতপদে প্রথমে পদ্মজার সঙ্গে দেখা করল, পদ্মজা হাসছে।

তার হাত ধরে চুমু খেয়ে আমির বলল, ঠিক আছো?'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। দূর্বল গলায় কোনোমতে বলল, 'ও এসেছে, আমাদের কাছে চলে এসেছে।'

আমির যখন পারিজাকে দেখল একটা সংকোচ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল তাকে। মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকল এক আতঙ্ক, এই হাত দিয়ে নিষ্পাপ শিশুটিকে স্পর্শ করলে যদি অপবিত্র হয়ে যায়?

পিতা সন্তানকে কোলে নিচ্ছে না ব্যাপারটা দেখে যখন সবাই বলাবলি করছিল তখন আমির সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে। সেদিন কি সে বুঝেছিল, তার ছোঁয়ায় ফুটফুটে শিশুটিকে সত্যিই কালো অন্ধকার ঘিরে ফেলেছিল চারিদিক থেকে!

স্মৃতি রোমন্থন করে আমিরের গলা জ্বলছে! বুকের

ভেতরটা হাহাকার করছে। জীবনের এ কোন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে সে? সর্বক্ষণ চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক, আফসোস, চাপ, আক্ষেপ, ঘৃণা ঘিরে রাখে। পদ্মজা ছাড়া সুখ বলতে কি আছে তার? সেই সুখকে ধরে রাখতেও ছুটতে হচ্ছে। ছোটার শেষ নেই।

দুটো হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই আমির শান্ত হয়ে যায়। পদ্মজা ঘুমঘুম চোখে বলে, 'কী করছেন?'

আমির না ফিরেই বলল, 'তারা গুনছি।' কয়টা গুনলেন?' আমিরের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজল ও। আমির বলল, 'সত্তরটা।'

'কখন ফিরেছেন?'

'অনেকক্ষণ আগে।'

আমিরের গায়ের ওম গভীরভাবে অনুভব করার জন্য পদ্মজা আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তাকে।

আমির আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল, 'মাঝেমধ্যে কি ইচ্ছে করে জানো?'

'কী?''

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

'তোমাকে নিয়ে হাঁটতে বের হই। সারাজীবন পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। কখনো যেন প্রবীণ না হই,তৃষ্ণা না লাগে। হাতে হাত রেখে অনন্তকাল হেঁটে যাই।'

পদ্মজা হাসল। বলল, 'অমরত্ব চাচ্ছেন?'

'জনম জনম তোমার সঙ্গে থাকার জন্য অমরত্বই চাই। নশ্বর এই দুনিয়াতে অবিনশ্বর জীবন চাই।'

'আমরা জান্নাতে অনন্তকাল একসঙ্গে থাকব, ইনশাআল্লাহ।'

এ কথায় আমির থমকে যায়, বুকে কিছু একটা বিঁধে।

পদ্মজা তাড়া দেয়, 'বলুন, ইনশাআল্লাহ।'

আমির বিড়বিড় করে, 'ইনশাআল্লাহ।'

পদ্মজা সামনে এসে ওর বুকে মাথা রাখে। আমিরের হাত দুটো রাতের ঠান্ডা বাতাসে বরফের মতো হয়ে গেছে। বর্ষাকালের সুবিধা হচ্ছে সবসময় বাতাস আর বৃষ্টি হয়। তাই এই সময়টা ভালো লাগে পদ্মজার। সে বলল, 'আজ শেষরাতে বৃষ্টি হবে তাই না?'

'প্রতিদিনই হচ্ছে। 'হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে ফেলল পদ্মজা, আমিরের মুখের কাছে নাক নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে বলল, 'কালোজিরে খেয়েছেন?'
আমির থতমত খেয়ে বলল, 'হা, খেয়েছি।'

'কেন?'

'এটা কেমন প্রশ্ন! তুমিতো সবসময়ই খেতে বলো, তাই খেলাম।'

পদ্মজা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আপনি তো খান না! কী লুকোচ্ছেন?'

আমির কিছু বলার পূর্বে পদ্মজা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'বাজারে গিয়ে সিগারেট খেয়েছেন!'

আমির ধরা পড়া চোরের মতো অপ্রস্তুত হাসল। গল্প বানানোর চেষ্টা করল না।

চলবে,,,,

পদ্মমির পর্ব ১১

ইলমা_বেহেরোজ

Kobitor.com

। অপরাধ স্বীকার করার জন্য উদ্যত হতেই পদ্মজা রাগ দেখিয়ে ভেতরে চলে যায়। আমির হইহই করে উঠল, 'ক্ষমা করুন রানী, ক্ষমা করুন। এই অধম ভুলে ভুলে ভুল করে ফেলেছে। ক্ষমা করুন।'

সে পিছু পিছু যায়। বাহিরে তখন বাতাসে পাতা দোল খাচ্ছে।

পর্ব সাত

রফিক মাওলার বিস্ময় কাটছে না। ও অবাক হয়ে ভাবছে, এতজন লোক অনুসরণ করেও গত তিন দিনে কেউই পদ্মজাকে কেন দেখল না? ভার্সিটি, অফিস কোথাও নাকি যাচ্ছে না। দূর থেকে তার লোক তিন দিন পদ্ম নীড় থেকে আমিরকে গাড়ি করে বের হতে এবং ফিরতে দেখেছে। কিন্তু পদ্মজাকে কেউ দেখেনি। কী হচ্ছে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে আমিরের বাড়ি থেকে দূরে অন্য একটি বাড়ির ছাদে গিয়ে অবস্থান নেয় রফিক। দূরবীন ধরে রেখেছে চোখে। কিছুক্ষণ পর স্যুট-কোট পরে একটা পুরুষ দেহ গ্যারেজে যায়। সেখান থেকে গাড়িতে উঠে, জানালা লাগিয়ে দেয়। গাড়ি বের হয়ে যায় চলে যায় অফিসের উদ্দেশ্যে। রফিকের সন্দেহ জাগে।দুপুরে আমিরের অফিসে যায় সে। গেইটে বিশেষ পাহারাদার ছিল। তারা রফিককে চিনতে পেরে ভেতরে ঢুকতে দিল না। রফিকের সন্দেহ বাড়ে।

কিছু তো একটা ঘটছে। কিন্তু সেটা কী? কী পরিকল্পনা করছে আমির হাওলাদার?

সে অফিসের সামনের এক ভবনে নিজের জন্য জায়গা দখল করে বসে। কিছুক্ষণ পর আমির বের হয়। পিছন থেকে মুখ না দেখা গেলেও শরীরটা একটু মোটা লাগছিল! আমিরের সঙ্গে রফিকের অনেকদিনের পরিচয়। ও আমিরকে ভালো করে চিনে।

আমিরের স্যুট-কোট পরা লোকটা যখন হেঁটে গাড়িতে উঠে তখন রফিক নিশ্চিত হয় এটা আমির নয়, অন্য কেউ! তার উচ্চতারই অন্য কেউ! আমির ওর বউকে নিয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। অন্য কাউকে আমির সাজিয়ে গত তিনদিন একটা ভ্রমের মধ্যে রেখেছিল তার লোেকদের। রফিক তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পড়ে। নতুন করে নতুন ছক সাজাতে হবে।

বাথরুমে দৌড়ে গিয়ে হড়হড় করে বমি করতে শুরু

করে পদ্মজা। কিছুদিন ধরেই ওর শরীরটা খুব একটা

ভালো না। মাথা ঘোরায়, বমি পায়। গতকাল বমি করেছিল। তখন আমির বাজারে ছিল। আজ আমির পাশে আছে। পদ্মজাকে বমি করতে দেখে আমির উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। পদ্মজা সহজে অসুস্থ হয় না। ও স্বাস্থ্য সচেতন নারী। আমির পদ্মজার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। ভুবনকে ডাকে, 'ভুবন, ভুবন - দৌড়ে গিয়ে বাজার থেকে ডাক্তার নিয়ে আয়।'

ভুবন দৌড় দিতেই নিচ্ছিল পদ্মজা আটকায়, 'যেতে হবে না। সামান্য কারণে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই। আমাকে একটু ধরুন, রুমে যাব। মাথা ঘুরাচ্ছে।'

আমির পদ্মজাকে কোলে করে রুমে নিয়ে বিছানায় সাবধানে রাখল। তোয়ালে ধুয়ে পানি নিংড়ে পদ্মজার ঠোঁটের চারপাশ মুছে বলল, 'সারামুখ লাল হয়ে গেছে।' তার চোখেমুখে আতঙ্ক। পুনরায় বলল, 'কী সমস্যা হচ্ছে? আমাকে বলো, কী যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'মাথা ঘুরাচ্ছে শুধু। বমি পায় সবসময়, দূর্বল লাগে।' 'আমি যখন ছিলাম না খাবারে অনিয়ম হয়েছে এজন্যই এরকম হচ্ছে। দুপুরেও কম খেয়েছ, দূর্বল তো লাগবেই। তোমার বয়সী মেয়েরা গামলা ভরে ভাত খায়।'

'ভাত ভালো লাগে না।' উদাস গলায় বলল সে।

'দুনিয়াতে তো খাবারের অভাব নেই। ভাত ছাড়াও কত কি আছে। তুমি বলো কী খেতে চাও, আমি এনে কত কি আছে। তুমি বলো কী খেতে চাও, আমি এনে দেবা শুধু পেট ভরে খাবে।'

পদ্মজা আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছে, আমিরের কথা ওর কর্ণগোচর হয়নি। আমির ডাকল, 'পদ্মজা?'

পদদ্মজা সচকিত হলো। ধাতস্থ হয়ে আমিরের হাত চেপে ধরে নিম্নস্বরে বলল, 'গত মাসে ঋতুস্রাব হয়নি।'

পদ্মজা কি বলতে চাচ্ছে বুঝতে আমিরের সময় লাগল। তার অবিশ্বাস্য চাহনি দেখে পদ্মজা উঠে বসল, 'মীরাক্কেল হতেই তো পারে তাই না?'

আমির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এটা কী করে সম্ভব! পদ্মজা কখনো মা হতে পারবে না। আমির কিছু বলল না। পদ্মজা পরক্ষণে ঠোঁট উল্টে বলল, 'প্রেসার লো হতেও পারে। আরো দুই-তিনদিন দেখি।'

আমির কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে বুঝতে পারছে না। পদ্মজা

সন্তানের জন্য লুকিয়ে কাঁদে, পারিজাকে হারানোর দুঃখে

কাঁদে, পারিজার খুনিকে ধরতে না পারার কষ্টে কাঁদে; তার বয়সী প্রায় সব মেয়ের কোলেই নিজের সন্তান আছে, শুধু

পদ্মজার নেই। কেউ মা বলে ডাকে না। ডাক্তার বলেছে, কখনো ডাকবেও না।

আমির নিজের অজান্তেই মনে মনে চাচ্ছে, সত্যি যেন মীরাক্কেল ঘটে। পদ্মজা মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। নাকি সে পিতৃত্ব পেয়ে যাবে বলে সৃষ্টিকর্তা পদ্মজাকে মাতৃত্বের স্বাদ দ্বিতীয়বার দিচ্ছে না? সব সমস্যার মূলে গিয়ে নিজেকেই আসামি মনে হয় তার।

আমির মৃদু স্বরে বলল, 'খাওয়াদাওয়া অনিয়মিত হয়েছে তোমার, এজন্যই দূর্বল হয়ে গেছো। পুষ্টিকর খাবার বেশি বেশি খেতে হবে।'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

'বেশি খেলে মুটিয়ে যাব।'

'তাতে কী?'

'তখন সুন্দর লাগবে?''

আমির না হেসে পারল না, 'পারিজা যখন পেটে ছিল তুমিতো অনেক স্বাস্থ্যবান ছিলে। কত সুন্দর লাগত!'তখন সুন্দর লাগত বেশি নাকি এখন?'

আমির ভেবে বলল, 'সবসময়, সবভাবে তুমি সুন্দর।'

দুপুর নাগাদ আমির বের হয় বাজারের উদ্দেশ্যে। ওর পরনে

লুঙ্গি, শার্ট। পদ্মজার জন্য কিছু ফলমূল কিনতে হবে।

বাজারে সবকিছু পাওয়া যায় না। নিরাপত্তার জন্য থাকা

একজনকে ডেকে কী কী আনতে হবে তার তালিকা দিয়ে

শহরের দিকে পাঠায়। নিজে বসে থাকে একটা হোটেলে।

চলবে

পদ্মমির পর্ব ১২

ইলমা_বেহেরোজ

টিভিতে লিখন শাহের সিনেমা চলছে। সে কপাল কুঁচকে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। বিড়বিড় করে, 'শালা, আমার পিছুই ছাড়ে না। ঠাডা পড়ে মর।'

পথে সেদিন রাতের কোঁকড়াচুলোর সঙ্গে দেখা হয়। আমির ডেকে বলল, 'তোর নাম কী?'

কোঁকড়াচুলো আগ্রহ নিয়ে আমিরকে দেখল। কোনোরকম প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বলল, 'আগুন।'

আমির শ্রাগ করে বলল, 'বিরাট নাম! চল কোথাও বসি।'

এবার আগুন মেজাজ দেখাল, 'আমি কেউয়ের হুকুম মানি না।'

'হুকুম!' আমির অবাক হবার ভান ধরল। 'আমার কি সেই সাহস আছে?''

আগুন বিভ্রান্ত হচ্ছে। বুঝতে পারছে না এই লোককে কোন কাতারে ফেলবে, কেমন রহস্যময়!

কোনো এক অদ্ভুত কারণে লোকটাকে সে ভেতরে ভেতরে ভয় পায়, কেন ভয় পায় তা জানে না। না চাইতেও আমিরের সঙ্গে একটা টং দোকানে গিয়ে বসল। আমির তার কাজের খুব প্রশংসা করল। সেদিন ছুরি ধরার পদক্ষেপ একটু ভুল ছিল সেটা কীভাবে ধরতে হয় তা শিখিয়ে দিল। আগুন হতভম্ব হয়ে শুধু দেখে আর শুনে। কার পাল্লাতে পড়ল?

পদ্মজা রুমে আয়নায় নিজের পেট দেখে ভাবছে, সত্যি কেউ আছে এখানে? কোনো মীরাক্কেল কী ঘটবে?

ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। তিনি চাইলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। পদ্মজার ভাবতে ভালো লাগছে, তার ঘর আলো করে কেউ আসবে। যদিও সে নিশ্চিত না, শুধুমাত্র ধারণা। এই ধারণাতেও যে সুখ। ও জীবনে আরেকবার মাতৃত্বের পারিজা তো মা স্বাদ পেতে চায়। শুনতে চায় মা ডাক। পারি ডাকার আগেই পাড়ি জমিয়েছিল। 'মা' শব্দটি এক অক্ষরের হলেও এর তাৎপর্য অতুলনীয়। কেউ মা ডাকছে - ভেবেই পদ্মজা শিহরিত হয়। সুখে ভেসে যায়।

বাইরে কাঠ কাটার খটখট শব্দ হচ্ছে। পদ্মজা শাড়ি ঠিক করে নিচ তলায় নামে। ভুবন কাঠ কাটছে।

সে প্রতিবন্ধী। রকেল বলে। কথাবার্তা একেবারে

কম বলে, বুঝে কম। শুধু হাসে। সরল সোজা হলেও

কর্মঠ। পদ্মজা ভুবনকে খুব আদর করে। সবচেয়ে বড়

মাছ, মাংসের টুকরোটা খেতে দেয়। ভুবনও পদ্মজার মায়ায় পড়ে গেছে। বুবু বলে যখন ডাকে পদ্মজা অনুভব করতে পারে কতটা ভালোবাসা নিয়ে বুবু ডাকছে ভুবন। সুরুজের থেকে শুনেছে, ভুবন আগে অনেকটা সুস্থ ছিল। যখন ওর এগারো বছর তখন ওর সামনে ওর বড় বোনকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয় - মানসিক আঘাত পেয়ে সেদিন থেকে চুপচাপ হয়ে গেছে ছেলেটা। এরপর থেকে সহজে ভুলে যায়, কোনো পরিস্থিতি দ্রুত ধরতে পারে না। অত্যাতঙ্ক আক্রমণ নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত সে। ডিসওর্ডারেও ভুগে। হঠাত্ অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যায় এবং ভয় পেতে থাকে। মাঝেমধ্যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে উল্টাপাল্টা কাজ করে বসে।

পদ্মজা সিঁড়িতে বসে বলল, 'এতো কাঠ কেটে কী হবে?'

ভুবন ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'তুমি লানবা।'

'তুই এতো কাঠ কেটেছিস যে আগামী এক সপ্তাহ রান্না করা যাবে। এরপরও কেটেই যাচ্ছিস। ক্লান্ত লাগে না?'

ভুবন মাথা ঝাঁকায়। ওর ক্লান্ত লাগে না। হঠাৎ মনে

Kobitor.com

পড়ায় পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'তুই না বলছিলি, পাশের বাড়ির মহিলা আমাকে দেখতে আসবো আসেনি তো।'

ভুবন আবারও মন ভুলানো হাসি হাসল। বলল, 'কাম কইলাই কূল পায় না।'

ভুবন হাসতে হাসতে কাঠ কাটছে। পদ্মজা বলল, 'গেইটটা লাগিয়ে দে। কেউ ঢুকে পড়বে।'

'আমি থাকতে তোমালে কেউ কিচ্ছু কলব না।'

'ওরে আমার বীর পুরুষরে। ক্ষুধা লাগছে? কিছু খাবি?'

'না, তয় গলাভা শুকায়া গেছে। পানি খামু।'

পদ্মজা সরু সিঁড়ি মাড়িয়ে পানি আনতে যায়। ভুবন সিঁড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমির পদ্মজার কথপোকথন থেকে সে শুনেছে, কেউ পদ্মজাকে খুন করতে চায় তাই তারা এখানে এসেছে। ভুবন সবসময় চারিদিক খেয়াল রাখে। সে সতর্ক। কিছুতেই পদ্মজা... ওর বুবুর কিছু হতে দিবে না। পদ্মজা পানির জগ আর গ্লাস নিয়ে আসে। গ্লাস ভরে পানি দিয়ে আবার সিঁড়িতে বসে। একটা জোঁক ঝোপঝাড় থেকে এসে ওর পায়ের উপর উঠে। পদ্মজা প্রথমে আঁতকে উঠলেও পরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামে কত জোঁকে ধরেছে! ভুবন কুড়াল রেখে পদ্মজার পা থেকে জোঁক ছাড়িয়ে দিয়ে দুই হাতের দুই আঙুলে টেনে ধরে জোঁকটিকে।

পদ্মজার গা রি রি করে উঠে। সে একটু দূরে সরে যায়।

ভুবন হাসছে। জোঁকটিকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। পদ্মজা ধমকায়, 'ফেল ওটা।'

ভুবনের হাসি বিস্তৃত লাভ করে। তার দাঁতগুলো বড় এবং উঁচু।

সে জোঁকটিকে মাটিতে রাখল। পদ্মজা দ্রুত পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে লবণ নিয়ে আসে।

দুজন খুব আগ্রহ নিয়ে জোঁকটির মৃত্যুবরণ দেখে।

চলবে,,,,,

পদ্মমির পর্ব ১৩

ইলমা_বেহেরোজ

বিকেল। আকাশের সাথে মিশে গেছে ঘন মেঘ, সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে উকি মারছে দিনান্তের শেষ আলো। পদ্মজা ছাদে বসে নির্মল পরিবেশের সাথে মিশে থাকা ভেজা মাটির মন মাতানো গন্ধ উপভোগ করছে। এখনো আমির ফিরেনি। নিশ্চয়ই শহরের দিকে চলে গেছে।

পাশের ভবনে অনেকক্ষণ ধরে একজন লোক চেঁচামেচি করছে, কাউকে গালিগালাজ করছে।

মুজ্জা কলোনিতে প্রতিদিনই ঝগড়া হতে দেখা যায়। উনিশ বিশ হলেই ঝগড়া করে। হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠ চিৎকার করে উঠে। পদ্মজা কেঁপে উঠে। নারী কণ্ঠটি চিৎকার করে কাঁদছে আর বার বার অনুরোধ করছে তাকে না মারার জন্য। দুটি শিশুর কান্নাও শোনা যাচ্ছে। এমন করুণ কান্না পদ্মজা বহুদিন শুনেনি। অশ্রাব্য গালিগালাজ আর কান্নায় চারপাশ ভারী হয়ে উঠছে! কে ওমন করে মারছে? পদ্মজা বেশিক্ষণ এই কান্না সহ্য করতে পারল না। হালকা কাপড়ের চাদর মাথায় টেনে শুকতারা থেকে বেরিয়ে পড়ে। ওর সাথে ভুবনও যায়। পদ্মজাকে বের হতে দেখে জাদত সক্রিয় হয়ে উঠে। পদ্মজা কান্না অনুসরণ করে পাশের ভবনে ঢুকে। ভবনটির ভেতর গোলাকৃতি। চারদিকে। ভবন, মাঝে গোল সিমেন্টের উঠান।
একজন মধ্যবয়স্ক লোক উঠানে এক অল্প বয়সী মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে মোটা লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। মেয়েটার বুকে শাড়ি নেই। শরীর থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে কাঁদছে মা মা বলে। এ তো পাশবিক নির্যাতন! পদ্মজা চমকে যায়। মানুষ এতো বড় জালিম কী করে হতে পারে?

সে প্রতিবাদ করল, 'কী করছেন আপনি? কেন মারছেন?'

ভবনটির প্রতিটি রুমের দরজা বন্ধ ছিল। প্রত্যেকে দরজা বন্ধ করে বসে ছিল রুমে। পদ্মজার কণ্ঠ শুনে প্রত্যেকে বেরিয়ে আসে। রেলিং ধরে দাঁড়ায়, সবার দৃষ্টি উঠোনে।

যে লোকটি প্রহার করছিল তার নাম তুলা মিয়া।

তিনি প্রহার থামিয়ে বললেন, 'আপনি কে? আমার বাড়িতে ঢোকার সাহস হলো কী করে?'

পদ্মজা দুই কদম এগিয়ে যায়, 'আমি যে ই হই, আপনি বলুন উনাকে কেন এভাবে পেটাচ্ছেন?'

প্রহার থেকে নিস্তার পেয়ে মেয়েটি দ্রুত শাড়ি ঠিক

করে পদ্মজার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়। তুলা মিয়া জহুরি

চোখে পদ্মজাকে দেখছে। এতো সুন্দর নারী তিনি
আগে দেখেননি! ইতিমধ্যে উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে বিমোহিত করে ফেলেছে পদ্মজার সৌন্দর্য।

তুলা মিয়া ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, 'আমি এই বাড়ির মালিক। এই মেয়ে পাঁচ মাস ধরে আমার ভাড়া দেয় না। রুম ছেড়েও বেরিয়ে যায় না তাই পেটাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মেয়েটি কেঁদে কেঁদে বলল, 'আমার যাওয়ার কুনু জায়গা নাই আপা। বাচ্চাডি লইয়া কই যামু আমি। আমার জামাই মইরা গেছে ছয় মাস আগে। ছোট থাইকা উনার ঘরে আমার জামাই কাম করছে। কুনুদিন বেতন নেয় নাই। নাই আমার জামাই যখন মইরা গেল, যে জমিডা আছিল হেইডাও উনি নিয়া নিছেন। এরপর থাইকা উনি প্রতিদিন জোর করে আমার সঙ্গে

তুলা মিয়া ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর নটির বেঠি।'

পদ্মজা দাপটের সঙ্গে বলল, 'মুখ সামলান। আপনার অধিকার নেই ঘর ভাড়ার জন্য একজনকে নারীকে এভাবে পেটানোর।'

তুলা মিয়া দূরে থুথু ছুঁড়ে ফেলে চোখমুখ বিকৃত করে বললেন, 'অধিকার শেখাতে আসবেন না। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান নয়তো খুব খারাপ হবে।'

এই প্রথম কেউ সাহস করে তুলা মিয়ার সামনে দাঁড়িয়েছে। যদি পদ্মজা চলে যায় এই আতঙ্কে

মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল। সে পদ্মজার বাহু চেপে ধরে আকুতি করে বলল, 'আপনি যাইয়েন না আপা। আমারে মাইরা ফেলব। আমারে সবসময় ভরসা দিছে, কুনুদিন আমারে বাইর কইরা দিব না। আমার ছেলেমেয়ে আর আমার খাওনের খরচ দিব। এখন তাও দিতে না করে। অমিডা ফিরায়া দিতেও না করে। কিছু কইলেই মারে। আমি তো কইছি জমিডা দিয়া দিক আমি ওইডা বেইচ্চা কিছু কইরা ছেলেমেয়ে নিয়া খামু।' মেয়েটি ফোঁপাচ্ছে। পদ্মজার সহানুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কত অসহায় এই মেয়ে। তার কোনো গতি না করে

কিছুতেই পদ্মজা পিছপা হবে না। সে তুলা মিয়াকে

বলল, 'আপনি প্রথমত উনার জমি কেড়ে নিয়েছেন,

তারপর আবার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছেন। এখন

আর পোষাচ্ছে না বলে বের করে দিতে চাচ্ছেন তাও

উনার জমি আত্মসাৎ করে! তাহলে উনি কোথায়

যাবেন? কী করে চলবেন?''

লোকটি খ্যাক করে উঠল, 'সেইটা আপনার দেখতে

হইব না। সরেন তো। আমার কাজ আমারে করতে দেন।'

মহিলাটিকে টেনে আনতে গেলে পদ্মজা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। কাঠকাঠ গলায় বলে, 'আপনি উনার জমি ফিরিয়ে দিন। এই বাড়ি ছেড়ে উনি অন্য কোথাও চলে যাবে।'

'না দিলে কী করবেন?'

'পুলিশের কাছে যাব।'

তুলা মিয়া শব্দ করে হাসলেন। এই এলাকার কোনো পুরুষেরই সাহস নেই তার সামনে এভাবে কথা বলার, আদেশ দেয়ার; সেখানে কোথাকার এক নারী এসে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে। তবে এমন সুন্দর নারী তিনি আগে দেখেননি। বড় লোভ হচ্ছে ছুঁয়ে দেখার।

তুলা মিয়ার লোলুপ দৃষ্টি পদ্মজার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে তবুও সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে জাদত এসে দাঁড়িয়েছে একপাশে।

চলবে,,,,

#পদ্মমির -পার্ট - ১৪
#ইলমা_বেহেরোজ

ততক্ষণে জাদত এসে দাঁড়িয়েছে একপাশে।

তুলা মিয়া সরাসরি বলল, 'আমি সুন্দর মহিলাদের কথা ফেলতে পারি না। আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো, আমাকে যদি খুশি করতে পারো তাহলে জমি ফিরিয়ে দেব, এখানে থাকতেও দেব।'

ওর লালসা পদ্মজার গায়ে বিস্ফোরণ ছড়িয়ে দেয়।

বাবার বয়সী লোকের মুখে এমন কথা শুনে পদ্মজার গা গুলিয়ে উঠে। সে সজোরে থাপ্পড় মারে লোকটার গালে। চারপাশে গুঞ্জন শুরু হয়।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ষাঁড়ের মতো হয়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ নিয়ে বলে,' এতো সাহস! এতো সাহস!'

পদ্মজা অটল হয়ে চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে।

তুলা 'খানকির ঝি' বলে তেড়ে যায় ওর দিকে। পদ্মজার গলার চাদর খামচে ধরে টেনে খুলে ফেলার জন্য। পদদ্মজা তুলার কব্জি চেপে ধরে। তুলা সজোরে ধাক্কা মারে, ভুবন পদ্মজাকে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তবে পদ্মজা পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। দ্বিগুণ জোর নিয়ে দাঁড়াল। রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের ফিসফিসানিতে
চারপাশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এতো রূপ, এতো সাহস - তাও কোনো নারীর! সরাসরি এমন দৃশ্য দেখে তারা বাকহারা।

খালি হাতে এমন শক্তিশালী। পুরুষের সঙ্গে পারা

সম্ভব নয়

তা সম্পর্কে অবগত পদদ্মজা। তবুও লড়াইয়ের জন্য

Kobitor.com

সাহস নিয়ে অপেক্ষা করছে কখন লোকটি আক্রমণ করবে। তুলা আক্রমণ করতে গেলেই বাহির থেকে তিন জন লোক এসে, জাদভসহ সকলে মিলে পদ্মজার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। পদ্মজা আকস্মিক প্রতিরোধে অবাক হয়ে যায়। জাদত বলে, 'আর এক পা এগোলে এখানেই গেঁড়ে ফেলব।'

মোটাসোটা, গাট্টাগোট্টা চারজনকে দেখে তুলা ভড়কে যায়। এরা কোথা থেকে এলো? কাউকেই তো সে চিনে না! এই এলাকায় কখনো দেখেওনি।

পর্ব নয়

তুলা মিয়ার ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম। বিলাসবহুল বাড়ি তার। বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ কয়েকজন

দাসী রয়েছে। মন্দ চরিত্রের কারণে কারো সঙ্গে

তার বনিবনা হয় না। পরিবারের কেউ মূল্য দেয়

তার বনিবনা হয় না। পরিবারের কেউ মূল্য দেয় না, এলাকার কেউ সম্মানের চোখে দেখে না। ছোট ছোট শ্রেণির মানুষেরা তুলার বদমেজাজকে ভয় পায়। বিশেষ করে তার তিনটি বাড়িতে বসবাস করা ভাড়াটিয়ারা সবসময় ভয়ে জবুথবু হয়ে থাকে। স্ত্রী জোহরাও স্বামীকে পছন্দ করে না। যতক্ষণ সম্ভব দূরে দূরে থাকে। তুলা মিয়া প্রতিরাতে মদ্যপান করে বাড়ি ফেরে। নারীর দেহের প্রতি তার বাঁধভাঙা আকর্ষণ। মেয়ের বয়সী নারীদেরও ছাড় দেয় না। তয় দেখিয়ে অথবা লোভ দেখিয়ে যেভাবে হোক প্রতিটি মুহূর্তে তার নিত্য নতুন নারীর সঙ্গ

যেভাবে হোক প্রতিটি মুহূর্তে তার নিত্য নতুন নারীর সঙ্গ প্রয়োজন হয়। সহায়সম্পদ তুলার নামে থাকায়, পুত্র তুমুরও কিছু বলতে পারে না; শুধু সয়ে যায় পিতার উশৃংখল জীবনযাপন। তুলার স্বভাব চরিত্রের জন্য পরিবারের সদস্যদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তখন মধ্যরাত। তুলা মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল আর গুনগুনিয়ে হাসন রাজার 'বাউলা কে বানাইলরে' গানটি গাইছিল। স্বপ্নের জগতে আছে সে, চারপাশ যেন রঙিন আর আনন্দের। তীব্র ক্ষোভ নিয়ে মদ্যশালায় ঢুকেছিল, বের হয়েছে হালকা হয়ে। মনে হচ্ছে, পিঠে দুটো ডানা লাগিয়ে দিলে পাখির মতো উড়ে চলে যেতে পারবে রাতের কালো অন্তরীক্ষে।

রাস্তা শন্যা বাতাস হচ্ছে জোরালোভাবে। মাঝেমধ্যে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ ভাসছে। দূরে ডাহুকের ডাক, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক এবং ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর মিলে এক ঐকতানের সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ পিছন থেকে কয়েকজন লোক তুলার হাত মুখ চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে তুলা চৈতন্য হারায়। যখন চোখ খুলে নিজেকে বাঁধা অবস্থায় একটা গুদামঘরে আবিষ্কার করে। চিৎকার করতে গেলে মুখ দিয়ে শুধু 'উউউ' শব্দ বের হয়। সে ভড়কে যায়।

পাঁচ-ছয়টা বলিষ্ঠ দেহ তলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে বিকেলের চারজনও রয়েছে। তুলা চোখ দিয়ে কিছু ইঙ্গিত করছে, ছটফট করছে।

লোকগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কিছু করছে না, বলছেও না। শত চেষ্টা করেও যখন লোকগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না তখন হাল ছেড়ে দিল তুলা। গুদামঘরের এক কোণে হারিকেন জ্বলছে। জানালা দিয়ে রাতের মৃদু প্রবেশ করছে ভেতরে। ধীরে ধীরে সেই আলোও মলিন হয়ে গেল। রাতের নিবিড় অন্ধকার যখন ছেয়ে ফেলল সমস্ত বিশ্বচরাচর তখন একটা দীর্ঘদেহী মানব চাপাতি হাতে নিয়ে গুদামঘরে প্রবেশ করে। তার পরনে লুঙ্গি, শার্ট। লুঙ্গির নিচের অংশ ভাঁজ করে গুটিয়ে তুলে কোমরে বাঁধা। তুলা কিছু বুঝে উঠার আগেই

প্রবল ক্রোধ নিয়ে দীর্ঘদেহটি তেড়ে আসল। তুলার বুকের কাপড় খামচে ধরে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

শেষ রাত।

সাদিক নদীর পাড়ে এক বাঁশ বাগানের নিচে বসে আছে! পিছনে শ্বশান। ওখানে আধপোড়া কাঠ, মৃতের বস্ত্র, চিতা ধূম, মাচা, ভস্ম, ভাঙ্গা কলসি পড়ে আছে। নাম না জানা কিছু অজানা জীবের ডাক, নিশাচর পাখির হাড় হিম ডাক কানে আসছে। সাদিক মনের অজান্তেই ভয় পাচ্ছে। পুকুরপাড়ে গিয়েছিল কিন্তু ওখানে মুজ্জা কলোনির কিছু ছেলে বসে ফর্তি করছিল।

#চলবে

#পদ্মমির পার্ট -১৫+১৬
#ইলমা_বেহেরোজ

তাই বাধ্য হয়ে এই শ্বশান ঘাট বেছে নিতে হয়েছে। সাদিক মনে মনে, আমিরকে কঠিন গালি দিল।

একটা কালো ছায়া হেঁটে আসছে। বাতাসের সঙ্গে তখন বজ্রপাত হচ্ছিল। সাদিক টর্চ জ্বালিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। টর্চের আলো কালো ছায়াটির হাতে থাকা কাচের বৈয়ামে পড়ে। বৈয়ামে রক্তাক্ত সদ্য কাটা দশটি মনুষ্য আঙুল, দুটি চোখ, জিহবার অর্ধেক। শ্বশানের সামনে দাঁড়িয়ে এমন দৃশ্য দেখে কিঞ্চিৎ সময়ের জন্য সাদিক তালগোল পাকিয়ে ফেলল। আমিরকে যে গালি দিয়েছে সেটা যদি কোনোভাবে আমির জেনে যায়? পর মুহূর্তে নিজেকে বুঝাল, মনে মনে কী বললাম আমির কী করে জানবে?

আমির এসেই বৈয়ামটি সাদিকের হাতে দিয়ে বলল, 'পরে নেব।'

সাদিক বৈয়ামটি নিয়ে দ্রুত কাঁধের ব্যাগে ঢুকাল।

আমির তাড়াহুড়ো করে বলল, 'ওদিকের কী অবস্থা?'

সাদিক খ্যাঁক করে গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু

করল, 'কুতুবউদ্দিন গোপন সূত্রে জেনেছে, আদাকত

তার বড় ছেলের ফাঁসির রায় দিবে। উনি চেষ্টা

করছেন ফাঁসি আটকানোর। ছোট ছেলেকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার বর্তমান অবস্থা নাজেহাল। বেশ কিছুদিন ধরেই এসব চলছে। মুমিনুল সাহেব কুতুবউদ্দিনকে শর্ত দিয়েছেন, যদি কুতুবউদ্দিন নিজের পদ ছেড়ে দিয়ে সেই পদে মুমিনুলের বড় ছেলেকে বসার সুযোগ করে দেয় তবে সে কুতুবউদ্দিনের দুই ছেলেকে রক্ষা করবে।'

'কী মনে হয়, রাজি হবে কুতুবউদ্দিন?'

'আমার মনে হয় রাজি হবে। এমনিতেও তার পদ টিকবে না বেশিদিন। তার থেকে মুমিনুলের কথায় এখন অবসর নিলে দুই ছেলেকে বাঁচাতে পারবে।'

আমির আশার আলো দেখতে পায়। তাহলে অনেকদিন ধরেই কুতুবউদ্দিন ঝামেলায় আছে। চারপাশ থেকে বিপদ আঁকড়ে ধরেছে তাকে। এমতাবস্থায় আমিরকে হুমকি দেয়ার মতো কাজ কীভাবে করল? করলে করতেও পারে। ইয়াকিসাফির অর্ডারের মাধ্যমে যে টাকা পেত তাতে পরিস্থিতি হয়তো পরিবর্তন করতে পারত। যখন পেল না রেগে গেল আমিরের উপর। কিন্তু জাহাজ কেন চাইবে? কুতুবউদ্দিনের জাহাজের অভাব নেই। সে জাহাজ চাইতে যাবে কোন দুঃখে? নাকি ছোট ছেলেকে দেশ থেকে বের করার জন্য তার একটি জাহাজ প্রয়োজন? যে জাহাজ নিরাপদ! হঠাৎ আমিরের মাথায় একটা ব্যাপার আসল।কুতুবউদ্দিনের কোনো লোককে আমার অফিস কিংবা বাড়ির আশেপাশে দেখা গেছে?'

'না, সবাই রফিক মাওলার লোক।'

আমিরের চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠে। এমন নয়তো কুতুবউদ্দিন এ বিষয়ে জানেই না। ভাবনাটা মনে আসতেই আমিরের মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল। যদি সত্যি এরকম হয়, রফিক মাওলাকে থামানোর পরিকল্পনা তার জানা আছে! কাজটা তার জন্য সহজ হবে। সে সাদিককে নিজের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিল। নিশ্চিত হতে হবে আগে, তার ধারণা ঠিক কি না। অফিসেও কিছু সমস্যা হচ্ছে। কাল একবার অফিসে যেতে হবে।

আমির বলল, 'আলমগীর ভাই কাল যেন অফিসে থাকে।'

মুজ্জা কলোনির মাঠে আগামীকাল থেকে মেলা বসবে। গানের আসর হবে প্রতিদিন। তারই কাজ চলেছে সারারাত জুড়ে। গানের আসরের জন্য কয়েক পাড়া থেকে চাঁদা তোলা হয়েছে। আমির মাঠের কাছাকাছি এসে বিপাকে পড়ে যায়। সবার সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। আকাশের অবস্থা বিকাল থেকে মেঘলা। সন্ধ্যার পর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয়েছিল তারপর থেকে শুধু বাতাস হচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। রাতও প্রায় শেষ। তবুও এই লোকগুলো কাজ করে যাচ্ছে। ও এদিক-ওদিক খুঁজে একটা আগাছা ভর্তি পরিত্যক্ত পথ আবিষ্কার করে। ওই পথ দিয়েই শুকতারাতে পৌঁছায়। পদ্মজাকে দুর্বলতার ঔষধের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছিল। এই কাজ করার পর থেকে অশান্তি হচ্ছে বুকে! কিন্তু সে নিরুপায় ছিল!

kobitor.com

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পদ্মজা কি জেগে গেছে? আমির টর্চ জ্বালাতে গিয়ে দেখে টর্চে রক্ত! গুদামঘরে রক্তের উপর টর্চ রেখেছিল! শার্ট পরিবর্তন করে অন্য শার্ট পরেছিল কিন্তু টর্চে যে রক্ত লেগেছিল ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি। সে শার্টের বুকে খেয়াল করে দেখে, সেখানে রক্ত লেগে আছো পায়ের শব্দ আরো নিকটে চলে এসেছে। আমির দ্রুত শার্ট খুলে ফেলতে নেয় কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ে, এখন ঠান্ডা পরিবেশ। পদ্মজাকে গরম লাগার অজুহাত দেয়া যাবে না। তবে মাঝেমধ্যেই ও রাতে বাড়িজুড়ে হাঁটে। সেটা বললে পদ্মজা বিশ্বাস করবে। কিন্তু এই রক্তের দাগ!

পায়ের শব্দ একদম নিকটো আমিরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দ্রুত টর্চ ফেলে পাশে রাখা টিনে হাত চেপে ধরে ও, তারপর সেই হাত বুকের সাথে চেপে ধরে সিঁড়িতে বসে পড়ে উল্টো হয়ে। ঠিক তখনই পদ্মজা নামল হাতে হারিকেন নিয়ে। আমিরকে বিছানায় না পেয়ে, নিচে নেমে এসেছে সো মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হুট করে এতো ঘুম পেল! শরীরটা সত্যি খুব দূর্বল।

আমিরকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে পদ্মজা অবাক হলো। ডাকল, 'শুনছেন?'

আমির চট করে তাকাল। যেন মাত্রই পদ্মজার উপস্থিতি অনুভব করেছে। বলল, 'ঘুম ভেঙে গেছে?'

পদ্মজা নেমে আসল,' এখনো ঘুম পাচ্ছে।'

ওর চোখ দুটি নিভে আসছে। আমির ডান হাতে পদ্মজাকে টেনে পাশে বসায়। হারিকেনের আলোয় আমিরের বাম হাতের রক্তাক্ত বুড়ো আঙুল দেখে পদ্মজা আঁতকে উঠে। রক্তে শার্টের উপরিভাগ

#পদ্মামির -পার্ট - ১৬
#ইলমা_বেহেরোজ

কেউ যেন পদ্মজা কলিজা চিপ মেরে ধরে ওমন করে আর্তনাদ করে উঠল, 'ও আল্লাহ! কীভাবে হলো?'

'টিনগুলো পড়ে ছিল। ঠিক করতে গিয়ে অসাবধান -'

পদ্মজার চোখে অশ্রু দেখে আমিরের কথা থেমে যায়। রোদ উঠলেও যাতে পদ্মজা ছাদে বসে আকাশ দেখতে পারে সেজন্য গতকাল টিনগুলো আনা হয়েছিল ছাদের এক কোণে ছাউনি দিতে।

হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ধারালো টিনে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। তাৎক্ষণিক যুক্তিগত কী করবে ভেবে না পেয়ে এই কাজটা করতে বাধ্য হয়েছিল আমির। প্রাথমিক চিকিৎসা করেও যখন রক্তপাত বন্ধ হলো না, ফজরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন বেরিয়ে পড়ে ডাক্তার আনার জন্য। আমিরের আঙুল থেকে যত না রক্ত পড়ছে তার থেকে বেশি জল পড়ছে পদ্মজা চোখ থেকে। হাতের পীড়ায় মাথা ধরে যায় আমিরের। নতুন টিন হওয়াতে বেশি কেটে গেছে।

Kobitor.com

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুকতারাতে ডাক্তার পৌঁছাল। তিনি ঈমানদার পুরুষ। তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায আদায় করে সবেমাত্র কোরান শরীফ নিয়ে বসেছিলেন তখনই ভুবন যায় সেখানে। রোগীর বিপদের কথা শুনে দৌড়ে চলে আসলেন। এসে দেখলেন, আমিরের বুড়ো আঙুল সহ হাতের তালু কালচে হয়ে গেছে। পর্ব দশ

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ডাক্তার চলে যাবার পর খাবার গরম করে আমিরকে খাইয়ে দিয়েছিল পদ্মজা। তারপর চুলে বিলি কেটে দেয়। আমির ঘুমানোর পর পদ্মজার দুই চোখও লেগে আসে। যখন ঘুম ভাঙল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে সন্ধ্যার অনুভূতি হয়। চারদিক ঘনকালো মেঘ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোন দিক দিয়ে যে বাতাস বইছিল তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। পদ্মজা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মনোহর মুখখানা খানিকটা ভিজিয়ে নিল। যখন গ্রামে থাকত তখন এরকম বৃষ্টির দিনে বাড়ির পিছনের জানালা দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখের সামনে নদীর জলে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার দৃশ্য মন উদাসীন করে দিত। বাতাসের তোড়ে ঘাটে থাকা নৌকা দুলত এতগুলো বছর হলো শহরে আসার, এখনো গ্রামের জন্য মনটা আনচান করে। পদ্মজা আমিরের আহত হাতের ব্যান্ডেজে আলতো করে চুমু খায়।

টেবিলে বসে পেন্সিল আর সাদা পৃষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ

সময় নিয়ে মনের মাধুরি মিশিয়ে একটা ছবি আঁকে।

আমির হালকা নড়তেই সে টেবিল ছেড়ে বিছানায় চলে আসল। আমির চোখ খুললে পদ্মজা উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল, 'আঙুলে ব্যথা করছে?'

আমির হাত বাড়ায়, পদ্মজা ওর পাশে গিয়ে বসল। 'কিছু খাবেন? কী রান্না করব বলুন। বাজার থেকে কিছু আনাব?'

'এখানে মাথা রাখো।' নিজের ডান বাহু দেখিয়ে মৃদু গলায় বলল।

পদ্মজা তার বাহুতে মাথা রাখল। আমির বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলে সে আটকাল, 'আমি জড়িয়ে ধরছি।'

বলেই সে আমিরের গায়ের উপর হাত রাখল। আমির আহত হাতের তর্জনী দ্বারা পদ্মজার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সবকিছু মিথ্যে হলেও, তুমি মিথ্যে নও।'

'কেউ কী বলেছে আমি মিথ্যে?'

ওর ঠোঁটে চুমু খেল আমির, 'তুমি ভীষণ সুন্দর। চলো, আরেকবার বিয়ে করি।'পদ্মজা মজা করে বলল, 'চলুন।'

'সামনে তো তোমার জন্মদিন। সেদিন বিয়ে করা যায়, কী বলো?

পদ্মজা নিচের ঠোঁট কামড়ে মনে করার চেষ্টা করল, কবে ওর জন্মদিন। আমির বলে দিল, 'এক সপ্তাহ পর।'

'এতো দ্রুত! সেদিন না গেল। সময় কত দ্রুত চলে যায়।'

'সময় যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তোমার বয়স বাড়ছে না: লাল বেনারসি পরবে? আমি শেরওয়ানী পরব নাকি-

'থামুন। আপনি সত্যি বলছেন নাকি? বিয়ে করতে হবে না। ওইদিন সারাদিন আমার সঙ্গে থাকলেই হবে। গতবার তো থাকেননি।' অভিমানী কণ্ঠে বলল পদদ্মজা।

'ও কথা বলো না। অনুতাপ হয়। কাজের এতো চাপ পড়েছিল! কিন্তু এইবার আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। কোনোকিছু আমাকে আটকাতে পারবে না।'

পদ্মজা আমিরের চোখের দিকে তাকাল। কী জানিকেন, আমিরের কাছে এলেই ওর পুরো পৃথিবী স্বর্গ মনে হয়। বাবা- মায়ের দাম্পত্যকলহ দেখে বড় হওয়াতে কখনো ভাবেনি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতো প্রেম, ভালোবাসা, মায়া থাকতে পারে। ওর বন্ধুরা কেউই দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণ সুখী নয়। প্রত্যেকে কিছু ত্যাগ করছে নয়তো মানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমির অন্যরকম, সারাক্ষণ ভালোবাসে, যত্ন করে।

ও আমিরের গাল আলতো করে ছুঁয়ে প্রশ্ন করল, 'কোন পুণ্যের ফল আপনি?' পদ্মজার অন্তঃস্থলের আবেগ দারুণভাবে ছুঁয়ে যায় আমিরকে। সে কিছু বলল না। পদ্মজা ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'জানেন, মাঝেমধ্যে আপনাকে হারানোর ভয়ে বুকের ভেতরটা তরটা বড় কাঁপে। নিজেকে এলোমেলো লাগে।'

বলতে বলতে পদ্মজার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। মানুষটাকে সে কখনো হারাতে পারবে না। এবারও আমির কিছু বলল না। চিৎ হয়ে ডান হাতে পদ্মজাকে বুকের উপর টেনে শক্ত করে ধরে রাখল। পদ্মজা পরিষ্কার শুনতে পেল আমিরের হৃৎস্পন্দন।

ঘড়ির কাঁটা বলছে দুপুর হয়েছে। কিন্তু বেলা ঠিক

যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এর মধ্যে বৃষ্টি

তার গতি বাড়িয়েছে। মেঘমালা জড়িয়ে রেখেছে

আকাশের কোল। অন্ধকার চারদিক। গতকালের

কাপড়গুলো পত পত শব্দে বারান্দায় টানানো রশিতে উড়ছে।

#চলবে,,

#পদ্মমির পার্ট -১৭

Kobitor.com

#ইলমা_বেহেরোজ
ফুলগাছের টবগুলো জলে পরিপূর্ণ হয়েছে, পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রং পেয়েছে। ভুবন নিচ তলার দরজায় বসে একমনে বৃষ্টি দেখছে। সে কখনো অনুমতিবিহীন দ্বিতীয় তলায় যায় না। সকালে পদ্মজা খেতে দিয়েছিল। ভুবন আগে একবেলা খেত। পদ্মজার চাপাচাপিতে এখন তিন বেলা খায়। কিছুদিন পর পদ্মজা... ওর বুবু চলে যাবে, ভেবে বড্ড মন খারাপ হয় ভুবনের।

পদ্মজা মাথা তুলে বলল, 'শরীরটা মুছে দেই?''

আমির চোখ বোজা রেখেই বলল, 'পরে। এখন শুয়ে থাকো। বৃষ্টির দিন কেউ বিছানা ছাড়ে?'

'এখানে আসার পর থেকে শুধু শুয়ে-বসেই কাটাচ্ছি। এভাবে অলস হয়ে যাব।'

'কোথায় শুয়ে-বসে কাটালে? কাঁথা সেলাই করেছ, দুইবেলা রাঁধো, ঘরদোর গুছাও, কাপড় ধুয়ে দাও, বই পড়, আচার বানানোও শুরু করেছ। আমাকে সময় দাও তুমি?'

'কী! সময় দেই না? সারাক্ষণই তো লেপ্টে থাকেন। রাত- দিন মিলিয়ে মোেট চব্বিশ ঘন্টা। এখানে আসার পর থেকে এক থেকে দুই ঘন্টা বাজারে কাটাচ্ছেন বাকি বাইশ ঘন্টা তো আমার সঙ্গেই থাকেন।'সে থাকি। কিন্তু তোমার মন তো আমার উপর থাকে না।'

এই লোক অকারণে কথা বাড়াবে। পদ্মজা জোর করে উঠে বসল। কুসুম-গরম পানি এনে নরম তোয়ালে দিয়ে আমিরের শরীর মুছে দিয়ে বলল, 'একটা কথা বলার ছিল। দশটা বলো।'

গতকাল বিকেলে যে চারজন আমাকে সাহায্য করেছিল, ওদের আচরণ দেখে মনে হলো আমাকে চিনে! এমনভাবে ওরা রক্ষা করতে আসল যেন আমি ওদের পরিবারের কেউ।' পদ্মজার চোখেমুখে বিস্ময়।

আমির বলল, 'একজন নারীকে হেনস্তা হতে দেখে এগিয়ে এসেছে। এরকম পুরুষ অনেক আছে।'

পদ্মজা ভাবুক হয়ে বলল, 'কিন্তু, কেমন যেন লাগছে! ওদের চোখেমুখে কিছু একটা ছিল যেটা দেখে ওই লোকটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল। আসলে, আমি বুঝতে পারছি না আমার মনটা কেন ওদের সাধারণ ভাবতে পারছে না।'

আমির ভেতরে ভেতরে ভড়কে যায়। পদ্মজা না

আবার তদন্ত করতে বের হয়। সাহায্য করেছে কেন
সেটা নিয়েও ভাবতে হবে! কী অদ্ভুত নারী সে। ভাগ্যিস, তাকে কখনো সন্দেহ। করে না। আমির বলল, 'এতো ভেবো না তো। এখানকার মানুষজন অনেক ভালো, মিশুক। তিন-চারদিনে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছে।'

পদ্মজা হাসল, 'সে তো আপনি যেখানে যান সেখানেই বন্ধু হয়।'

'তবুও এখানে অন্যরকম। আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। কিছু রাঁধো।'

একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

পদ্মজা ভাবনা ছেড়ে দ্রুত রান্নাঘরে চলে যায়। আমির ঠোঁট কামড়ে চুপ করে বসে থাকে। যেভাবে হোক এই ব্যাপারটা পদ্মজার মাথা থেকে বের করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির গতি কমলে উঁকি দিয়ে দেখে পদ্মজার উপস্থিতি। সে রান্নাঘরে পুরোদমে ব্যস্তা কলমদানি নিয়ে একটা কাগজে কিছু একটা লিখে, সেই কাগজ, একটি নুড়ি পাথর ও পলিথিন পায়জামার পকেটে রেখে রান্নাঘরের দিকে যায় আমির। পদ্মজাকে ডেকে বলে, 'পদ্মবতী, ছাদে যাচ্ছি।'

বিকালের দিকে বৃষ্টি একেবারে ক্ষান্ত দেয়। একঝাক সাদা বক উড়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। কোথা থেকে খুব কম সময়ের জন্যে অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে ভেসে এলো। মনোেযাোগ দিতেই বোঝা গেল ওটা উঠানে থাকা বাতাবি লেবুর ফুল। পদ্মজা ভুবনকে ডেকে বলে ছাদে দুটো বাতাবি লেবুর ফুল দিয়ে যেতে, সে ঘ্রাণ নিবে।

হাওলাদার দম্পতি ছাদে সময় কাটাচ্ছে। ছাদ থেকে সামনের কলোনির ছোট ছোট সব ঘর, মাঠ দেখা যায়। এই বৃষ্টির মধ্যে মেলা হচ্ছে। মেলা দেখেই পূর্ণার কথা মনে পড়ে যায়। মেয়েটা মেলায় যেতে খুব ভালোবাসে।

লোকগুলো কত মহৎ।' বলল আমির।

পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'কারা?'

আমির ইশারা করলে সেদিকে তাকায় পদ্মজা। গতকালের চারজন লোকসহ আরো বেশ কয়েকজন গরীবদের খাবার, জামাকাপড় দান করছে। এদের সবার মধ্যেই কী যেন একটা মিল আছে। পদ্মজা কিছু বলার আগে আমির বলল, 'বাজারে শুনেছি, এরা বেশ কিছুদিন হলো এখানে এসেছে। বিভিন্ন জেলায় গিয়ে টাকা তুলে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করে। ওদের জীবন এভাবেই কাটে। মানবিকতার সঙঘ গড়ে তুলেছে আর কি!' পদ্মজা খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, 'আপনাকে যে চারজনের কথা বলেছিলাম, ওইযে মাঝের চারজন।'

আমির অবাক হলো, 'তাই নাকি? তাইতো বলি, এতো সাহসী কারা!'

পদ্মজা গর্ব করে বলল, 'এমন মানুষরাই তো সাহসী হবে। আমরাও কিছু দান করি ওদের দানবক্সে?'

'যখন বাজারে যাব দিয়ে দেব। তাছাড়া ওদের আমার কাছে ধন্যবাদ পাওনা, তোমাকে সাহায্য করেছে।'

পদ্মজা মুগ্ধ নয়নে দেখছে। মানুষ মানুষের জন্য! এই মানুষগুলো নিজের পরিবার ছেড়ে অন্যদের জন্য লড়ে যাচ্ছে। মন থেকে দোয়া করে পদ্মজা, যেন তাদের ভালো হয়। আমির আড়চোখে দেখে পদ্মজাকে।

গতকাল যখন পাশের ভবনের কাহিনি শুনল মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে পদ্মজা বাড়িতে চলে এসেছে, তুলাও চলে গেছে।

সে রেগেমেগে তুলার বাড়ির দিকে যেতে চেয়েছিল, পদ্মজা জোর করে আটকে রেখে সবকিছু খুলে বলে।
আমির অত্যাচারিত মেয়েটির জন্য অন্য বাড়িতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। জমি উদ্ধার করে দিয়ে সেখানে বাড়ি বানিয়ে দেয়ার পণ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে পদ্মজা ভারী সন্তুষ্ট।

সন্ধ্যা নামার আগে স্বামীস্ত্রী দুজন নিচে নামার জন্য উদ্যত হয়।

#চলবে

#পদ্মমির পার্ট - ১৮

#ইলমা বেহেরোজ

আমির গামছা হাতে নিয়ে, হাত উপরে তুলে ইশারা দেয় জাদভকে। যার অর্থ, নাটকের সমাপ্তি।

পর্ব এগারো

কয়েকদিনের বর্ষণ শেষে আজ হাসছে আকাশ। পদ্মজা ছাদ থেকে চুল শুকিয়ে এসে দেখে আমির অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ও বাধা দেয়। বার বার বলতে থাকে, 'যদি কেউ আমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তো আপনারও করবে।'

'কিছু হবে না।' হাতে ঘড়ি পরতে পরতে বলল আমির।

'হাতে আঘাত পেয়েছেন। দয়া করে যাবেন না।' আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, 'রাতে তো বলেছি, অফিসে যেতে হবে। এভাবে দূরে থাকলে লোকসানই হবে শুধু। তুমি চিন্তা করো না। বাজারে গাড়ি এসেছে। গাড়িতে চড়ে যাব আবার গাড়ি চড়েই ফিরে আসব।'

'ওরা যদি আপনাকে দেখে অনুসরণ করে!'

আমির পদ্মজার কপালে, গালে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি সেই সুযোগ দেব না। বিশ্বাস রাখো!'

স্বামী অনুগত পদ্মজা এরপর আর কিছু বলতে

kobitor.com

পারল না। সৃষ্টিকর্তার পর সবার উর্ধ্বে সে শুধু আমিরকেই বিশ্বাস করে। আমির শুকতারা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পদ্যজা ঠিক ততক্ষণ ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ আমিরকে দেখা গেল। আমিরও শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে তাকাল। একজন অপরজনকে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায়।

পদ্মজা রুমে এসে থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আমির সামান্য মাথা ব্যথা নিয়ে বের হলেও ওর সবকিছু বড় অশান্ত পড়ে সেখানে ক্ষত নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার উপর অজ্ঞাত

কারো হুমকি তো রয়েছেই।

ও কাপড়চোপড় ভাঁজ করল, ঘরের টুকটাক কাজ করল। তাতেও যখন শান্তি হলো না তখন বোরকা পরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এলাকা ঘুরে দেখল। দুপুরে চিঠি লিখতে বসল। প্রথম চিঠি ফরিনার জন্য-

10:20

প্রিয় আম্মা,

কেমন আছেন? বাড়ির সবাই কেমন আছে? আমি আর আপনার বাবু আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনি কি আমার উপর খুব বেশি রাগান্বিত? চিঠির কোনো উত্তর পাঠান না যে! নদীর তীরে বসেও বৃষ্টির জলের জন্য চাতকের যে দীর্ঘশ্বাস, স্বামীর ঘরে সুখে থেকেও আপনার চিঠির আশায় তেমনই আমার দীর্ঘশ্বাস। খুব মনে পড়ে আপনাকে আম্মা। আপনার রাগ করার কারণ ও অধিকার দুটোই আছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আম্মা, আপনার ছেলে অভিমানে থাকলেও আমার কোনো অভিমান নেই আপনার প্রতি। আমি ভাগ্যকে কবুল করতে জানি। যা হয়েছে ভাগ্যে ছিল বলে হয়েছে। এতে আপনার কোনো দোষ নেই। ইদানীং আপনাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আমি আসতে পারি না আমি নিরুপায়... অসহায়। আপনার ছেলের আদেশ অমান্য করতে পারি না। বিয়ের পর আপনিই আমাকে বলেছিলেন, সোয়ামির সব কথা হুনবা, বইতে কইলে বইবা, হুইতে কইল। হইবা, কখনো অমান্য করবা না।'

আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম, করেছি, করি এবং সারাজীবন করব। অনুগ্রহ করে, আপনি একবার ঢাকায় আসুন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। উত্তর পাই বা না পাই আমি আপনাকে সবসময় চিঠি লিখব। আমার ভালোবাসা নিবেন।

ইতি পদ্মজা।

চিঠিটি যত্ন করে ভাঁজ করে একপাশে রেখে আরেকটা চিঠি লিখতে শুরু করল ও-

প্রিয় পূর্ণা,

আমার চোখের মণি, আজ কোনো উপদেশ দেব না, বকব না, শাসন করব না; আজ অন্য কথা বলব।

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

বাড়ির পাশে মেলা হচ্ছে যা দেখে তোকে খুব মনে পড়ছে। আমার কাছে মেলা মানেই তুই, তুই মানেই মেলা। মনে আছে, যখন তোর আট বছর ছিল কাউকে না বলে একা একা আসিদপুরের মেলায় চলে গিয়েছিলি? সেদিন কী কান্নাটাই না করেছিলাম। ভাগ্য ভালো ছিল বলে, ফিরে এসেছিলি। সেদিনের পর থেকে মেলা দেখলেই ইচ্ছে করে তোকে এনে ছেড়ে দেই। আমার যদি কখনো সামর্থ্য হয়, তোর জন্য একটা ঘর করব যেখানে শুধু সব সাজগোজের জিনিসপত্র থাকবে। আমি আজ মেলায় যাব তোর জন্য চুড়ি, কাজল, লিপস্টিক, পায়েলসহ অনেককিছু কেনার জন্য। তুই কিন্তু...

এতটুকু লিখে আর লিখল না, হাত থেমে গেল।

এই চিঠি পর্ণাকে দেয়া ঠিক হবে না। ও অকারণে

প্রচুর সাজগোজ করে যা দৃষ্টিকটু; এই চিঠি পেলে আশকারা পেয়ে যাবে। পদ্মজা চিঠিটি ভাঁজ চিঠিটি ভাঁজ করে ব্যাগে রেখে দিল। বাড়ির সবার জন্য একটা চিঠি লিখল। তারপর দুটো চিঠি খামে ভরে রাখে। আমির আসলে পোেস্ট অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে টের পেল মাথা ঘুরাচ্ছে। সে কিছুক্ষণ মাথা ধরে রাখে, রান্নাঘরে যায়। সেখান থেকে নিচ তলায় নেমে আসে ভুবনের সঙ্গে গল্প করার জন্য। হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে যায় মেঝেতে। পতনের শব্দ শুনে ভুবন ছুটে আসে। পদ্মজা অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ভুবন শঙ্কিত। ডাকতে থাকে, 'বুবু ও বুবু, বু-বু... উঠো, বুবু, ও বুবু?'

অনেকক্ষণ ডেকেও যখন সাড়া পেল না। তখন আতঙ্কে আমিরের অফিসের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে থাকে। তার এতটুকু বোধশক্তি কাজ করেনি যে, প্রথমে ডাক্তার ডেকে আনা উচিত। ভুবনকে ভীত, দিশাহীন অবস্থায় দৌড়ে বাড়ির ভেতর থেকে বের হতে দেখে জাদভ বাড়ির ভেতর ঢুকল। পদ্মজাকে সিঁড়ির নিচে পড়ে থাকতে দেখে একজনকে ডেকে ডাক্তার আনতে পাঠায়। সে পদ্মজার পাশে অপেক্ষা করছে। কোলে করে রুমে নেয়ার সাহস পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে না, স্পর্শ করলে আমির রেগে যাবে? নাকি এই অবস্থায় এখানে ফেলে রাখার জন্য রেগে যাবে?

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে গতকালের সেই মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে আসল। মেয়েটির নাম রোজিনা। রোজিনা একজন মহিলার সাহায্যে পদ্মজাকে রুমে নিয়ে যায়।

জাদও শুকতারা থেকে বের হয়ে রাসেল নামে একজনকে ডেকে আমিরের অফিসে সংবাদ পাঠায়।

পদ্মজার সঙ্গে আলাপের সময় কথায় কথায় ভূবন আমিরের অফিসের ঠিকানা জেনেছিল। সে বাসে উঠে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই নেমে পড়ে। সেখান থেকে আবার অফিসের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। দেরি হচ্ছে, এতক্ষণ ধরে পদ্মজা একা অচেতন হয়ে পড়ে আছে সিঁড়ির নিচে, সেসব তার মাথায় নেই। সে শুধু ভাবছে, আমিরকে জানাতে হবে। ততক্ষণে রাসেল পৌঁছে গেছে আমিরের অফিসে। রাসেলকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে রফিক। সারাদিন অনেকে অজানা মানুষই অফিসে আনাগোনা করে তাই ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই নিল। কিন্তু যখন হন্তদন্ত হয়ে আমির বের হলো, রফিক সক্রিয় হয়ে উঠল। আমিরের গাড়ির পিছু নিল।

শুকতারা থেকে বের হওয়ার ঠিক আড়াই ঘন্টা পর ভুবন অফিসে পৌঁছায়। আলমগীরের সঙ্গে ওর দেখা হয়। কাঁদতে কাঁদতে পদ্মজার অসুস্থতার খবর বলে। আলমগীর জানায়, আমির ইতিমধ্যে চলে গেছে।

দূর থেকে তাদের দুজনের কথপোকথন দেখে রফিকের একান্ত খাস লোক পারভেজ। ভুবনকে যখন ট্যাক্সিতে তুলে দেয় আলমগীর তখন পারভেজ টেক্সিটিকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

অন্যদিকে, রফিক মাওলা আমিরের পিছু নিলেও কিছু দূর গিয়ে একটা গলিতে আমির নেমে অন্যদিকে চলে যায়। সেখান থেকে ট্যাক্সি নেয় মুজ্জা কলোনির উদ্দেশ্যে। রফিক বুঝতেই পারে না কখন নেমে পড়েছে আমির। শেষ অবধি গাড়িটি ঘুরে অফিসের

সামনে এসে থামল। রাগে রফিক কিড়মিড় করে।
উঠে। আমির চোখে ধূলো দিয়ে চলে গেছে!

কিন্তু ভুবনকে অনুসরণ করে পারভেজ পৌঁছে যায় মুজ্জা কলোনিতে! ধরে ফেলে আমির ও পদ্মজার অস্তিত্ব! তথ্যটি জানাতে সে বাজার থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে রফিকের সঙ্গে।

সংবাদটি জানার পর চোখ দুটি চকচক করে উঠে রফিক মাওলার। তার পরিকল্পনা, আমিরের থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়ার। এমনকি শুর সুন্দরী স্ত্রী পদ্মজাকেও। সেদিন এক পলক দেখেই প্রেমে পড়ে গেছে। সর্বক্ষণ ওই সুন্দর মুখটা চোখে ভাসে। আগে লোভ ছিল আমিরের সাম্রাজ্যে এখন তার রানীকেও চাই! রফিক উৎফুল্ল হয়ে ডান হাত দিয়ে বাম। হাতের তালুতে ঘুষি দিয়ে বিড়বিড় করে, 'তোমাকে আমি নেব পদ্মজা... আমি তোমাকে নেবই।'

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। চাঁদের মলিন আলোর দিকে এক নয়নে তাকিয়ে আছে পদ্মজা। আমির ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে উঠানের ছোট ছোট গাছগুলোতে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। জোনাকি পোকারা উড়ছে। আমির প্রকৃতির সৌন্দর্যে খুব কম মুগ্ধ হয় তাই চোখ ফিরিয়ে নিল।

দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখেছিল পদ্মজা শুয়ে আছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখেছিল পদ্মজা শুয়ে আছে।

আমিরের বরাবরই পদ্মজার সামান্য অসুস্থতা

নিয়েও বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস আছে, তাই তখনই

জোরাজোরি করে হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়।

সেখানে গিয়ে জানতে পারে, দূর্বলতা ও রক্তে শর্করার

মাত্র। হ্রাস পাওয়াতে এমন হয়েছে। ঋতুস্রাব

Kobitor.com

না হওয়ার কারনও এটা। নিজের খেয়াল রাখলে,

ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করলে ঠিক হয়ে যাবে।

পদ্মজা যখন বুঝতে পারল, সে মা হচ্ছে না; তার সঙ্গে

কোনো মীরাক্কেল ঘটেনি ওর চোখেমুখে অমবস্যার

আঁধার নেমে আসে। কিঞ্চিৎ হলেও আশা করেছিল,

জাদু ঘটবে। ও নিশ্চুপ হয়ে যায়।

Follow

সন্ধ্যা থেকে একা একা ছাদে বসে আছে। আমির পদ্মজার পাশে পাটির উপর বসল। তাকিয়ে দেখল পদ্মজা কাঁদছে। অন্যবার কাঁদতে দেখলে অস্থির হয়ে যায় কিন্তু এই মুহূর্তে শান্ত রইল। কেঁদে হলেও ভুলে যাক নিজের বন্ধ্যাত্বের যন্ত্রণা। ও পদ্মজার হাত নিয়ে চুমু খায়। পদ্মজা অন্য হাতে চোখের জল মুছে অনুরোধ করে বলে, 'আমায় একটু একা থাকতে দিবেন?''

আমির সেকেন্ড কয়েক পদ্মজার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'যেভাবে তোমার শান্তি সেভাবেই তোমাকে থাকতে দেব।'আমির পদ্মজার ছাদের দরজার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পদ্মজার বুক চিড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে জানে, আমির পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে, দরজার আড়ালে থাকুক, ওখানেই থাকুক।

পদ্মজার দুই চোখে নহর বইছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হেমলতার উদ্দেশ্যে বলে, 'আমার পাপ কী আম্মা?'

#চলবে

#পদ্মমির পার্ট - ১৯

#ইলমা_বেহেরোজ

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি বইটি হাতে নিতেই সেখান থেকে একটি পৃষ্ঠা পড়ল মেঝেতে। আমির উৎসুক হয়ে পৃষ্ঠাটি হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল। সেখানে ঘরের আদলে আঁকা একটি সাদাকালো বোটের ছবি। সুন্দর করে নকশা করা। পানিতে ভাসমান বোটটির সমাপ্তি সীমানায় হুবহু তার গঠনের একজন পুরুষ লম্বা চুলের এক নারীকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আসমান ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে তাদের উপর।

ছবিটির নিচে ছোট করে সাক্ষর করা পদ্মজা।

আমির মুচকি হাসল। ছবিটি অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখল। ডানে তাকিয়ে দেখে পদ্মজা কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। শেষ রাতে বৃষ্টি হবার পর সকালে ভালোই ঠান্ডা পড়ে। ও পৃষ্ঠাটি যত্ন সহকারে ভাঁজ করে বুকপকেটে রেখে দেয়।

পদ্মজা এপাশ থেকে ওপাশ হয়। শেষ রাতের দিকে যখন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হয় তখন রুমে ফিরেই শুয়ে পড়েছিল। আমিরও নিশ্চুপে পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরে

ঘমিয়ে পড়ে। উঠেছে এই মাত্র। সে বান্নাঘরে গিয়ে আটা দিয়ে রুটি বানায়, ডিম বাজে। পদ্মজার জন্য সকালের নাস্তা প্লেটে আলাদা করে সাজিয়ে রেখে বাকিটুকু নিজে খেল।

শুকতারা থেকে বের হওয়ার সময় উঠোনের ঈশান কোণে ভুবনকে বসে থাকতে দেখতে পায়। বিষাদে ভরা ওর সারামুখ। গতকাল বাড়ি ফেরার পর আমির রাগের মাথায় দুটি থাপ্পড় মেরেছিল, পদ্মজাকে একা ফেলে যাওয়ার জন্য। রাগে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে।

ভুবন ওখানেই কান্না করতে শুরু করে। আমির ওর কান্নাকে পিছনে ফেলে চলে যায় উপরে। ভুবন এখনো বাড়ি ছেড়ে যায়নি বলে আমির অবাক হয়।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভুবন চোখ তুলে তাকাল।

আমিরকে দেখে দুই পা জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করল, 'আমি বুঝি নাই। আমি বুবুল খাল।প চাই নাই। আমালে বুবুল কাছে থাকতে দেন সাহেব।

ছেলেটা সরল। পদ্মজাকে ভালোবাসে তাতে

সন্দেহ নেই। আমির ডান দিকে ইশারা করে বলে,

'আগাছাগুলো কেটে রাখিস। আর দেখিস, বাড়িতে

যেন কেউ না ঢুকে আমি বাজার থেকে আসছি।'

ভুবন চমকে তাকায়। এই বাড়ি ছাড়তে হবে ভেবে সারারাত ঘুমায়নি সে। গুনগুনিয়ে কেঁদেছে। আমিরের মন এতো দ্রুত নরম হবে ভাবেনি। ওর চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে খুশি। যে স্নেহার্ড, ভালোবাসাময় আচরণ পদ্মজার থেকে পেয়েছে, তা ছেড়ে যেতে চায় না ভুবন। সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পূর্বেই আমির শুকতারা থেকে প্রস্থান করল।

বাজারে আলমগীর অপেক্ষা করছিল। আমিরকে জানায়, রফিক মাওলা একা নয়। ওর সাথে কুতুবউদ্দিনও আছে। কুতুবউদ্দিন চাচ্ছে, আমিরের জাহাজে করে তার দুই ছেলেকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। সব ধরনের তথ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে আলমগীর। আমির শুধু চুপ করে শুনে। সে চাইলে, কুতুবউদ্দিন কিংবা রফিক মাওলা যে ই হোক, তাদের উপর সরাসরি

আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এতে তার ক্ষতি হবে। দেশের একজন নেতাকে হত্যা করলে তদন্ত শুরু হবে জোরালোভাবে। এতে বেরিয়ে আসবে আমিরের পরিচয়। তবে সে ইতিমধ্যে অনেককিছু ভেবেছে। কোনটাকে বাস্তবায়ন করবে তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

গুরুগম্ভীর আলোচনা শেষ করে আমির পকেট

থেকে পদ্মজার আঁকা ছবিটা বের বলল, 'পদ্মজার

জন্মদিনের আগে হুবহু এরকম একটা বোট লাগবে।'

অনেক সুন্দর। কে এঁকেছে?"

আলমগীর বিস্ময় নিয়ে তাকায়। এতো ঝামেলার মাঝেও আমির- ও কিছু বুঝতে পারল না। আমির বলল, 'হাতে এক সপ্তাহ।'

'এতো কম সময়ে কীভাবে হবে?'

'যতজন লোক লাগে লাগাও, যত টাকা লাগে দিয়ে দাও।'

আমির যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে আর কিছু করার নেই। আলমগীর পৃষ্ঠাটি নিতে গেলে আমিরের হাতে কালি

দেখতে পেল। বলল, 'রান্না করেছিস?' আমির একটু অপ্রস্তুত হলো। আলমগীর ঠোঁট চেপে হাসল। আমির চায়ে চুমুক দিয়ে গম্ভীরমুখে বলার চেষ্টা করল, 'হাসছ

কেন?

'পাঁচ বছর আগের আমির আর এখনের আমির, কত তফাৎ।'

আমির কিছু বলল না। সে নিজের মধ্যে কোনো পার্থক্য পায় না। মনে হয়, সারাজীবন পদ্মজার সঙ্গেই তার দিন কেটেছে। ভেবে অবাক হয়, একসময় তার জীবনে পদ্মজা ছিল না। তখন কীভাবে জীবন কেটেছিল? কী অর্থ ছিল জীবনের?

আলমগীর বলল, যেদিন পদ্মজার সঙ্গে তোর বিয়ে হলো সেদিনও ভাবিনি, তাদের সংসারটা এতোদিন গড়াবে। পদ্মজাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলি সেদিন কী ভেবেছিলি ওর সাথে এতগুলো বছর কাটাবি?"

'ভাবার সুযোগই পাইনি।'

'বাড়ি ফেরার পর?'

'পদ্মজাকে আমার চাই, সারাজীবনের জন্য।'

আলমগীরের ঠোঁটের হাসি দীর্ঘ হয়। ভালোবাসার অনুভূতি তার অজানা নয়া পাত্রী দেখতে গিয়ে যখন প্রথম রূম্পাকে দেখেছিল, বুকের ভেতর কিছু একটা হয়ে 'গয়েছিল। সুখকর তোলপাড় উঠেছিল। কবুল বলার দিন ভেবেছিল, রূম্পার সঙ্গে একটা সুন্দর

জীবন কাটাবে। কিন্তু রূম্পা সব জেনে গেল।

সেদিনই রূম্পাকে হত্যা কল্প হতো শুধুমাত্র তার

ভালোবাসার দোহাই দিয়ে, পাগল বানিয়ে বাঁচিয়ে

রাখা হয়েছে।আজ কতগুলো বছর হয়ে গেল, তারা আলাদা থাকে। আলমগীরের বুক চিড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

'ভাবিকে একবার দেখে আসো।'

#চলবে

#পদ্মমির -পার্ট-২০
#ইলমা_বেহেরোজ

আমিরের কথায় সস্তি ফিরে পেল, চমকে গেল। কী করে বুঝল আমির? সে নিজের বিস্ময় লুকিয়ে ম্লান হেসে বলল, 'কী দরকার মায়া বাড়ানোর। এখানেই থাকি।' আমির দ্বিতীয়বার একই কথা বলল না।

ঘুম ভাঙার পর থেকে পদ্মজার অনুশোচনা হচ্ছে। সে ভাবছে, 'ওভাবে উনাকে দূরে রাখা ঠিক হয়নি! ইশ, না জানি মনে কতটা আঘাত পেয়েছে।'

আক্ষেপে ওর চোখমুখ শুকনো হয়ে যায়। টেবিলের উপর একটা চিরকুট দেখতে পায়। চিরকুটটি হাতে নিয়ে দেখে সেখানে লেখা বাজারে যাচ্ছি। মাছ নিয়ে আসব। মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট খেতে ইচ্ছে করছে। কেউ যদি মুড়িঘন্ট রেঁধে দেয়, তাহলে তার প্রতি আমার কোনো রাগ থাকবে না। মিলে যাব।

পদ্মজা হেসে ফেলল। ভাবল, 'আপনি আমাকে এত বুঝেন! ঠিক বুঝে গেছেন, ঘুম থেকে উঠার পর আমার অনুশোচনা হবে!'

সে চপল পায়ে রান্নাঘরে যায়। প্লেটে সকালের খাবার

সাজানো দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যায়, বিমোহিত

হয়। রুটিগুলো গোল হয়নি, কোনোটা মানচিত্রের

মতো, কোনোটা চতুর্ভুজ কিংবা ত্রিভুজ। অথচ

খাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, অমৃত। এতো ভালো কেন

লাগবে? ভালোবাসা মেশানো ছিল বলে?

ভুবনকে নিজের ভাগের অর্ধেক খাবার দিয়ে দ্রুত হাতে মুড়িঘন্ট রাঁধার সব উপকরণ প্রস্তুত করে জানালা দিয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল আমিরের অপেক্ষায়।

রৌদ্রস্নাত শুকতারাতে প্রবেশ করে রোজিনা, তার দুই ছেলেমেয়ে ও অপরিচিত এক মহিলা। মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছে, বনেদি পরিবারের। রোজিনা পদ্মজার রুমে গিয়ে গালভরে হেসে প্রশ্ন করে, 'শইলডা ভালা আপা?'

পদ্মজা মাথা নাড়াল, 'আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কেমন আছো?' 'আপনেরার দয়ায় ভালো আছি।'

পিছনের মহিলার দিকে জিজ্ঞাসুক হয়ে তাকালে রোজিনা পূর্বের গদগদ সুরেই বলল, 'মহুয়া আপা। আমারে যে বাড়িতে ভাইজানে রাখছে হেই বাড়ির মালিকের বউ। আপনেরে দেখতে আইছে।'

মহুয়া বিমুগ্ধ নয়নে পদ্মজাকে দর্শন করছে।

রোজিনার কাছে এই নারীর এতো প্রশংসা শুনেছে

যে দেখতে চলেই এসেছে। ভেবেছিল, সাহায্য করায়

রোজিনা বানিয়ে বানিয়ে অতিরিক্ত প্রশংসা করছে

কিন্তু সামনাসামনি দেখে মহুয়ার ভুল ভেঙে গেল। তার নিজের রূপ নিয়ে অহংকার ছিল, পদ্মজাকে দেখার পর সেই অহংকার ধূলায় পরিণত হয়। পদ্মজা হেসে বলে, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না।' ও চেয়ার এগিয়ে দেয়।

মহুয়া বসে চারপাশ দেখতে দেখতে বলে, 'এই বাড়িটা কি আপনাদের? আগে কখনো তো দেখিনি।' পদ্মজা বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'উনার বন্ধুর দাঙ্গাবাড়ী এটা।

আমরা কিছুদিনের জন্য এসেছি।'

মহুয়া ভ্রু নাঁচাল, 'ও। আপনার বাড়ি কোন দেশে?'

পদ্মজা তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারল না। জেলা বলতে গিয়ে দেশ বলল নাকি? পদ্মজা জেলা ভেবে বলল, 'বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি দুটোই নেত্রকোনা।'

মহুয়া অবাক হয়ে বলল, 'ময়মনসিংহ বিভাগের?''

'জি।'

'বাবা-মা দুজনই কি বাঙালি?'

এবার পদাজা বুঝতে পারল, মহুয়ার প্রশ্নের কারণ। তার ব্যতিক্রমী চেহারার জন্য মহুয়া তাকে ভিন্ন

দেশের ভাবছে।পদ্মজা হেসে বলল, 'দুজনই বাঙালি।'

'মা কি খুব সুন্দর?'

পদ্মজার চোখের পর্দায় ভেসে উঠে, শ্যামবর্ণের এক সংগ্রামী নারীর চেহারা। যার গভীর, বড় বড় দুটি কালো চোখ। পাতলা, মসৃণ ঠোঁট। ঘন চুলের খোঁপায় এক আকাশ কালো মেঘ। শাড়ির কুচির ভাজে আভিজাত্য লুকোনো। যখন সেই নারী তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকায়, তখন মনে হয়, বিরাট বড় রাজত্বের রানী তাঁর পূর্বপুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এতকিছু যার আছে সে ই তো সুন্দর... সবচেয়ে বেশি সুন্দর।

পদ্মজা বলল, 'হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর।'

মহুয়া এই কথায় ধরে নেয় পদ্মজার মা চোখ ধাঁধানো সুন্দরী ছিল তাই পদ্মজাও এমন রূপবতী হয়েছে। কিছুক্ষণের আলাপে পদ্মজা বুঝতে পারে, মহুয়া ঠোঁট কাটা স্বভাবের। এই ধরনের মানুষরা ঝামেলার।

কথায় কথায় মহুয়া প্রশ্ন করল, 'বিয়ের কয় বছর হলো?'

'সাড়ে পাঁচ বছর।'

'তা ছেলেমেয়ে ক'টা? কাউকে দেখছি না তো।'গতকালের দগদগে ঘায়ে যেন গরম ছ্যাঁকা লাগে এমনভাবে ছ্যাৎ করে উঠে পদ্মজার বুকের ভেতরটা। ওর চেহারার উজ্জ্বলতা সরে যাওয়াটা স্পষ্ট হয়। পদ্মজা বলল, 'একটা মেয়ে হয়েছিল, এখন নেই।'

'নিঃসন্তান?'

কী নিষ্ঠুর শব্দ 'নিঃসন্তান'। পদ্মজা হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করল, 'আল্লাহ যা ভালো বুঝেন তাই হচ্ছে। নিশ্চয়ই এতে মঙ্গল আছে।'

মহুয়া পদ্মজার রূপ দেখে যতটা হিংসে করেছিল ততটা শান্তি পায় পদ্মজার ছেলেমেয়ে নেই জেনে। এত রূপ যে পেয়েছে তার আবার সন্তানের কী দরকার? সব সুখ কেন একজনের ভাগ্যে থাকবে? মহুয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলল, 'সুন্দর চেহারা কুঁচকে যায় কিন্তু সন্তান সারাজীবন থাকে। এত বছরেও বাচ্চা না হওয়াটা দুঃখজনক ব্যাপার। কবিরাজ দেখিয়েছেন?'

10:23

এসব নিয়ে আলোচনা করতে পদ্মজার ভালো লাগছে না। সে কিছু বলার আগে মহুয়া বলল, 'আমার চেনা এক কবিরাজ আছে, আপনি আর আপনার জামাই দুজন মিলে একদিন দেখা করতে পারেন। উনি চেহারা দেখেই বলে দিবে সমস্যাটা কার আর কীভাবে প্রতিকার পাওয়া যাবে। যদিও এসব ক্ষেত্রে পুরুষদেরই সমস্যা হয়। আপনার স্বামীকে-

পদ্মজা কথার মাঝে বাধা দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'সমস্যা আমার। আমি কখনো মা হতে পারব না। আর আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি।'

হঠাৎ এমন প্রতিক্রিয়ায় মহুয়া ভড়কে যায় তবে দমে গেল না।

আফসোসের সুরে বলন, 'একজন পুরুষ পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে! নিশ্চয়ই উনার এটা নিয়ে কষ্ট হয়।'

অতিথির সঙ্গে খারাপ আচরণ করার মেয়ে নয় পদদ্মজা। তাই চুপ করে রইল। মহুয়া বলল, 'আপনি উনাকে আরেকটা বিয়ে করিয়ে দিন। বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে পুরুষ মানুষের মন একসময় সংসার থেকে অতিথির সঙ্গে খারাপ আচরণ করার মেয়ে নয় পদদ্মজা। তাই চুপ করে রইল। মহুয়া বলল, 'আপনি উনাকে আরেকটা বিয়ে করিয়ে দিন। বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে পুরুষ মানুষের মন একসময় সংসার থেকে উঠে যায়। ঘরে সতিন থাকলেও স্বামী তো ঘরে থাকবে....

আমির বড় মাছ নিয়ে রুমে ঢুকল। রোজিনা দৌড়ে গিয়ে ওব হাত থেকে মাছ নিয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আমি কাইট্যা দিতাছি।' সে রান্নাঘরে চলে যায়। আমির ছাদের দিকে হেঁটে গেল। মহুয়া চোখমুখ কুঁচকে বলল, 'ওমা এতো সুন্দর মেয়ের জামাই দেখি কালো।'

এই পর্যায়ে পদ্মজার চোখমুখ শক্ত হয়ে যায়। প্রথম দেখায় একটা মানুষ অপর মানুষ সম্পর্কে এতো দ্রুত কী করে সমালোচনা করতে পারে! কে কি করল, কে কেমন, সেটা নিয়ে খুঁটি নাটি দোষ খুঁজে বের করা মানুষরা কীসের তৈরি? ওদের বিবেকবোধ নেই? পদ্মজা নরম কণ্ঠে বলার চেষ্টা

করল, 'আমার কাজ আছে। আপনি আসুন। আর হ্যাঁ,

উনি আমার নজর ফোঁটা।' সে মৃদু হাসল।

বাড়ি ফেরার সময় রোজিনাকে কয়েক টুকরো মাছ

দিয়ে দেয় পদ্মজা। রোজিনা মাছ পেয়ে খুব খুশি হয়ে

যায়। সে পদ্মজার দুই পা ধরে সালাম করে কৃতজ্ঞতাজানায়। পদাজা অস্বস্তিতে পড়ে যায়, সমবয়সী মেয়ে পায়ে ধরে সালাম করছে! সে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রোজিনাকে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। মহুয়া যাবার আগে বলে যায়, 'কবিরাজের দরকার পড়লে আমার কাছে আসবেন। আমি ঠিকানা দিয়ে দেব।'

পদ্মজা প্রতিত্তোরে কিছু বলল না। সে চুপচাপ রান্না করতে থাকে। মহুয়া অনর্থক কিছু বলেনি, ঠিকই তো তার জন্য আমির বাবা হতে পারছে না। সে ভাবে, নিশ্চয়ই উনি মনে মনে সন্তান কামনা করে। কখনো কী আরেকটা বিয়ের কথাও ভেবেছে?' ভাবতেই বুকে ব্যথা শুরু হয় তার। স্বামীর বুকে অন্য নারী না, এটা ভাবাও সম্ভব নয়। কিন্তু সে যদি স্ত্রী হিসেবে সন্তান দিতে না পারে, আমির আরেকজন স্ত্রীর কামনা করতেই পারে। ইসলামে অনুমতি আছে। হয়তো সে কষ্ট পাবে ভেবে বলে না। প্রতিটি পুরুষই বাবা হতে চায়। পদ্মজা ছটফট করতে থাকে।

আমির খালি গায়ে রান্নাঘরে উপস্থিত হয়। তার

উপস্থিতি টের। পেয়ে পদ্মজা স্থির হওয়ার ভান ধরো

আমির পেছন থেকে পদ্মজার কোমর জড়িয়ে ধরে

কাঁধে মাথা রেখে বলে, 'মন ভালো হয়েছে?''ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না দেখে পদ্মজা যান্ত্রিক সুরে বলল, 'আমি আপনাকে আরেকটা বিয়ে করাব।'

এই কথাটা সে বলেছে আমিরের মুখ থেকে শুনতে, আমির

বিয়ে করতে চায় কি না। এহেন কথায় বিমূঢ় হয়ে গেল আমির। পদ্মজাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আমাকে? পদ্মজা তাকাল, 'হ্যাঁ, আপনাকে। আপনার উত্তরাধিকার দরকার। আমিতো পারব না -'

আমির রেগে গেল, 'এখনো ওটা নিয়ে পড়ে আছো?'' আমির রেগে গেল, 'এখনো ওটা নিয়ে পড়ে আছো?'

আমিরকে রেগে যেতে দেখে পদ্মজা চুপসে গেল। সে অন্যদিকে ফিরে নাক টানতে থাকে। পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, কী বলছে, কেন কী করছে, কী করা উচিত কিছু বুঝতে পারছে না। পদ্মজা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে কৈফিয়ত দিতে বলল, 'আমার জন্য আপনি কেন পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন? আপনারও তো বাবা হতে ইচ্ছে করে। আমি কষ্ট পাব ভেবে আর নিজেকে গুটিয়ে রাখবেন না। আপনি বললে আমি আপনার জন্য পাত্রী খুঁজে বের করব। আমার থেকেও গুণী, সুন্দরী।'বলতে বলতে কাঁদছে সে। আমির হতভম্ব। কখনো ভাবেনি পদ্মজা এমন কিছু উচ্চারণ করবে। পদ্মজা পুনরায় বলল, 'তাছাড়া চার বিয়ের অধিকার আছে আপনার। করে ফেলুন। আমার জন্য আপনি বাবা হওয়া থেকে বঞ্চিত এই আত্মগ্লানি নিয়ে আমি বাঁচতে পারব না। তার থেকে সতীনের ঘর করা ভালো।'

আমির ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বলছে না। পদ্মজা ভাবে, তাহলে সত্যি উনি মনে মনে আরেকটা বিয়ে করতে চান!'

kobitor.com

তার কাছে পুরো পৃথিবী নিষ্ঠুর ও বিস্বাদ ঠেকে।

বাহিরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাস হচ্ছে। যখন আমির মাছ নিয়ে ফিরেছিল তখনই রোদ সরে গিয়ে হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। বর্ষাকালে যখন-তখন বৃষ্টি নেমে আসে ধরনীতে।

পদ্মজা ভাতের মাড় গলিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হতে নিলে আমির আবার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। এবার শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তার ঘাড়ে চুমু খেয়ে বলল, 'আমি সবসময় তোমাকেই চাই। তুমিই আমার উত্তরাধিকার। যেদিন তুমি থাকবে না সেদিন পৃথিবীতে আমার বলতে আর কিছুই থাকবে না।'পদ্মজার হৃদয় শীতল হয়ে উঠে। সে ঠোঁট ভেঙে কেঁদে

আমিরকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখল। আমির বলল, 'সন্তানই কি সব? ভালোবাসা কিছু নয়? সন্তানের সঙ্গে জীবন কাটানো আনন্দের কিন্তু সব নয়। আমার আনন্দ তো তোমার মধ্যেই আছে। যখন তুমি আমার জন্য রান্না করো সেখানে আনন্দ থাকে, আমার জন্য অপেক্ষা করো সেখানে আনন্দ থাকে, আমার ভালো-মন্দের যত্ন নাও তাতে আনন্দ থাকে, দুজন মিলে যখন একসঙ্গে চাঁদ দেখি সেখানে আনন্দ থাকে; যখন তুমি আমার বুকে ঘুমাও, আমার সঙ্গে যখন বৃষ্টিতে ভিজো, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চাও, কাক ডাকা ভোরে ভেজা চুলে সামনে এসে দাঁড়াও, অভিমান করো সবকিছুতে আনন্দ থাকে আনন্দের কী শেষ আছে? কতশত আনন্দ আমার জীবনে। এতো এতো আনন্দ থাকতে সন্তানের আনন্দ এতো গুরুত্বপূর্ণ কেন হবে? তুমি যদি নিজের জন্য সন্তান চাও তাহলে আমি সেটাকে

সমর্থন করব, তোমার কষ্ট দূর করতে পারব না কিন্তু সাময়িক আনন্দ দেয়ার চেষ্টা করব কিন্তু আমি সন্তানের জন্য কষ্ট পাচ্ছি এসব ভেবে নিজেকে দায়ী করো না। এটা মোটেও সত্য নয়। আমি তোমাকে নিয়ে খুশি, সারাজীবন তোমাকেই লাগবে। আর কিছু চাই না। তোমার জন্যই আমি পূর্ণ। তুমি কেন শুধু আমাকে নিয়ে পূর্ণ নও পদদ্মবতী?'

আমিরের কথাগুলো এমনভাবে পদ্মজাকে প্রভাবিত করে যে তার সর্বশরীর সুখে কেঁপে উঠে। আমিরকে দুই হাতে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে যাওয়ার তীব্র স্পৃহা জাগে। এই হীরে ও হারাতে চায় না। কখনো হারিয়ে ফেললে বাঁচতে পারবে না, জীবন থমকে যাবে। আবেগপ্রবণ হয়ে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না। আর কখনো এসব বলব না। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।'

আমির পদ্মজার মাথায় চুমু খেয়ে বলল, 'বৃষ্টি কমলে মেলায় যাব। এখন চলো বৃষ্টিতে গোসল করি।'

পদ্মজা তটস্থ হবার আগেই আমির তাকে টেনে নিয়ে যায় উঠানে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মুহূর্তে পদ্মজার পুরো শরীর ভিজে যায়। বৃষ্টির জলে তার দুটি ঘোলা চোখের সৌন্দর্য দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। তার ফর্সা, মসৃণ ত্বক বেয়ে নামা জল আমিরের বুকে তাণ্ডব তুলে দেয়। পদ্মজার শরীরের প্রতিটি বাঁক নতুন করে আকৃষ্ট করে সাক। আমিরকে ওভাবে

তাকিয়ে থাকতে দেখে, পদাজা লজ্জা পায়, হাসে।

Kobitor.com

তার চোখ

দুটিও হেসে উঠে। আমির এগিয়ে গেলে পদ্মজা সতর্ক
করে, 'ভুবন আছে।'

পাখিরা আকুল স্বরে সম্ভাষণ জানাচ্ছে সন্ধ্যাকে। নিঃশব্দ

ছায়াময়ী সেই সন্ধ্যাকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরছে পদ্মজা- আমির। তারা পড়ন্ত বিকেলে মেলায় গিয়েছিল। পূর্ণা ও প্রেমার জন্য নানারকম জিনিসপত্র কেনাকাটা করেছে পদ্মজা। নিজের জন্য কিছু মাটির জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেয়নি। নাগরদোলা দেখার সময় তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা। প্রেমা, পূর্ণাকে মেলায় নাগরদোলা চড়াতে নিয়ে গেলেও তাকে নিয়ে যেত না মোর্শেদ। পদ্মজা কান্নাকাটি করত না ঠিক, তবে খুব মন খারাপ হতো। তখন হেমলতা বোরকা পরে মেয়েকে নিয়ে দুই ঘন্টার পথ হেঁটে মেলায় যেতেন। মুরগির ডিম বিক্রি করে যে কয় টাকা পেতেন সেটুকু দিয়ে পদ্মজাকে এটা-ওটা কিনে দিতেন, নাগরদোলা চড়াতেন। তার জীবনটা শুধু মা নিয়েই ছিল।

যতক্ষণ মেলায় ছিল পুরোটা সময় আমিরের মনে

হচ্ছিল, কেউ একজন ওদের অনুসরণ করছে। সে

চট করে পিছনে তাকায় কিন্তু এতো এতো মানুষ

চারপাশে যে বুঝতে পারে না আসলে কে অনুসরণ

করছে। নাকি সবটাই মনের ভ্রম। আমির। ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেছে। কেউ খোঁজ পেয়ে যায়নি তো?

গায়করা সমস্বরে বাউল গান গাইছে। বাংলার প্রকৃতি, মাটি ও মানুষের জীবন ফুটে ওঠে বাউল গানে, থাকে সাম্য ও মানবতার বাণী। এ কারণে গানের আসরে নানা শ্রেণি- পেশার শত শত গানপ্রেমী মানুষের সমাগম ঘটেছে। মাইকের মাধ্যমে গানের শব্দমালা ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর। বাড়িতে কথা বললেও জোরে জোরে বলতে হয় নয়তো শোনা যায় না। প্রতিদিন বিকেল থেকে শেষ রাত অবধি গানের আসর চলে। নামায আদায় করতে সমস্যা হয় পদ্মজার। সে কানে তুলা ঢুকিয়ে এশার নামায আদায় করে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। হঠাৎ বগলের চিপায় পাটি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে আমিরের। সে পদ্মজার হাত ধরে বলল, 'ছাদে চলো। অনেক সুন্দর চাঁদ উঠেছে।'

উচ্চস্বরে গান বাজছে বিধায় কথাটি মাঝপথেই মৃত্যুবরণ করল। রাত বাড়লেই গানবাজনা বেড়ে যায়। আসর সাতদিনব্যাপী চলবে; এর প্রচলন করেছিলেন এই এলাকার জমিদার শাহজাহান মুরাদ।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মজা জোরে বলল, 'কী বললেন? শুনিনি।' আমির ওর কানের কাছে এসে চিৎকার করে বলল, 'ছাদে চলো। অনেক বড় চাঁদ উঠেছে।'

পদ্মজা গলার স্বর উচিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন।'

আমির অপেক্ষা করল না। পদ্মজাকে টেনে ছাদের দিকে নিয়ে গেল। চাঁদ নিজের লাবণ্য ছড়িয়ে দিয়েছে গগণে। ধরণী চকমক করছে। আমির একসময় চাঁদ পছন্দ করত না, পদ্মজা তার জীবনে এসে সবকিছু পাল্টে দিয়েছে। চাঁদ উঠলেই পদ্মজা তাকে টেনে ছাদে নিয়ে গিয়ে একটা স্থায়ী অভ্যাস গড়ে তুলেছে। তাই চাঁদ উঠলেই আমির অভ্যাসবশত পদ্মজাকে নিয়ে ছাদে চলে আসে। চাঁদনি রাত সকল মলিনতা মুছে দিয়ে পদ্মজার মনে আনে প্রশান্তি।

#চলবে

পদ্মমির -পার্ট - ২১
ইলমা বেহেরোজ

নিটোল চাঁদ তার ঝলমলে আলোর পসরা নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমী পদ্মজার মনে বিচিত্র ভাব ও উদ্দাম আনন্দের সঞ্চার করে। এক গান থেকে অন্য গান শুরু হবার পূর্বে মিনিট খানেকের বিরতি ঘটে। সেই বিরতিকালীন সময়ে পদ্মজা আমিরকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরতেই আমির নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'কেউ দেখে ফেলবো। পদ্মজা ভ্যাবাচেকা খেয়ে ছেড়ে দিল। আমির হো হো করে হেসে ফেলল। পদ্মজাও না হেসে পারল না।

তারা দুজন পাশাপাশি পাটিতে বসে। পদ্মজা বলে, 'গতকাল আর আজকের ঘটনার জন্য আমি অনুতপ্ত।'

'বহুবার বলে ফেলেছ।'

'আমার খুব অনুশোচনা হচ্ছে।'

গান শুরু হয়ে যাওয়াতে কথোপকথন থেমে যায়। পদ্মজার কোলে মাথা রেখে আমির চোখ বুজল।

চাঁদটা আরো কাছে চলে এসেছে। রাতের খাবারের জন্য

গানবাজনা থেমে গেল। তখন আমির বলল, 'জ্যোৎস্নার রাতগুলো সবসময় সুন্দর হয়।'হুম।'

আমির পদ্মজার ঠোঁটের দিকে তাকায়। শীতল পরিবেশ, ঝিরিঝিরি বাতাস এমন এক মুহূর্তে স্বীয় বধূকে কামনা করা থেকে বিরত হতে পারছে না।

ওর অভিলাষ টের পেয়ে পদ্মজা একটু দূরে সরে বসে চারপাশ দেখতে দেখতে বলল, ছাদগুলোতে হয়তো মানুষ আছে।'

'তাতে কী।' আমিরের নির্বিকার উচ্চারণ:

পদ্মজা অবাক হয়ে বলল, 'তাতে কী মানে?' 'এতদিন হলো

বিয়ের সবসময় আমিই তোমাকে প্রলুব্ধ করি, তুমি কেন করো না?'

পদ্মজা কণ্ঠে বিস্ময় ঢেলে বলল, 'প্রলুব্ধ?'

'হ্যাঁ, সিডিউস।' আমির চোখ টিপল। পদ্মজা লজ্জা পায়। সে কন্ঠ খাঁদে নামিয়ে বলে, 'প্রয়োজন পড়েনি।'

'বলো, পারো না।'

পদ্মজা পিঠ সোজা করে বসে বলল, 'সব মেয়েই পারে।'

'বলো, পারো না।'

'কিন্তু তুমি না।'

'অবশ্যই পারি।'

'দেখার সুযোগ হয়নি।' আমির ঠোঁট উল্টাল।

'দেখানোর সুযোগ পাইনি। তার আগেই তো-'

পদ্মজা লজ্জায় নুইয়ে যাচ্ছে। ইশ, কীসব নিয়ে কথা হচ্ছে! আমির হাসল। এটা সত্য, পদ্মজা কখনো নিজে থেকে ঘনিষ্ঠ হবার কিংবা আকৃষ্ট করার সুযোগ পায়নি তার আগেই সে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গেছে।

আবারও গান শুরু হয়। ওরা কথা থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মাঝেমধ্যে দুজনের চোখাচোখি হতে থাকে। যতবার চোখে চোখ পড়ে একসঙ্গে হাসে।

বাড়ির পাশের রাস্তা অন্ধকারে ঢাকা। শুধু দূরের মেলায় বাতি

জ্বলছে, গানবাজনা হচ্ছে। চাঁদের আলোয় চারপাশ ঝকমক করলেও তারা দুজন কিছুটা আড়ালে বসে আছে। হঠাৎ আমিরের মনে হয় অন্ধকার রাস্তা দিয়ে কেউ শুকতারার দিকে আসছে। তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠে। ঘাবড়ে যায়। মেলায়ও মনে হচ্ছিল, পিছনে কেউ ছিল। লোকটি। লোকটি গেইট পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকল। আমির ধীরে ধীরে পদ্মজাকে বলল, 'টয়লেট থেকে আসছি।'

Kobitor.com

পদ্মজা শুনতে না পেয়ে বলে, 'কী বললেন?'

আমির জোরে বলল, 'টয়লেটে যাচ্ছি, তুমি এখানে থেকো।'

আমির ছাদের দরজা দিয়ে নামার সময় ফাটা দেয়ালের অংশ দিয়ে দেখে, একজন চুপিচুপি বাড়িতে ঢুকছে, হাতে ধারালো অস্ত্র! গুপ্তঘাতক!

সে মুহূর্তে বেসামাল হয়ে উঠে। জাদত কোথায়? উকি দিয়ে পদ্মজাকে দেখে দ্রুতপদে রান্নাঘরে যায়, ছুরি না পেয়ে বটি নিয়ে বের হয়। আবার ছাদের দরজার দিকে তাকাল। আজ কী সব শেষ হয়ে যাবে? যদি পদ্মজা নেমে আসে? এতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা করল, সেসব ভেঙে কীভাবে কেউ বাড়িতে ঢুকল?

গান থেমে গেছে। ওর মনে হচ্ছে, নিঃশ্বাস পাথরের

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলছে।

গুপ্তঘাতক নিঃশব্দে উঠে আসছে উপরে। সে তৃতীয়বারের মতো ছাদের দরজার দিকে তাকাল। মনে মনে কামনা করল, 'এসো না, এসো না তুমি।'

পদ্মজার কাছে ধরা পড়ার আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে গেল আমিরের

গা। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে বুকে, দুর্বল লাগল পা। কিন্তু দূর্বল হলে চলবে না, পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

গান শুরু হয়েছে। আমির স্বস্তি পায়, অন্তত শব্দ ছাদে যাবে না। সে সিঁড়ির কাছে ওঁৎ পেতে থাকে।

ছায়াটিকে দেখা যাচ্ছে। দেহটা উপরে চলে এসেছে। আমির শক্ত করে ধরে বটি। আরেকটু আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। গুপ্তঘাতক আমিরকে দেখতে পেল না, সতর্ক দৃষ্টিতে হাতের ছুরিটি নিয়ে দ্বিতীয় তলায় থাকা রুমগুলোতে পদদ্মজাকে খুঁজতে থাকল। বেশি দেরি করলে পদ্মজা চলে আসবো আমির হাতের বটি সাবধানে মেঝেতে রেখে পিছন থেকে গুপ্তঘাতকের মুখ চেপে ধরে। গুপ্তঘাতক অস্ত্র ব্যবহার করতে গেলে আমির হাত ধরে ফেলে, গুপ্তঘাতকের হাত দিয়ে গুপ্তঘাতকের পেটেই ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আর্তনাদ করল। সেই শব্দ আমিরের কান অবধি কোনোমতে পৌঁছাল। আমি ছুরি দিয়ে পরপর বুকে-পেটে ঘা দিতে থাকে। রক্তের ছিটা এসে পড়ে তার চোখেমুখে। গুপ্তঘাতক গ্যারগ্যার শব্দ তুলে মারা যায়।

আমির দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে। গুপ্তঘাতককে কোনো জটিলতা ছাড়া কাবু করতে পেরে সে আনন্দিত। কিন্তু পরক্ষনেই হাসি মিলিয়ে যায় যখন খেয়াল হয়, লাশ নিয়ে ঠিক শোবার রুমের সামনে বসে আছে।

চলবে

kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

#পদ্মমির #পার্ট -২২

#ইলমা_বেহেরোজ

তার থেকেও বেশি ঘাবড়ে যায় সিঁড়ির নিচে ভুবনকে দেখতে পেয়ে। আমির তাকাতেই ভুবন দ্রুত সেখান থেকে চলে যায়। পদ্মজা ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে একমনে চাঁদ দেখছে। চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে সর্বত্র। বাড়ির পিছনের কচুবনে ঝি ঝি ডাকচে। গান থামলেই সেই ডাক শোনা যায়। জোনাকি জ্বলছে তেলাকুচোর ঝোপে। জোনাকি পোকার মিট মিট আলো ওর শৈশবের এক বিস্ময়কর স্মৃতি। জোনাকির এমন আলো জ্বালানো দেখে খুব কৌতূহল হতো। বিস্ময় ভরা চোখে ভাবত, কিভাবে জোনাকি এই আলো জ্বালায়? বহুবার হেমলতাকে প্রশ্ন করেছিল, 'আম্মা, ওরা কীভাবে আলো জ্বালায়?' হেমলতা পদ্মজার মাথায় চুমু খেয়ে বলতেন,

'আল্লাহ জানে।' বড় হওয়ার পরও আলো জ্বালানোর মূল কারণ জানতে পারেনি। বিয়ের মাস কয়েক পর আমির জানিয়েছিল, 'সন্ধ্যার পর জোনাকি পোকাদের আলো জ্বালানোর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের জোনাকিকে আকর্ষণ করা। সাধারণত পুরুষ জোনাকি পোকা স্ত্রী জোনাকি পোকাকে আকর্ষণ করার জন্য এভাবে আলো জ্বালায়। আর স্ত্রী জোনাকিরা পুরুষ জোনাকির আলো জ্বালানোর উপর ভিত্তি করে সঙ্গী নির্বাচন করে।" সেটা কীভাবে?" 'আলোর তীব্রতা, ধরন এসব দেখে। যে পুরুষ জোনাকি দ্রুত আর উজ্জ্বল আলো জ্বালতে পারে স্ত্রী জোনাকিরা তাদের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়।' 'স্ত্রী জোনাকিরা কি আলো জ্বালায় না?' 'স্ত্রী জোনাকিরাও আলো জ্বলায়।' 'তারা কেন জ্বালায়?' 'পুরুষ জোনাকির সংকেতে সম্মতি দিতে আলো জ্বালায়। যে পুরুষ জোনাকিকে কোন স্ত্রী জোনাকির পছন্দ হয়, তাকে আলো জ্বালিয়ে নিজের সমম্মতি প্রকাশ করে। মানে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই এবং তোমার আদরসোহাগ নিতে চাই।' শেষ কথাটি আমির কৌতুক করে উচ্চারণ করল। পদাজা লজ্জা পেয়ে তার বুকে মুখ লুকোয়। আমির স্বীয় বধূকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে, 'আমি হচ্ছি পুরুষ জোনাকি আর তুমি স্ত্রী জোনাকি।' স্মৃতি রোমন্থন করে পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। ভাবে, মানুষটা এখনো আগের মতো রয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে আমিরের বলা কথাগুলো মনে পড়ে। ভাবে, 'উনি কী চাচ্ছেন আমি নিজ থেকে এগিয়ে যাই? পুরুষ জোনাকির মতো আচরণ করি?' পদ্মজা পুলকিত বোধ করে, লাজে রাঙা হয় মুখ। পরপর মানসপটে ভেসে উঠে কাটিয়ে আসা প্রতিটি মুহূর্ত, আমিরের উজাড় করে দেয়া ভালোবাসা। প্রথম রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত তার মুখস্থ। বিশাল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমির ওর ঘাড়ে থুতুনি রেখে বলেছিল, 'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই মনে মনে পণ করি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই এবং তোমার আদরসোহাগ নিতে চাই।' শেষ কথাটি আমির কৌতুক করে উচ্চারণ করল। পদাজা লজ্জা পেয়ে তার বুকে মুখ লুকোয়। আমির স্বীয় বধূকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে, 'আমি হচ্ছি পুরুষ জোনাকি আর তুমি স্ত্রী জোনাকি।' স্মৃতি রোমন্থন করে পদ্মজার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। ভাবে, মানুষটা এখনো আগের মতো রয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে আমিরের বলা কথাগুলো মনে পড়ে। ভাবে, 'উনি কী চাচ্ছেন আমি নিজ থেকে এগিয়ে যাই? পুরুষ জোনাকির মতো আচরণ করি?' পদ্মজা পুলকিত বোধ করে, লাজে রাঙা হয় মুখ। পরপর মানসপটে ভেসে উঠে কাটিয়ে আসা প্রতিটি মুহূর্ত, আমিরের উজাড় করে দেয়া ভালোবাসা। প্রথম রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত তার মুখস্থ। বিশাল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমির ওর ঘাড়ে থুতুনি রেখে বলেছিল, 'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি সেদিনই মনে মনে পণ করি তোমাকেই বিয়ে করব। তবে ভাবিনি প্রথম দিনই আমার কারণে এতোটা অপদস্ত হতে হবে তোমায়। অনেক চেষ্টা করেছি সব আটকানোর, পারিনি। সেদিনই বাড়ি ফিরে আব্বাকে বলি, আমি পদ্মজাকে বিয়ে করতে চাই।

প্রথম প্রথম কেউ রাজি হচ্ছিল না। পরে রাজি হয়ে যায়। মনে হচ্ছে, চোখের পলকে তোমাকে পেয়ে গেছি।' পদ্মজা নিশ্চুপ থেকে ভাবছিল, অবাধ্য, অজানা অনুভূতিদের সাথে যুদ্ধ করবে নাকি সখ্যতা করবে। ভাবতে ভাবতে গায়ে কাঁপুনি উঠে, অস্থির হয়ে পড়ে। অস্থির হয়ে পড়ে। শরীরের ভার ছেড়ে দিয়েছিল, কানে বাজছিল শুধু আমিরের কিছু কথা, 'কথা বলো। আল্লাহ, আবার কাঁপছ! আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, স্থির হতে পারবে। এই কী হলো?' আমির দুই হাতে জড়িরে বাখে তাকে। সম্মোহনী এক অনুভূতির টানে দুজন এক হয়, শুরু হয় পথচলা। পদ্মজা হাসছে, বাঁধভাঙা আনন্দে বক্ষস্থলে শান্তির ফোয়ারা। নেমেছে। চোখের তারায় চিক চিক করছে জল। ও আকাশের দিকে তাকিয়ে হেমলতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার কাছে কত ঋণ আমার। জন্ম দিলে, দুধ খাওয়ালে, পেলেপুষে বড় করলে, চলে যাবার আগে একটা সুন্দর মনের প্রেমিক পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে গেলে। তুমি কখনো ভুল করোনি আম্মা। তোমার এতো ঋণ আমি কী করে শোধ করব?' রফিক মাওলা সিগারেট ধরিয়ে পারভেজকে বলল, 'কী বলছে রে?' পারভেজ বলল, 'এতো দূর থেকে তো শোনা সম্ভব না।' ওরা একটি পুরনো ভবনের ছাদের শ্যাওলা-ধরা কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে গিজগিজ করছে মশা। হঠাৎ পারভেজ বলল, 'একটা প্রশ্ন করব ভাই?' রফিক শকুনের দৃষ্টিতে পদ্মজাকে দেখছে। দৃষ্টি স্থির রেখেই বলল, 'বল।' পারভেজ বলল, 'মানে যে দুজনকে পাঠিয়েছেন ওরা তো অনেক দূর্বল, নতুন। আমির হাওলাদারের হাতে পড়লে -' রফিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ওরা আর ফিরবে না।' 'শুধু আমিররে একটু ঝামেলায় ফেললাম, স্তর দেখাইলাম।' বলেই খ্যাকখ্যাক করে হাসতে লাগল। আমিরের মাথা ঝিমঝিম করছে। লাশ সরাবে নাকি ভুবনকে ধরবে? এ কেমন বিদঘুটে মুহূর্তের মুখে পতিত হলো সে। তালগোল পাকালে চলবে না। প্রথমে, হাতের কাছের বিপদ সামাল দেয়াটাই উত্তম পদক্ষেপ হবে। আমির দ্রুত আলমারি থেকে পুরনো এক চাদর নিয়ে তাতে লাশটি পেঁচায় তারপর লাথি দিয়ে লাশটিকে খাটের নিচে রেখে দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। সেখান থেকে ঘর মোছার কাপড় নিয়ে সেটা ভিজিয়ে রুমের সামনের মেঝে মুছে। তার হাত কাঁপছে, বুক কাঁপছে, বার বার ছাদের সিঁড়ি দেখছে। মোছা শেষ করে তুরন্ত পায়ে।

চলবে।

পদ্মমির পার্ট -২৩

ইলমা বেহেরোজ

গিয়ে গা ধুয়ে পরনের শার্ট প্যান্ট জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। যেখানে ফেলেছে জায়গাটা শুকতারার অভ্যন্তরের অংশ। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। দৌড়ে রুমে যায় লাশটা সরাতে। ততক্ষণে গান থেমে গেছে। আমির লাশ সরানোর জন্য যখনই উবু হবে তখনই পদশব্দ শোনা গেল। 10:26 পদ্মজা রুমে এসে দেখে আমির কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার চুল বেণি করা ছিল, এখন খোলা। শাঁড়ির আঁচল চিকন করে কাঁধে রাখা। হারিকেনের হলুদ আলোয় আমিরের শক্ত, আকর্ষণীয় কাঠামোর শরীর দেখে তার বুকে ঝড় উঠো কিছুক্ষণ আগে, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নিজে থেকে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে এসে সে নিজের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খা টের পাচ্ছে। আমির মাঝেমধ্যেই শোবার

আগে গোসল করে। তাই ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল না। নিম্ন কণ্ঠে বলল, 'ঠান্ডার দিন রাতে গোসল করার কী দরকার ছিল?' আমির খালি হাতে চুলের পানি ঝেড়ে পদ্মজার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সতেজ লাগলে যদি কারো নজর পড়ে, সেই আশায় অধমের রাত্রি স্নান।' সে পদ্মজার কোমর চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে আনল। আমির ভেবেছিল, পদ্মজা ঠান্ডা লেগে যাবে বলে চেঁচাবে, চুল মুছে দিবে, দ্রুত ঘুমাতে বলবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে পদ্মজা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আমিরের গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেল তারপর কণ্ঠমণিতে। অতল শিহরণে শিরশির করে উঠে আমির, পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। ওর দুটি চোখের তারায় স্পষ্ট, কাঙ্খিত মিলন। পদ্মজা পুনরায় চুমু খেল। আমির লাশ সরানোর অভিলাষকে একপাশে রেখে পদ্মজাকে পাজাকোলে নিতেই কনুই লেগে হারিকেন মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায় কাচ। তাতে দুজনের কেউই ভ্রুক্ষেপ করলপ্রাণের স্পন্দন, দেহের স্পন্দনকে সঙ্গী করে শয্যায় গমন করে দম্পতি। উত্তাল দুটি দেহ মিত্রতা করে তীব্র ভালোবাসার আলিঙ্গনে। তাদের অভিসাস দেখে বোঝার জো নেই, বধর দেহে মগ্ন থাকা পরুষ মানুষটিকিছুক্ষণ আগে একটি হত্যা করেছে এবং লাশটি তাদের শয্যার খাটের নিচেই নিথর হয়ে পড়ে আছে। পর্ব চৌদ্দ 'আরেকবার ভেবে দেখ, ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হবে?" আমির জবাব না দিয়ে সামনে চলে গেল। পেছন থেকে রবিন বলল, 'ভাইয়ের পরিকল্পনাডা কী? আলমগীর আনমনা হয়ে বলল, 'জানি না।' গতকাল রাতে যা ঘটেছে এরপর আর ঘরে বসে থাকার মানুষ নয় আমির। সে কোনো পরিকল্পনা নিশ্চয়ই করেছে কিন্তু কাউকে বলছে না। আমিরকে এভাবে চুপ হয়ে যেতে দেখলে আলমগীরের দুশ্চিন্তা হয়। এমপি কুতুবউদ্দিনের বারিধারা বাড়িতে নেতারা একত্রিভ হয়েছে গোপন রাজনৈতিক মিটিং করার জন্য। কুতুবউদ্দিন তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গলার স্বর বাড়িয়ে কাউকে বললেন, 'আমার জুতা জোড়া কোথায়? এখানে রাখা হয়নি কেন?" বাড়ির কাজের মেয়ে বকুল অন্তদন্ত হয়ে জুতা নিয়ে আসল। জুতার উপরিভাগে যালু দেখতে পেয়ে
বকুল ভয়ে বিচলিত হয়ে বের হতে গেলে রফিকের সাথে ধাক্কা খায়। রফিক রেগেমেগে একটা গালি দেয়। বকুলের চোখে অশ্রু জমে। আবেগ লুকোতে দৌড়ে অন্যদিকে চলে যায়। এই বাড়ির সবকটা মানুষ বদমেজাজি আর নিষ্ঠুর। তার ভালো লাগে না এখানে। রফিক রুমে প্রবেশ করে তাড়া দিল, 'সবাই অপেক্ষা করছে। আমাদের এখুনি যেতে হবে।' কুতুবউদ্দিন একটা কাচের ছোট বোতল এগিয়ে দিয়ে বললেন, আণটা কেমন?' দুবাই থেকে আসা সুগন্ধির ঘ্রাণ এঁকে রফিক জানাল, 'চমৎকার। চারপাশ মৌ মৌ করছে।' কুতুবউদ্দিন খুশিতে গদগদ হয়ে গেলেন। সুগন্ধি সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা দুটোই তার প্রধান শখ। বিভিন্ন দেশের, বর্যান্ডের সুগন্ধি তার সংগ্রহে রয়েছে। পোশাকে সুগন্ধি মেখে নিচ তলায় যাবার পথে বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন, আমির বাড়ির গেইটের ভেতর ঢুকছে। তার হাতে মদের বোতল, চলতে চলতে এগিয়ে আসছে। কুতুবউদ্দিন আঁতকে উঠলেন, 'ও এখানে কী করে?' রফিক বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গতকাল রাতের ঘটনার পর আমিরের এখানে এভাবে আসার কথা না। কেন এসেছে? তাও ভরদুপুরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। কুতুবউদ্দিন চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'ও যেন বৈঠকখানায় যেতে না পারে। কেউ যেন না দেখে।' রফিক দ্রুত অন্য দরজা দিয়ে বের হয় আমিরকে আটকাতে, ততক্ষণে আমির বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে বৈঠকখানায়। উপস্থিত নেতা ও কর্মীরা আমিরকে দেখে অবাক হয়। কেউ কিছু বলার আগেই আমির হাতের কাচের বোতলটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে চুরমার করে দিল। ইতিমধ্যে কুতুবউদ্দিন নিচে নেমে এসেছে। রফিক এসে 10:26 দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। আমির চিৎকার করে কুতুবউদ্দিনকে বলল, 'চামচা দিয়ে হুমকি না পাঠিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস করুন।' কথা শেষ হবার আগেই হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল আমির। সে বিপর্যস্ত, নেশায় বুঁদ। কুতুবউদ্দিন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উপস্থিত জনতার

চেহারায় ফুটে উঠেছে বিস্ময়। কয়েকজন
কুতুবউদ্দিন ভীষণ বকাঝকা করলেন তাকে।আমিরকে সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে জানলেও বাকিরা আমিরের নারী ব্যবসা সম্পর্কে অবগত। তবে কুতুবউদ্দিন কি নিয়ে হুমকি দিল সেটা তারা জানে না। প্রত্যেকে প্রশ্নবোধক চাহনি নিয়ে কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাল।

প্রত্যেকে প্রশ্নবোধক চাহনি নিয়ে কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাল। কুতুবউদ্দিন দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, 'আমি শুধু বলেছি, আমার টাকা ফেরত দিতো নয়তো আমি পুলিশের কাছে যাব। এখানে হুমকির কিছু নেই। আমি শুধু আমার ন্যায্য চেয়েছি।'

আমির মেঝেতে ঢলে পড়েছে, কিছু একটা বিড়বিড় করছে। সকলে নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি করল। গুঞ্জন শুরু হলো চারপাশে। কী হচ্ছে এসব?

রফিক দুই জনকে নিয়ে আমিরকে ধরে দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যায়। কুতুবউদ্দিন পরিবেশ ঠান্ডা করার জন্য প্রথমে খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। চিন্তায় আলমগীরের কপালের রগ দপদপ করছে। আমির আর কুতুবউদ্দিনের দা-কুমড়ার সম্পর্ক। বিগত বছরগুলোতে কেউ কারো মুখ স্বেচ্ছায় দেখেনি। এতগুলো বছর পর আজ আমির একা ঢুকে গেল ওই বাড়িতে। ওরা যদি আমিরের কিছু করে!

রবিন অধৈর্য্য হয়ে বলল, 'ভাই কইলেই কিন্তু রফিক আর কুতুবরে এক মুহূর্তে উড়ায়া দিতে পারতাম। এতো ঝামেলার দরকার আছিল না।'

'একজন নেতাকে খুন করা এতো সহজ নয়।' আলমগীর ভেতরে যতটা না আতঙ্কিত, বাইরে ততটাই শান্ত।

রবিন বলল, 'ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাইয়া আসি আমি।'

অনেক চেষ্টা করেও আমিরকে স্বাভাবিক করা গেল না।

Kobitor.com

#পদ্মমির
#ইলমা_বেহেরোজ
পার্ট:২৩ এর ২য় খন্ড
অনেক চেষ্টা করেও আমিরকে স্বাভাবিক করা গেল না। তাকে পাহারা দিচ্ছে রফিক। সে সূক্ষ্ম চোখে আমিরকে পরখ করে ভাবছে, 'আমির নিশ্চয়ই কোনো ফন্দি এঁটেছে। ওর মতো ধূর্ত লো◌েক মাতলামোর জন্য এখানে আসতে পারে না।'

দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ। রফিক বলল, 'ভেতরে আসো।' পারভেজ উকি দিয়ে বলল, 'কয়েচ আইছে।

রফিক ভ্রুকুঞ্চন করল। কয়েচ তার চতুর্থ নম্বর রক্ষিতা ময়নার বাড়ির দারোয়ান। তার আগমনের কারণ কী?

রফিক ইশারা করলে কয়ো। ভেতরে আসে। আমির মেঝেতে ভিখারির মতো ঘুমাচ্ছে রফিক বলল, 'কেন এসেছ?"

কয়েচ নম্র কন্ঠে বলল, 'ময়না আপা আপনেরে যাইতে কইছে। আরো কইছে, অনেকদিন ধইরা যাইবেন যাইবেন কইরাও যান নাই তার বাড়িতে। আইজ যদি না যান সে পুলিশের কাছে যাইবে।'

রফিক দাঁতে দাঁত খিচে মনে মনে ময়নাকে গালি দিয়ে বলল, 'শালি মাতারি, আর কয়টা দিন যেতে দে, তোর হাল কী করি দেখবি। শকুনও তাকাবে না।'

মুখে বলল, 'ব্যস্ততার জন্য যেতে পারি না। আমি তার জন্য অনুতপ্ত। তুমি ময়নাকে বলো, আগামীকাল সকালে আমি যেভাবে হোক পৌঁছাবো।

মিটিং শেষ করে কুতুবউদ্দিন উপরে আসে। আমির তখন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে

ছিল। মাথায় চুল থেকে জল পড়ছে। নেশা তাড়াতে বালতির পর বালতি পানি ঢালা হয়েছে আমিরের মাথায়। তার হাতে সিগারেট, রফিকের থেকে চেয়ে নিয়েছে।

কুতুবউদ্দিন রুমে ঢুকেই গর্জে উঠলেন, 'তোর সাহস কত বড়া' আমিরের গলার শার্ট খামচে ধরে। টেনে তুললেন, 'এখন এখানে গেঁড়ে ফেললে কে বাঁচাবে?"

আমির দাঁত বের করে হাসল। ধীরে ধীরে ওর হাসি প্রশস্ত লাভ করল। যেন উম্মাদ হয়ে গেছে। রফিক কুতুবউদ্দিনকে
বাধা দিয়ে বলল, 'আমির সই করতে এসেছে।' পদ্মামর

কুতুবউদ্দিন কলার ছেড়ে অবাক চোখে রফিকের দিকে

তাকালেন। রফিক মাথা ঝাঁকাল। আমির তাকে এটাই বলেছে।

কুতুবউদ্দিন নিশ্চিত হতে বললেন, 'ইয়াকিশাফির সঙ্গে কাজের চুক্তি বাতিল করার জন্য সই করতে এসেছে?'

আমির ঠান্ডা সুরে বলল, 'আমি আমার বউকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই। তার জন্য যা দেতে হয় দেব।'

কুতুবউদ্দিন আমিরের দিকে তাকায়। আমির কী সত্যি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে? ভয় পেয়ে গেছে

না, যতক্ষণ সই না করছে বিশ্বাস করা যাবে না। রফিক দলিল আনতে যায়। ঘন্টা খানেকের মতো সময় লাগে দলিল আনতো৷ খানেকের মতো সময় লাগে দলিল আনতো কুতুবউদ্দিন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে আমিরের দিকে। এতো বড় চুক্তি বাতিল করবে শুধুমাত্র বউয়ের জন্য?

তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে আমির সই করে দিল।
বলল, 'বাকি যা যা চেয়েছেন, পেয়ে যাবেন। দুই তিন দিন সময় লাগবে। এই দুই-তিন দিনে কেউ আমার বাড়ির আশেপাশে যেন না যায়।'

শীতল কিন্তু ধারালো কণ্ঠ। তার চোখেমুখে কী যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, কুতুবউদ্দিন নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও সেটা ধরতে পারছেন না। আমির কী চাইছে? খালি চোখে যা সেটাই কী সত্য? নাকি অন্য। কিছু আছে। দেখছে

কুতুবউদ্দিন কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'ভালো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছো তুমি।

আমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ এটা দিয়ে তার শোধ তুলে নিলাম।'

আমির চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। অর্ডারটা শেষমেশ হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। ও প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়।

কখনো কখনো পিছিয়ে যেতে হয়, চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য।

গাড়িতে উঠেই সে ঘোষণা করল, 'কুতুবউদ্দিনের বাড়ির দারোয়ান উল্লাহ মিয়ার বাড়িতে খোঁজ নিতে হবে, বকুল নামে তার কোনো মেয়ে আছে কি না।'

কলম নিয়ে নোটপ্যাডে একটা ঠিকানা লিখল, 'যদি থাকে, উল্লাহকে তুলে নিয়ে এই ঠিকানায় যাবে।' আমির একটা কাগজ ধরিয়ে দিল আলমগীরের হাতে।মিয়ার বাড়িতে খোেজ নিতে হবে, নামে তার কোনো মেয়ে আছে কি না।'

কলম নিয়ে নোটপ্যাডে একটা ঠিকানা লিখল, 'যদি থাকে, উল্লাহকে তুলে নিয়ে এই ঠিকানায় যাবে।' আমির একটা কাগজ ধরিয়ে দিল আলমগীরের হাতে।

গোধুলি লগ্ন। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে সিঁদুর রাঙা মেঘ। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি, রাতে হতে পারে। পদ্মজা জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে। হাতে বিভূতি-ভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চাঁদের পাহাড় বইটি। আজ কিছুতেই বইয়ে মন মজছে না। সকাল থেকে ভুবনকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পদ্মজা চিন্তিত। এমনকি তার কাপড়চোপড়ও নেই বাড়িতে। এতিম ছেলেটা কোথায় গেল? আমির না আসা অবধি কিছু জানতেও পারবে না। আজ এতো দেরি করছে!

চলবে।

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মমির পার্ট -২৩+২৪+২৫

ইলমা বেহেরোজ

গিয়ে গা ধুয়ে পরনের শার্ট প্যান্ট জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। যেখানে ফেলেছে জায়গাটা শুকতারার অভ্যন্তরের অংশ। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। দৌড়ে রুমে যায় লাশটা সরাতে। ততক্ষণে গান থেমে গেছে। আমির লাশ সরানোর জন্য যখনই উবু হবে তখনই পদশব্দ শোনা গেল। 10:26 পদ্মজা রুমে এসে দেখে আমির কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার চুল বেণি করা ছিল, এখন খোলা। শাঁড়ির আঁচল চিকন করে কাঁধে রাখা। হারিকেনের হলুদ আলোয় আমিরের শক্ত, আকর্ষণীয় কাঠামোর শরীর দেখে তার বুকে ঝড় উঠো কিছুক্ষণ আগে, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য নিজে থেকে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে এসে সে নিজের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খা টের পাচ্ছে। আমির মাঝেমধ্যেই শোবার আগে গোসল করে। তাই ব্যাপারটা অন্যভাবে নিল না। নিম্ন কণ্ঠে বলল, 'ঠান্ডার দিন রাতে গোসল করার কী দরকার ছিল?' আমির খালি হাতে চুলের পানি ঝেড়ে পদ্মজার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সতেজ লাগলে যদি কারো নজর পড়ে, সেই আশায় অধমের রাত্রি স্নান।' সে পদ্মজার কোমর চেপে ধরে নিজের কাছে টেনে আনল। আমির ভেবেছিল, পদ্মজা ঠান্ডা লেগে যাবে বলে চেঁচাবে, চুল মুছে দিবে, দ্রুত ঘুমাতে বলবে। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে পদ্মজা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আমিরের গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেল তারপর কণ্ঠমণিতে। অতল শিহরণে শিরশির করে উঠে আমির, পদ্মজার চোখের দিকে তাকায়। ওর দুটি চোখের তারায় স্পষ্ট, কাঙ্খিত মিলন। পদ্মজা পুনরায় চুমু খেল। আমির লাশ সরানোর অভিলাষকে একপাশে রেখে পদ্মজাকে পাজাকোলে নিতেই কনুই লেগে হারিকেন মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায় কাচ। তাতে দুজনের কেউই ভ্রুক্ষেপ করলপ্রাণের স্পন্দন, দেহের স্পন্দনকে সঙ্গী করে শয্যায় গমন করে দম্পতি। উত্তাল দুটি দেহ মিত্রতা করে তীব্র ভালোবাসার আলিঙ্গনে। তাদের অভিসাস দেখে বোঝার জো নেই, বধর দেহে মগ্ন থাকা পরুষ মানুষটিকিছুক্ষণ আগে একটি হত্যা করেছে এবং লাশটি তাদের শয্যার খাটের নিচেই নিথর হয়ে পড়ে আছে।

আরেকবার ভেবে দেখ, ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হবে?" আমির জবাব না দিয়ে সামনে চলে গেল। পেছন থেকে রবিন বলল, 'ভাইয়ের পরিকল্পনাড়া কী? আলমগীর আনমনা হয়ে বলল, 'জানি না।' গতকাল রাতে যা ঘটেছে এরপর আর ঘরে বসে থাকার মানুষ নয় আমির। সে কোনো পরিকল্পনা নিশ্চয়ই করেছে কিন্তু কাউকে বলছে না। আমিরকে এভাবে চুপ হয়ে যেতে দেখলে আলমগীরের দুশ্চিন্তা হয়। এমপি কুতুবউদ্দিনের বারিধারা বাড়িতে নেতারা একত্রিভ হয়েছে গোপন রাজনৈতিক মিটিং করার জন্য। কুতুবউদ্দিন তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। গলার স্বর বাড়িয়ে কাউকে বললেন, 'আমার জুতা জোড়া কোথায়? এখানে রাখা হয়নি কেন?" বাড়ির কাজের মেয়ে বকুল অন্তদন্ত হয়ে জুতা নিয়ে আসল। জুতার উপরিভাগে যালু দেখতে পেয়ে
বকুল ভয়ে বিচলিত হয়ে বের হতে গেলে রফিকের সাথে ধাক্কা খায়। রফিক রেগেমেগে একটা গালি দেয়। বকুলের চোখে অশ্রু জমে। আবেগ লুকোতে দৌড়ে অন্যদিকে চলে যায়। এই বাড়ির সবকটা মানুষ বদমেজাজি আর নিষ্ঠুর। তার ভালো লাগে না এখানে। রফিক রুমে প্রবেশ করে তাড়া দিল, 'সবাই অপেক্ষা করছে। আমাদের এখুনি যেতে হবে।' কুতুবউদ্দিন একটা কাচের ছোট বোতল এগিয়ে দিয়ে বললেন, আণটা কেমন?' দুবাই থেকে আসা সুগন্ধির ঘ্রাণ এঁকে রফিক জানাল, 'চমৎকার। চারপাশ মৌ মৌ করছে।' কুতুবউদ্দিন খুশিতে গদগদ হয়ে গেলেন। সুগন্ধি সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা দুটোই তার প্রধান শখ। বিভিন্ন দেশের, বর‍্যান্ডের সুগন্ধি তার সংগ্রহে

রয়েছে। পোশাকে সুগন্ধি মেখে নিচ তলায় যাবার পথে বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন, আমির বাড়ির গেইটের ভেতর ঢুকছে। তার হাতে মদের বোতল, চলতে চলতে এগিয়ে আসছে। কুতুবউদ্দিন আঁতকে উঠলেন, 'ও এখানে কী করে?' রফিক বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গতকাল রাতের ঘটনার পর আমিরের এখানে এভাবে আসার কথা না। কেন এসেছে? তাও ভরদুপুরে নেশাগ্রস্ত অবস্থায়। কুতুবউদ্দিন চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'ও যেন বৈঠকখানায় যেতে না পারে। কেউ যেন না দেখে।' রফিক দ্রুত অন্য দরজা দিয়ে বের হয় আমিরকে আটকাতে, ততক্ষণে আমির বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়ে ঢুকে পড়েছে বৈঠকখানায়। উপস্থিত নেতা ও কর্মীরা আমিরকে দেখে অবাক হয়। কেউ কিছু বলার আগেই আমির হাতের কাচের বোতলটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে চুরমার করে দিল। ইতিমধ্যে কুতুবউদ্দিন নিচে নেমে এসেছে। রফিক এসে 10:26 দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। আমির চিৎকার করে কুতুবউদ্দিনকে বলল, 'চামচা দিয়ে হুমকি না পাঠিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস করুন।' কথা শেষ হবার আগেই হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল আমির। সে বিপর্যস্ত, নেশায় বুঁদ। কুতুবউদ্দিন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। উপস্থিত জনতার

চেহারায় ফুটে উঠেছে বিস্ময়। কয়েকজন
কুতুবউদ্দিন ভীষণ বকাঝকা করলেন তাকে।আমিরকে সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে জানলেও বাকিরা আমিরের নারী ব্যবসা সম্পর্কে অবগত। তবে কুতুবউদ্দিন কি নিয়ে হুমকি দিল সেটা তারা জানে না। প্রত্যেকে প্রশ্নবোধক চাহনি নিয়ে কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাল।

প্রত্যেকে প্রশ্নবোধক চাহনি নিয়ে কুতুবউদ্দিনের দিকে তাকাল। কুতুবউদ্দিন দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, 'আমি শুধু বলেছি, আমার টাকা ফেরত দিতো নয়তো আমি পুলিশের কাছে যাব। এখানে হুমকির কিছু নেই। আমি শুধু আমার ন্যায্য চেয়েছি।'

আমির মেঝেতে ঢলে পড়েছে, কিছু একটা বিড়বিড় করছে। সকলে নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি করল। গুঞ্জন শুরু হলো চারপাশে। কী হচ্ছে এসব?

রফিক দুই জনকে নিয়ে আমিরকে ধরে দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যায়। কুতুবউদ্দিন পরিবেশ ঠান্ডা করার জন্য প্রথমে খাবার পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। চিন্তায় আলমগীরের কপালের রগ দপদপ করছে। আমির আর কুতুবউদ্দিনের দা-কুমড়ার সম্পর্ক। বিগত বছরগুলোতে কেউ কারো মুখ স্বেচ্ছায় দেখেনি। এতগুলো বছর পর আজ আমির একা ঢুকে গেল ওই বাড়িতে। ওরা যদি আমিরের কিছু করে!

রবিন অধৈর্য্য হয়ে বলল, 'ভাই কইলেই কিন্তু রফিক আর কুতুবরে এক মুহূর্তে উড়ায়া দিতে পারতাম। এতো ঝামেলার দরকার আছিল না।'

'একজন নেতাকে খুন করা এতো সহজ নয়।' আলমগীর ভেতরে যতটা না আতঙ্কিত, বাইরে ততটাই শান্ত।

রবিন বলল, 'ক্ষুধা লাগছে, কিছু খাইয়া আসি আমি।'

অনেক চেষ্টা করেও আমিরকে স্বাভাবিক করা গেল না।
চলবে,,,,,,

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

#পদ্মমির# পার্ট - ২৪
ইলমা বেহেরোজ

অনেক চেষ্টা করেও আমির কে স্বাভাবিক করা গেলনা।
নিশ্চয়ই কোনো ফন্দি এঁটেছে। ওর মতো ধূর্ত লোক মাতলামোর জন্য এখানে আসতে পারে না।' দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ। রফিক বলল, 'ভেতরে আসো।' পারভেজ উকি দিয়ে বলল, 'কয়েচ আইছে। রফিক ভ্রূকুঞ্চন করল। কয়েচ তার চতুর্থ নম্বর রক্ষিতা ময়নার বাড়ির দারোয়ান। তার আগমনের কারণ কী? রফিক ইশারা করলে কয়ো। ভেতরে আসে। আমির মেঝেতে ভিখারির মতো ঘুমাচ্ছে। রফিক বলল, 'কেন এসেছ?" কয়েচ নম্র কণ্ঠে বলল, 'ময়না আপা আপনেরে যাইতে কইছে। আরো কইছে, অনেকদিন ধইরা যাইবেন যাইবেন কইরাও যান নাই তার বাড়িতে। আইজ যদি না যান সে পুলিশের কাছে যাইবে।' রফিক দাঁতে দাঁত খিচে মনে মনে ময়নাকে গালি দিয়ে বলল, 'শালি মাতারি, আর কয়টা দিন যেতে দে, তোর হাল কী করি দেখবি। শকুনও তাকাবে না।' মুখে বলল, 'ব্যস্ততার জন্য যেতে পারি না। আমি তার জন্য অনুতপ্ত। তুমি ময়নাকে বলো, আগামীকাল সকালে আমি যেভাবে হোক পৌঁছাব।' মিটিং শেষ করে কুতুবউদ্দিন উপরে আসে। আমির তখন দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল। মাথায় চুল থেকে জল পড়ছে। নেশা তাড়াতে বালতির পর বালতি পানি ঢালা হয়েছে আমিরের মাথায়। তার হাতে সিগারেট, রফিকের থেকে চেয়ে নিয়েছে। কুতুবউদ্দিন রুমে ঢুকেই গর্জে উঠলেন, 'তোর সাহস কত বড়া' আমিরের গলার শার্ট খামচে ধরে। টেনে তুললেন, 'এখন এখানে গেঁড়ে ফেললে কে বাঁচাবে?" আমির দাঁত বের করে হাসল। ধীরে ধীরে ওর হাসি প্রশস্ত লাভ করল। যেন উম্মাদ হয়ে গেছে। রফিক কুতুবউদ্দিনকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমির সই করতে এসেছে।' কুতুবউদ্দিন কলার ছেড়ে অবাক চোখে রফিকের দিকে তাকালেন। রফিক মাথা ঝাঁকাল। আমির তাকে এটাই বলেছে। কুতুবউদ্দিন নিশ্চিত হতে বললেন, 'ইয়াকিশাফির সঙ্গে কাজের চুক্তি বাতিল করার জন্য সই করতে এসেছে?' আমির ঠান্ডা সুরে বলল, 'আমি আমার বউকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই। তার জন্য যা দেতে হয় দেব।' কুতুবউদ্দিন আমিরের দিকে তাকায়। আমির কী সত্যি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে? ভয় পেয়ে গেছে? না, যতক্ষণ সই না করছে বিশ্বাস করা যাবে না। রফিক দলিল আনতে যায়। ঘন্টা খানেকের মতো সময় লাগে দলিল আনতো কুতুবউদ্দিন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে আমিরের দিকে। এতো বড় চুক্তি বাতিল করবে শুধুমাত্র বউয়ের জন্য? তাদেরকে বিস্মিত করে দিয়ে আমির সই করে দিল। বলল, 'বাকি যা যা চেয়েছেন, পেয়ে যাবেন। দুই তিন দিন সময় লাগবে। এই দুই-তিন দিনে কেউ আমার বাড়ির আশেপাশে যেন না যায়।' শীতল কিন্তু ধারালো কণ্ঠ। তার চোখেমুখে কী যেন ছুটে বেড়াচ্ছে, কুতুবউদ্দিন নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও সেটা ধরতে পারছেন না। আমির কী চাইছে? খালি চোখে যা সেটাই কী সত্য? নাকি অন্য। কিছু আছে। দেখছে কুতুবউদ্দিন কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি। আমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ এটা দিয়ে তার শোধ তুলে নিলাম।' আমির চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। অর্ডারটা শেষমেশ হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। ও প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। কখনো কখনো পিছিয়ে যেতে হয়, চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য। গাড়িতে উঠেই সে ঘোষণা করল, 'কুতুবউদ্দিনের বাড়ির দারোয়ান উল্লাহ মিয়ার বাড়িতে খোঁজ নিতে হবে, বকুল নামে তার কোনো মেয়ে আছে কি না।' কলম নিয়ে নোটপ্যাডে একটা ঠিকানা লিখল, 'যদি থাকে, উল্লাহকে তুলে নিয়ে এই ঠিকানায় যাবে।' আমির একটা কাগজ ধরিয়ে দিল আলমগীরের হাতে।

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

গোধুলি লগ্ন। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে সিঁদুর রাঙা মেঘ। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি, রাতে হতে পারে। পদ্মজা জানালা দিয়ে আকাশ দেখছে। হাতে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চাঁদের পাহাড় বইটি। আজ কিছুতেই বইয়ে মন মজছে না। সকাল থেকে ভুবনকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পদ্মজা চিন্তিত। এমনকি তার কাপড়চোপড়ও নেই বাড়িতে। এতিম ছেলেটা কোথায় গেল? আমির না আসা অবধি কিছু জানতেও পারবে না। আজ এতো দেরি করছে!

চলবে,,,,

পদ্মমির ২৫
ইলমা বেহেরোজ

আপনি নিশ্চিত কিছু হবে না?' সে বিচলিত।

ডাক্তার আমিরকে আশ্বস্ত করল, কিছু হবে না। প্রথম যে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, তিনিও ঘুমের ঔষধ দিতে চাননি। আমির চেনা ডাক্তার থেকে ঘুমের ঔষধ এনেছিল। গতকাল পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়াতে আবার ঘুমের ঔষধ দিতে হয়েছে। এরপর থেকেই সে দুশ্চিন্তায় আছে। এখন নিশ্চিত হলো। এমন পরিস্থিতি আর আসতে দিবে না, যাতে পদ্মজার সামান্য ক্ষতিরও ঝুঁকি নিতে হয়।

রাত নয়টায় মুজ্জা কলোনিতে ঢুকতেই জাদতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। আমির কিছু ফলমূল দেয় তার হাতে।

জাদও সন্ধ্যার ঘটনা খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারল না। আমিরই প্রশ্ন করল, 'কিছু হয়েছে?''

জাদও সন্ধ্যার ঘটনা পুরোপুরি খুলে বলার পূর্বেই, আংশিক শুনে আমির উলটো দিকে দৌড়াতে থাকে।

মুজ্জা কলোনির বেশ কয়েকজন শুকতারায় রয়ে গেছে। সন্ধ্যার ঘটনা সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তারা পদ্মজাকে একা রেখে যাচ্ছে না। এতো রাত হওয়ার পরও আমির না ফেরায়, পদ্মজা শুকতারা থেকে বেরিয়ে পড়ে। গেইটের সামনে আসতেই দেখতে পায় আমির উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে।

পদ্মজার পরনে বোরকা, নিকাব। সে নিকাব তুলল।

আমির ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছো তুমি?' ভয়ানক চমকে উঠল পদ্মজা। বিজলির গতিতে এসে জড়িয়ে ধরেছে আমির! তার কণ্ঠ শুনে আনন্দে বুক ভরে গেল। গভীর আবেগ আর ভালোবাসায় আমিরকে

জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক আছি।'

আমিরের চোখে ভেসে উঠে, অপহরণকারীরা কীভাবে পদ্মজাকে বস্তায় ভরেছিল। দলিলে সই করে দেয়ার পরও ওরা এরকম একটা কাজ করল! রাগে-ক্ষোভে জ্বলে উঠে আমিরের বুকের ভেতরটা।

সে পদ্মজার কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'কসম তোমার, দ্রুত
সব ঠিক করব। আমরা বাড়ি ফিরে যাব।'

রাতে খেতে বসলে পদ্মজা বলল, 'ভুবন সারাদিন বাসায় আসেনি। ওর কোনো খোঁজখবর পেলেন?"

'ও এরকমই। বেশিদিন কোথাও থাকে না। হুট করে যা মন চায় করে ফেলে। ও নাকি গ্রামে চলে গেছে।'

'সুরুজ ভাই বলেছে?"

'হু। চিন্তা করো না। ও এরকমই।'

পদ্মজার মন খারাপ হয়। এতো আদর করল তাও ভুবন চলে গেল! আমির আড়চোখে পদ্মজাকে দেখে।

পদ্মজা ঘুমাবার পর সে ভুবনকে সরিয়ে দেয়ার জন্য নিচে নেমেছিল। কিন্তু রুমে গিয়ে দেখে এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। সামনে লাশ নিয়ে ভুবন থরথর করে কাঁপছে।

শুকতারায় রাতে দুজন লোক ঢুকেছিল। একজন আগে, আরেকজন পরে। শেষে যে ঢুকেছিল তাকে ভুবন মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করে খুন করেছে। লোকটার হাতে অস্ত্র দেখে পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে যায় ভুবনের। বোনের হত্যা চোখের পর্দায় ছুটতে থাকে। পদ্মজাকেও কেউ খুন করতে এসেছে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই সে এলোমেলো হয়ে পড়ে। ডিসওর্ডারের প্রভাব শুরু হয়। সামনে কুড়াল পেয়ে তা দিয়েই আঘাত করে বসে গুপ্তঘাতককে। আমির ভুবনের পাশে বসে, তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে।

বাইরে তখন তারস্বরে ঝিঁঝি ডাকছিল। আমির ফিসফিসিয়ে বলে, 'ভয় পাস না, ভয় পাস না। কাউকে এ কথা বলব না, কেউ জানবে না।'

ভুবন একটি হত্যার বিনিময়ে নিজের জীবন রক্ষা করেছে। রাতেই পুলিশের ভয় দেখিয়ে, পুলিশ থেকে বাঁচানোর আশ্বাস দিয়ে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হয় ভুবনকে। এই গল্প কখনো পদ্মজা জানতে পারবে না।
আমির পদ্মজাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানায়, পুলিশ গুপ্তঘাতকের পরিচয় শনাক্ত করেছে। এবার ধরার পালা। তারপর তারা বাড়ি ফিরে যাবে। এ কথা শুনে, পদ্মজা ভীষণ খুশি হয়। গুপ্তঘাতককের পরিচয় জানার ইচ্ছে প্রকাশ করে। আমির আরেকটি গল্প বানায়। তা অন্ধের মতো বিশ্বাস করে পদ্মজা।

বাতাসের ধাক্কায় হাট করে খুলে যায় জানালা। রফিক ধড়ফড় করে উঠে বসে। জানালা লাগাতে গিয়ে দেখে আকাশে দিশাহীন কালো মেঘের ওড়াউড়ি। আলগা আলগা দখিনা বাতাস। বিছানা থেকে অর্ধনগ্ন জুনি জড়ানো পলায়

শুধায়, 'উঠলে কেন?' রফিক বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ছুঁড়ে দিল কথা, 'রাতটা যে থেকেছি সেটাই তোমার কপাল।'

সকাল সকাল এরকম আচরণ পেয়ে জুনির মুখজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিষন্নতা। সে রফিকের তৃতীয় স্ত্রী। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, চোখের। মণি কালো, স্বাস্থ্যবতী। স্বাস্থ্য অত্যাধিক বেড়ে যাবার পর থেকে রফিকের সাথে তার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। এ নিয়ে রফিক সবসময় খোঁটা দেয়, অসন্তুটি প্রকাশ করে।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ঝড়ো হাওয়া শুরু হয়। রফিক অপেক্ষা করে। বাতাসের গতি কমতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ময়নার বাড়ির উদ্দেশ্যে। পাঁচজন স্ত্রী আর তিনজন রক্ষিতা নিয়ে তার জীবন। এদের মান-অভিমান, ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে করতে কাহিল হয়ে ভেবেছিল, আর কখনো কোনো নায়ীক সংস্পর্শে যাবে না। কিন্তু পদ্মজাকে দেখার পর থেকে সব স্ত্রী-রক্ষিতার,,,,,,

চলবে,,,,,,

পদ্মমির ২৬+২৭+২৮

ইলমা বেহেরোজ

বিনিময়েও পদ্মজাকে অন্তত এক রাত কাছে পাবার বাসনা জেগেছে মনে। পদ্মজাকে নিয়ে নষ্ট সব চিত্র ঘুরে বেড়ায় মানসপটে। আমির চুক্তি বাতিল করার আগে লোকদের পাঠিয়েছিল পদ্মজাকে তুলে আনতে। কিন্তু আমির হুট করে গুটি পাল্টে দিল। যেহেতু আমির ইয়াকিশাফির সঙ্গে করা চুক্তি বাতিল করেছে তাই এই মুহূর্তে নতুন পদক্ষেপ না নেয়াটাই উত্তম বলে মনে হচ্ছে রফিকের। কিছুদিন যাক, তারপর পদ্মজাকে যেভাবে হোক তুলে আনবে - মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রফিক। অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে একটা হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে সকালের নাস্তা সাড়ল সে। যখন পুনরায় গাড়িতে উঠে তখন আকাশের মেঘ নিংড়ে ঝরতে শুরু করেছে ধরনীতে। এদিকের রাস্তা ভাঙা। একপাশে নদী, অন্যপাশে এবড়োখেবড়ো বিস্তৃত ক্ষেত। রাস্তা খাড়া থেকে ঢালু হচ্ছে। গাড়ির গতি কমাতে ব্রেকে পায়ের চাপ দিল রফিক। কাজ করছে না রেক! আবার ব্রেকে চাপ দিল। গাড়ির গতি বাড়ছে! বুক কেঁপে উঠল তার। সামনে তাকিয়ে দেখে একটা বাস আসছে। রফিকের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আগের চেয়ে জোরে ছুটছে গাড়ি, প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। বার বার ব্রেক চাপল সে, কাজ হলো না। গাড়ির উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তার। কে ব্রেক নষ্ট করল? প্রথমে চোখের পর্দায় ভেসে উঠল আমিরের মুখ! বাসের ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়িটিকে এগোতে দেখে ভড়কে যায়। দ্রুত মোড় পরিবর্তন করে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। কিছু দূর এসে বাস থামিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়। যাত্রীরাও সেদিকে তাকাল। তাদের

চোখের সামনে রোলার কোস্টারের মতো ছুটতে থাকা গাড়িটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে নদীতে। ঝড়ো হাওয়া আর বজ্রপাতের বিকট শব্দে প্রত্যেকের বুকের ভেতর শুরু হয় কম্পন। তাই আর কেউ ওদিকে পা বাড়াল না। বাসটি নিজের গন্তব্যের দিকে ছুটতে শুরু করল।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বসে কিছু দলিলপত্র দেখছিলেন কুতুবউদ্দিন। সকাল থেকে তার তার মেজাজ বিগড়ে আছে। প্রথমে শুনলেন, বকুল বাড়িতে নেই। বাড়িতে পাঁচ জন কাজের মহিলা থাকা সত্ত্বেও বকুলকে রাখা হয়েছিল, তার ব্যক্তিগত সব কাজের জন্য। বকুলের হাতের চা কুতুবউদ্দিনের দিনকে সুন্দর করে। এতো ভালো চা যে কী করে বানায় এই মেয়ে ভেবে পান না তিনি। বেশ কয়েকবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখেছেন, বকুল কীভাবে চা তৈরি করে। অন্যরা যেভাবে বানায় সেভাবেই, অথচ স্বাদটা আলাদা হয়! তাই স্বাভাবিকভাবেই বকুলের হাতের চা না পেয়ে সকালটা মন্দ হয়ে উঠে। স্ত্রীর কাছে শুনেছেন, মাঝরাতে বকুলের বাবা উল্লাহ এসে মেয়েকে নিয়ে গেছেন। তার স্ত্রী নাকি খুব অসুস্থ। সারাক্ষণ, মেয়ে মেয়ে করছে। এদিকে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হবার কথা ছিল। আবহাওয়ার কারণে সেটা বাতিল করতে হয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক হয়েছে। দিনটা বড় অলক্ষুণে! কিছুই ঠিকঠাক যাচ্ছে না। টেলিফোন বাজছে। কুতুবউদ্দিন এতে বিরক্তবোধ করলেন। গজগজ করতে টেলিফোন কানে তুললেন, 'কে বলছেন?' ওপাশ একটা চেনা স্বর বলল, 'স্যার, আমি পারভেজ। আপনার ছেলে হামজাকে পাওয়া গেছে।' কুতুবউদ্দিন চমকে উঠলেন। হামজা পলাতক: অনেকের সন্দেহ কুতুবউদ্দিন হয়তো নিজের ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আদৌ তা সত্য নয়। হামজাকে পুলিশ গ্রেফতার করার পূর্বে কুতুবউদ্দিনের সাথে তার বাকবিতণ্ডা হয়। সেই অভিমান থেকে জেল থেকে পালানোর পরও বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কুতুবউদ্দিন চারিদিকে লোক লাগিয়েছেন, ছেলেকে খুঁজে বের করতে। খুঁজে পেলে দেশ থেকে নিরাপদে বের করে দিবেন। 51% তিনি চারপাশ দেখে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কোথায়... কোথায় আছে আমার ছেলে?' 'মুর্শিদি জঙ্গলের লোহার গম্বুজে।' এটা শুনে কুতুবউদ্দিনের পা থেকে মাথার তালু অবধি কেঁপে উঠল। এই লোহার গম্বুজকে ঘিরে রয়েছে এক গুপ্ত সৃস্মৃতি, তার প্রথম হত্যার স্মৃতি! তখন কুতুবউদ্দিনের বাইশ বছর, বেকার। তার বড় ভাই কাসেম ছিল দেশের একজন স্বনামধন্য মন্ত্রী। তার সামনে- পেছনে, ডানে-বামে ছিল শত্রুর মেলা। কুতুবউদ্দিন ক্ষমতার লোভে পড়ে বিপক্ষ দলের চক্রান্তে জড়িয়ে নিজের হাতে লোহার গম্বুজে পুড়িয়ে মেরেছিলেন কাসেমকে। তার হাতে হত্যার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু কোথায় হত্যা করেছে তা কাউকে কখনো বলেননি। তাহলে হামজা কী করে ওই গম্বুজে গেল? ওপাশ থেকে পারভেজ বলল, 'হামজা রাতে এখান থেকে চলে যাবে। তার সঙ্গে আরো দুজন আছে।' কুতুবউদ্দিন কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল। তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন, হামজা কী কাকতালীয়ভাবে ওখানে পৌঁছাল? নাকি এর পিছনে অন্য কারণ আছে? ভেবে কোনো কূল কিনারা মিলল না। বুকে একটা সূচ ক্রমাগত আঘাত করছে যেন। কাসেম নিখোঁজের তদন্ত এখনো চলছে। কেউ যদি জেনে যায় তাহলে কী হবে? কুতুবউদ্দিন জানে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। ওই গম্বুজে গেলেও কেউ প্রমাণ পাবে না। তবুও তিনি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বস্ত তিনজনকে নিয়ে কুতুবউদ্দিন রওনা হোন লোহার গম্বুজের উদ্দেশ্যে চলার পথ শেষ হচ্ছে না। আঁকাবাঁকা রাস্তা আর বৃষ্টির জন্য গাড়ির গতি বাড়ানোও সম্ভব নয়। কুতুবউদ্দিনের বুকে দুরুদুরু কাঁপুনি।

চলবে,,,

পদ্মমির ২৭
ইলমা বেহেরোজ

কেনো এই কাঁপুনি তিনি জানেন না। ছেলের জন্য মন ছুটে চলছে আবার কোথাও যেন মনে হচ্ছে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। তিনি দ্বিধান্বিত। গন্তব্য আর চলার মধ্যে কোথাও যেন একটা টানাপোড়েন চলছে তার মাঝে। সে টানাপোড়েন শেষ পর্যন্ত চলার গতিতে কোনো ব্যঘাত ঘটাতে পারেনি। জঙ্গলের গভীরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি থেমে যায়, সন্ধ্যে হয়ে আসে। বাকি পথ হেঁটে পৌঁছালেন লোহার গম্বুজের সামনে। চারপাশ দেখে নিলেন এক পলক। বাহিরে এক স্থানে পঁড়িতে শার্ট টানানো বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ছেলেটা বড্ড খামখেয়ালি! কতদিন ধরে আছে এখানে? জঙ্গল থেকে অজানা পাখির ডাক ভেসে আসছে। চারপাশ বড় নির্জন। লোহার গম্বুজে কোনো জানালা নেই, একটামাত্র দরজা। তিনি একজনকে বাহিরে রেখে বাকি দুজনকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। নাকে এসে লাগে পেট্রোলের ঘ্রাণ। একটা অস্বস্তি হয় গায়ে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তিনি নরম সুরে ডাকলেন, 'হামজা... হামজা?' কোনো সাড়াশব্দ নেই। গম্বুজের ভেতর একটি ছোট ঘর আছে। কুতুবউদ্দিন গরটিতে ঢুকে দেখলেন একপাশে হারিকেন জ্বলছে। মৃদু আলোয় তারা একজনকে আবিষ্কার করল। দেয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছে কেউ। কুতুবউদ্দিন টর্চ জ্বালিয়ে ডাকতে ডাকতে সেদিকে গেলেন, 'হামলা, কথা বলছিস না' কথাটি শেষ করার পূর্বেই চেয়ারে বসে থাকা মানুষটির মুখ দেখে চমকে উঠলেন তিনি। অস্‌ফুটস্বরে বললেন, পারভেজ।' গলা কেটে হত্যা করে চেয়ারে বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকো তিন ঘন্টা আগেই না কথা হলো। ব্যাপারটা ধরতে ধরতে ঘরের বাহির থেকে তীব্র আলো ভেসে আসে। তিনি দৌড়ে ঘর থেকে বের হলেন। চারপাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। গম্বুজ থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই একটি দীর্ঘদেহী মানব ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। মানবটির মুখ এক পলক দেখে যা বোঝার বুঝে গেলেন কুতুবউদ্দিন। সেইসঙ্গে হঠাৎ করেই মনে পড়ল, এই লোহার গম্বুজ সম্পর্কে একজন জানত। সে হচ্ছে বাড়ির পুরনো দারোয়ান উল্লাহ! কিন্তু ততক্ষণে সময় ফুরিয়ে গেছে। যেভাবে ষড়যন্ত্র করে নিজের ভাইকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। এই মৃত্যুর খবর কেউ জানবে না। হাজার চেষ্টা করেও সেখান থেকে বের হতে পারলেন না কুতুবউদ্দিন। তার করা বিকট চিৎকারে আঁতকে উঠে জঙ্গলের জীব ও কীটপতঙ্গরা।

পদ্মজা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ জুড়ে অভিমান। আমিত্র এখনো বাড়ি ফিরেনি। বিকেলে অফিসের পিওন এসে বলে গিয়েছিল, 'স্যার বলেছেন, আজ ফিরতে দেরি হবে।' কেন ফিরতে দেরি হবে তা জানায়নি। পদ্মজা অভিমানী হয়ে ভাবছে, 'গতকাল আমার সঙ্গে ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেল তবুও আজ সারাদিন উনি বাইরে থাকলেন, রাতে ফিরতেও এতো দেরি করছেন। আমাকে নিয়ে কী চিন্তা নেই? অচেনা একটা এলাকায় একা ফেলে রাখতে পারল? আমার থেকে বেশি কাজটাই বড় হয়ে গেল?'

চলবে,,,,

পদ্মমির ২৮
ইলমা বেহেরোজ

তার চোখে টলটল করে উঠল জল। আগে তবুও ভুবন ছিল। এখন সে একেবারে একা হয়ে গেছে। সারাদিন কত বৃষ্টি হলো, বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো পুরোটা সময় একা থাকতে হয়েছে। না, সে ভয় পায় না। কিন্তু একা একটা বাড়িতে থাকতে কী ভালো লাগে?

মনের ভেতর কত কথা ঘুরে বেড়ায়। একা থাকলেই পারিজার মৃত্যু আর হেমলতার মৃত্যু তাকে পোড়ায়। ভাইবোনদের খুব মনে পড়ে। পারিজার খুনিকে খুঁজে না পাওয়ার আক্ষেপে হৃদয়ে তোলপাড় বয়ে যায়।

পদ্মজা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আজ আসুক... আসুক শুধু।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমিরকে দেখা গেল। সে বাড়ির ভেতর ঢুকছে। পদ্মজা স্যান্ডেল নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আমির আসতেই গুমোট মুখে স্যান্ডেল জোড়া এগিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। আমির বাসায় ফিরেই প্রতিদিন গোসল করে অথবা গলা অবধি গা ভেজায়। ঠান্ডার দিন, এতো রাতে ঠান্ডা পানি দিয়ে গা ধুলে সর্দি-জ্বর হবে। পদ্মজা গরম পানি বসাল।

আমির জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে বলল, 'আজ খুব দেরি হয়ে গেল।'

পদ্মজা কিছু বলল না। সে রুম থেকে গামছা, ফতুয়া আর পায়জামা নিয়ে রেখে আসল গোসলখানায়। আমির পানি পান করতে করতে পদ্মজার ভাব-গতি দেখল। পদ্মজা যে আজ খুব ক্ষেপে আছে বোঝা যাচ্ছে!

কেন রেগে আছে বুঝতে পেরেও আমির নিষ্পাপ কন্ঠে বলল, 'কী? কিছু হয়েছে? মুখ গোমড়া কেন?'
সে শার্ট খুলে চেয়ারের উপর রাখল। পদ্মজা শার্ট নিয়ে বলল, 'কী হবে? কিছুই হয়নি।'

শার্ট ভেজা! পদ্মজা চোখ তুলে তাকাল, 'ভিজেছেন কেন? বিকেলের পর ভিজলে আপনার ঠান্ডা লেগে যায় জানেন না? জ্বর হলে তো শুয়ে থাকবেন, সব জ্বালা আমার উপর দিয়ে যায়।' গজগজ করতে করতে সে শার্ট নিয়ে বারান্দায় চলে যায়।

আমির হাঁচি দেয়। অনেকক্ষণ ধরে হাঁচি দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ঠান্ডা লেগে গেছে, মাথাটাও ব্যথা।

আমির চেয়ারে বসল। পদ্মজা উৎকণ্ঠা নিয়ে এসে তার কপালে হাত রেখে অনুভব করল, তীব্র উষ্ণতা! সে রীতিমতো ধমকে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলেন? ভিজেছেন কেন? জ্বর বাঁধিয়ে বসেছেন।'

'সন্ধ্যার দিকে বাড়িতেই ফিরছিলাম। ইমরানের বাবা মারা গেছে। জানাজায় গিয়েছিলাম।'

পদ্মজার চেহারা থেকে অভিমান সরে গিয়ে জায়গা নিল বিষণ্নতা। বিড়বিড় করে বলল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। কীভাবে মারা গেল? অসুখে?'

'ক্যান্সার ছিল। কিছুক্ষণ আগে জানাজা হয়েছে।'

আমির গোসলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই পদ্মজা বাধা দিল, 'গোসল করতে হবে না, জ্বর বাড়বে। আমি গরম পানি দিয়ে গা মুছে দিচ্ছি।'

'জানাজা থেকে এসেছি। গোসল করতে হবে না?'

আমির রান্নাঘরে গিয়ে গরম পানির পাতিল ধরলে, পদ্মজা বলল, 'আমি নিয়ে দিচ্ছি।'

'গায়ে পড়বে। আমি নিচ্ছি।'

সে গরম পানি নিয়ে গোসলখানায় চলে যায়।

পদ্মজা দ্রুত হাতে টেবিলে খাবার সাজায়। হারিকেনের আলো বাড়িয়ে দেয়। আমির গোসল সেড়ে টেবিলের পাশে দাঁড়াতেই পদ্মজা ঘুরে দাঁড়ায়। দুজন মুখোমুখি হয়।

আমির পদ্মজার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে বলল, 'আমার লক্ষ্য আর গন্তব্য দুটোই তুমি। যেখানেই যাই তোমার কাছেই ফিরে আসব।'

পদ্মজা ছোটার চেষ্টা করে বলল, 'বুঝেছি, ছাড়ুন।'

রান্নাঘরে শব্দ হতেই ওরা দুজন সেদিকে যায়। একটা বিড়াল। ঢুকেছে। আমির জিজ্ঞাসুক দৃষ্টিতে তাকাতেই পদ্মজা বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজছিল। তাই ঘরে এনেছি।'

'আবার একেবারে রেখে দিও না যেন।'

'রেখে দিলে কী হবে?'

'কুকুর-বিড়াল আমার পছন্দ নয়। তবুও রাখবে?'

পদ্মজা কিছু বলল না। আমিরের পছন্দ নয় বলে ও কখনো কোনো পশু পালার কথা ভাবেনি। দুজন একসঙ্গে খেতে বসল।

আমির বলল, 'তুমি চাইলে আমরা আগামীকাল ফিরব।' পদ্ম নীড়ে

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবল। বলল, 'আর দুইদিন থেকে যাই? বাড়িটার মায়ায় পড়ে গেছি।' আমির না করল না।

রাতে গা কাঁপিয়ে জ্বর এলো তার। পদ্মজা সারারাত জেগে জলপট্টি দেয়, সেবা করে। শেষ রাতে আমির ফিসফিস করে বলল, 'যদি আমি আগে মারা যাই, আমার আত্মা থেকে যাবে। তোমাকে রেখে কোথাও যাবে না।'

জ্বরের ঘোরে মানুষ কত কী বলে! তবুও পদ্মজার বুকে কাঁপন ধরে যায়। তার আগে আমিরের মৃত্যু হবে সে ভাবতেই পারে না। বুকের ব্যথা তীব্র আকারে বেড়ে যায়। সে আমিরের উষ্ণ ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, 'আমার আগে

আপনি কোথাও যাবেন না।'

সকালের দিকে আমিরের জ্বর কিছুটা কমে। বারান্দায় বসে সকালের চা পান করছিল আর পাখির ডাক শুনছিল। ভোরের সূর্যোদয় দেখেই পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সুরুজ বাজার-সদাই করে দিয়ে যায়। সেইসাথে বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'ভুবনটা হঠাৎ চলে যাবে ভাবিনি। আপনাদের বিপদে ফেলল। তাই আমিই বাজার করে নিয়ে আসলাম। পদ্মজা সুরুজকে অপেক্ষা করে খেয়ে যেতে বলে। খাওয়ার লোভ হলেও আমিরের ভয়ে সে চলে যায়।

'চায়ের কাপটা নিয়ে যাও।' আমিরের গলা।

পদ্মজা কাপ নিতে যাবে তখনই দরজায় শব্দ হলো। এই সময়ে কে আসল? পদ্মজাকে থামিয়ে আমির এগিয়ে গেল।

দরজা খুলে আমির অবাক হয়ে যায়। মজিদ আর আলমগীর দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজা মজিদকে দেখে দ্রুত মাথায় ঘোমটা টানল।

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মজিদের পা ছুঁয়ে সালাম করে।

পদ্মজা বলল,' কেমন আছেন আব্বা?'

মজিদ ভেতরে প্রবেশ করতে করতে গম্ভীর সুরে বললেন, 'ভালো। তাহলে এখানেই থাকছ তোমরা।'

আমির বলল, 'জি আব্বা।'

মজিদ আমিরকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'তোমাকে ওমন। লাগছে কেন? অসুস্থ? পদ্মজা, ওর কী হয়েছে?'

'জ্বর বাঁধিয়েছে আব্বা। বৃষ্টির মধ্যে গতকাল জানাজায় গিয়েছিলেন।'

'ডাক্তারের কাছে গিয়েছ? এখনের বৃষ্টি তো ভালো না। জ্বর সাড়ে না সহজে।'

আমির নম্র কণ্ঠে বলল, 'ফাক আব্বা। আপনি বসুন। পদ্মজা
রান্না বসাও। বাজার থেকে কিছু আনতে হবে?' 'না, না। সব আছে।'

মজিদ বাধা দিলেন, 'এতো তাড়াহুড়ো করো না। নাও মিষ্টিটা নাও। আমরা চলে যাব।'

পদ্মজা আঁতকে উঠল, 'সেকী! ছেলের কাছে এসেছেন, চলে যাবেন কেন?'

'ঢাকা আমার কাজ আছে। তোমাদের কথা শুনেছি, তাই দেখে গেলাম।'

'না, না আব্বা। এটা ঠিক না। এমন করছেন যেন পরের বাড়িতে এসেছেন। ছেলের বাড়িতে বাবা কখনো না খেয়ে যায়?'

'তোমরাই তো এখন বিপদে আছো।'

পদ্মজার জেদ, 'না আব্বা, আপনি থেকে যাবেন।'

'সেটা তো অসম্ভব। আমি কী-

পদ্মজা এগিয়ে আসল। অনুরোধ করে বলল, 'দয়া করে দুটো

দিন থেকে যানা আমার মা-বাবা কেউই তো নেই। কাকে এনে রাখব কাছে?'

মজিদ নিরুপায় হয়ে বললেন, 'এতো করে যখন বলছ, না থাকি কী করে?'

পদ্মজার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল, 'আম্মাকেও নিয়ে আসতেন। দুজন কিছুদিন আমার কাছে থাকতেন।'

'তোমার শ্বাশুড়ি এতো দূর আসার সাহস পায় না।'

মজিদ, আমির, রিদওয়ান গোল হয়ে ছাদে বসে আছে। রোদ নেই, বৃষ্টিও ষ্টিও নেই। চমৎকার পরিবেশ।

মজিদ বললেন, ইয়াকিশাফির চুক্তি বাতিল করা ঠিক হয়েছে?'

মজিদের আগমনে আমির বিরক্ত বোধ করছো তা তার চেহারায় ফুটে উঠেছে।

সে বলল, 'অকারণে কিছু করিনি।'

মজিদ বললেন, 'কারণটাই জানতে চাই।'

তার কাজের জন্য তার কাছেই কৈফিয়ত! কিন্তু আমির রাগল না। সে যদি শহরের রাজা হয়, মজিদ গ্রামের রাজা। নারী সংগ্রহের ৮০ শতাংশ কাজ মজিদের নিয়ন্ত্রণে হয়। তিনি এতোটাই ক্ষমতাধর, চাইলেই অলন্দপুর থেকে বেরিয়ে পুরো নেত্রকোনা জেলার প্রধান হতে পারেন। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়াও তার ক্ষমতা নেত্রকোনার সর্বত্র জুড়ে। মজিদকে ছাড়া আমির কিছু না, আমিরকে ছাড়া মজিদ কিছু না। বাপ-বেঠা দুজন দুজনার পরিপূরক। একজনের ধ্বংস হলে রাজত্ব অর্ধেক খসে যাবে।

মজিদ আবার বললেন, 'আমি শুনেছি কুতুবউদ্দিন মারা গেছে। চুক্তি বাতিল না করে এই পরিকল্পনা করা যেত না? তুমি কীভাবে কী করেছ? কী ভেবে করেছ?"

আমির ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে পদ্মজার উপস্থিতি দেখল। বলল, 'তাহলে পুরো ঘটনা বলতে হবে। আমি চুক্তি বাতিল করার উদ্দেশ্যে কুতুবউদ্দিনের বাড়িতে যাইনি। গিয়েছিলাম দুটো কারণে। প্রথমত, বোঝার জন্য, কে কে আমার আর পদ্মজার সম্পর্কে জানে। কিন্তু ওখানে থাকা নেতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়েছে এরা কিছু জানে না। দ্বিতীয় কারণ, বাড়ির ভেতরে কে কে থাকে দেখতে চেয়েছিলাম। আমার বাড়িন ভেতরের খবর প্রয়োজন ছিল। হামজা কোথায় আছে জানা দরকার ছিল। বাকিটা ভাগ্যের জন্য হয়েছে। যখন ওরা আমাকে নিয়ে ভেতরে যায়, একটা মেয়েকে দেখি। মেয়েটার চেহারা উল্লাহর মতো। সন্দেহ হয়, ও হয়তো উল্লাহর মেয়ে। উল্লাহকে আমি চিনি। উল্লাহর মাধ্যমে চাইলেই মেয়েটাকে বের করে আনা যাবে। জানা যাবে, ভেতরকার কথা। রফিক আর ওর রক্ষিতা ময়নার দারোয়ানের কথাতে বুঝতে পারি, রফিক পরদিন কোথার

যাবে। পরদিন সকালে ওর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে

থাকি। যখন ও বের হয়, পিছু ধরি। পথে ব্রেক নষ্ট করে দেহা যদি ব্রেক নষ্ট না করতে পারতাম তাহলে ওর সাথে ময়নার বাড়িতেই যেতাম। ওখানেই ওকে খুন করতাম। কিন্তু পথেই ও মারা গেছে। আর কুতুবউদ্দিনের ঘটনা বোধহয় জানেন। এখন আমি যদি সেদিন ওই বাড়ি থেকে এমনি এমনি বেরিয়ে যেতাম, ওরা সর্বক্ষণ সতর্ক থাকত। চুক্তি বাতিল করেছি বলেই ওরা ভেবে নিয়েছে, আমি দূর্বল হয়ে গেছি, হেরে গেছি। এটা জয়ী হবার একটা গুটি ছিল মাত্র।'

'তাই বলে এতো বড় ত্যাগ! চাইলেই অন্য পরিকল্পনা করা যেত। বছর শেষে নির্বাচন কত টাকা প্রয়োজন। দলের লোকরাও এখন টাকা বেশি চায়। এটা একদম ঠিক হয়নি।' আমিরের পদক্ষেপে মজিদ অসন্তুষ্ট।

আমিরের তাতে যায় আসে না। পদ্মজা কিছু জানার আগে সব শেষ হয়েছে এতেই সে খুশি। কিন্তু কেন যেন সেই খুশিটা পরিস্ফুট হচ্ছে না! সে দায়সারাভাবে বলল, 'তিনটে অর্ডার আছে। দুটো চার মাসে দিতে হবে। আরেকটার জন্য পাঁচ মাস হাতে।'

'টাকা দিয়েছে?'

'অর্ধেক। নিয়ে যাবেন।'

আলমগীর মনে করিয়ে দিল, 'কুয়েতের নূরস হান্নানের ভাই। সব টাকা এডভান্স করেছে।'

'ওই টাকা আমার দরকার আছে। কক্সবাজারে বাংলো করব।

চলবে,,,

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মামির ২৯+৩০+ শেষ পার্ট
ইলমা বেহেরোজ

ওই টাকা আমার দরকার আছে। কক্সবাজারে বাংলো করব।' বলেই ও নিচে নেমে যাচ্ছিল, আলমগীর পিছন থেকে বলল, 'রফিক মারা যায়নি।' আমির চমকে পিছনে তাকায়।

চোখ খুলেই প্রথমে ডাক্তারকে দেখতে পেল রফিক। নিজেকে আবিষ্কার করল একটি হাসপাতালের বিছানায়। ডাক্তার প্রশ্ন করল, 'দেখতে পাচ্ছেন রফিক সাহেব?' রফিক এক চোখে ঝাপসা দেখছে, অন্য চোখে অন্ধকার। তার মনে পড়ে গেল, দুর্ঘটনার কথা। এক চোখ কী নষ্ট হয়ে গেছে? ভেবেই আঁতকে উঠল সে, 'আমার ডান চোখে কী হয়েছে? কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?' 'আপনি একটি চোখ হারিয়েছেন।' রফিক হতবাক হয়ে গেল। কথাটি তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বিছানা থেকে নামতে চাইল। শরীরে কী অসহ্য বেদনা। হাতে, পায়ে, মাথায় ব্যান্ডেজ। ডাক্তার বলল, 'আপনার শরীরের উপর দিয়ে প্রচন্ড ধকল গেছে। এখন কোথাও যাবার চেষ্টা করবেন না, বিশ্রাম নিন।' 'আমি কতক্ষন ধরে এখানে?'' 'তিনদিন।' রফিক অবাক হলো। ডাক্তার বলল, 'আপনার স্ত্রী জুনি সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে ছিলেন, সেবা করেছেন। আজ বাড়ি গেছেন।' 'আর কেউ ছিল না?' 'পুলিশ ইন্সপেক্টর হাকিম সাহেব বেশ কয়েকবার এসে দেখে গেছেন।' রফিক ভাবছে, 'কুতুবউদ্দিন কী আসেনি তাকে দেখতে?'' জুনি ঢুকছে ঘরে। সে বলল, 'তিন দিন ধরে কুতুবউদ্দিন স্যার নিখোঁজ। পাওয়া যাচ্ছে না।' এমন ভয়ংকর কথা কখনো শুনেনি এমনভাবে তাকাল রফিক। জুনি বলল, 'হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তারপর আর খোঁজ মেলেনি।' রফিক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছো ভুনি রফিককে শুতে সাহায্য করল। রফিক ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। সে ভাবছে, কী হয়েছে তাদের সাথে? কুতুবউদ্দিন কী বেঁচে আছে? রফিক চোখ বুজল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। এই কাজ একমাত্র আমির করতে পারে। কিন্তু কীভাবে কী করেছে? কীভাবে পারল ও? বাসনকোসনের শব্দে চোখ মেলে চাইল সে। জুমি ট্রেতে করে খাবার নিয়ে এসেছে। হেসে বলল, 'খেয়ে নাও।' খাবার দেখেই রফিক বুঝতে পারল সে কতটা ক্ষুধার্ত। গপগপ করে খেয়ে শেষ করে সব খাবার। জুনি বলে, 'আস্তে খাও, গলায় খাবার আটকাবে।' রফিক খেয়ে আবেগঘন গলায় বলল, 'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি।' 'কেন?' 'এইযে, তিনদিন তুমি আমার সেবা করলে।' জুনি রফিকের গালে হাত বুলিয়ে বলল, 'আমার বরের সেবা আমি করব না তো কে করবে?' রফিক খুশি হয়ে জুনির হাতে চুমু খায়। পরদিন সকালে রুমে এসে ঢুকে ইন্সপেক্টর হাকিম। তাকে দেখে রফিক উঠে বসল। 'কেমন আছেন?' হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল হাকিম। রফিক হ্যান্ডশেক করে বলল, 'যে সবেমাত্র চোখ হারিয়েছে সে কী করে ভালো থাকবে?' 'ভাগ্যে যা ছিল হয়েছে। এটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ছিল। বাঁচবেন যে সেটা কেউ ভাবিনি। স্বয়ং আল্লাহ রক্ষা করেছেন।' 'এটা দুর্ঘটনা নয়, কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।' 'কেন এরকম মনে হচ্ছে?' 'আমি জানি।' 'সেরকম কোনো আলামত আমরা খুঁজে পাইনি।' 'দুর্ঘটনা নয় খুন। ওরা হয়তো আবার আমার উপর আক্রমণ করবে।' 'এটা শুধুমাত্র দূর্ঘটনা ছিল। আপনি ব্যালেন্স হারিয়েছিলেন।' প্রতিবাদ করে বলল হাকিম। রফিক আর কথা বাড়াল না। হাকিম সাহেব বলল, 'নিজের যত্ন নিন, আর চিন্তামুক্ত থাকুন। এখানে আপনি নিরাপদ।' রফিক মাথা ঝাঁকাল। হাকিম চলে যেতেই জুনি বলল, 'এটা সত্যি দূর্ঘটনা ছিল না?' রফিক কাতর স্বরে বলল, 'বিশ্বাস করো জুনি, আমি ব্যালেন্স হারাইনি। কেউ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।' 'আমি বিশ্বাস করি। তোমার ক্ষতি করার জন্য গতকাল দুজন লোক এখানে ঢুকেছিল।' এ কথা শুনে রফিক ভড়কে যায়। চিৎকার করে উঠে, 'তুমি এ কথা পুলিশকে বলোনি কেন?'' 'হাকিম সাহেব জানে। তবুও উনি ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন।' রফিক

বিড়বিড় করল, 'ওরা সব এক দলে...সব।' জুনি রফিকের মাথা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ভরসা দিল, 'আমি সবসময় তোমার পাশে আছি।' রফিকের হঠাৎ মনে হয় জানালার পাশ থেকে কেউ তাকিয়ে আছে। সে তাকাতেই মানুষটা সরে যায়। রফিক ভয়ে ঢোক গিলল। জুনিকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরা রাতেই এখান থেকে চলে যাব। নয়তো ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' 'তুমি এখনো সুস্থ হওনি।' রফিক জুনির হাত চেপে ধরে, অনুনয়ের চোখে তাকায়। ওর পাশে কেউ নেই। কুতুবউদ্দিন নিখোঁজ। হাসপাতালের পরিবেশ ঠিক লাগছে না। বাধ্য হয়ে জুনি রফিকের কথাতে সায় দিল। সেদিন রাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাউকে না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায় রফিক। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়ে ওরা। রফিকের গিটে, গিটে ব্যথা। যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠছে কলিজা। জুনি বলল, 'আমার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজো। ততক্ষণে পৌঁছে যাব আমরা।' জুনির স্নেহার্দ্র আচরণে রফিক মুগ্ধ। সে জুনির কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল। কখন ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না। চোখ খুলে পাশে জুনিকে দেখতে না পেয়ে রফিক জানালার বাইরে তাকাল। হাওড়ের মাঝে গাড়ি! রফিক চোখ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে। ড্রাইভার চুপচাপ বসে আছে। রফিক ঠোঁট ভিজিয়ে কোনোমতে বলল, 'জুনি...আ... আমার পাশে যে-' কথা শেষ করার পূর্বেই ড্রাইভার ঘুরে তাকাল। মানুষটিকে দেখে রফিকের মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বেয়ে যায়। রগে রগে পড়ে টান। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে, 'তুই!' আমির দাঁত বের করে হাসল। গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়

চলবে,,,,

পদ্মমির ৩০
ইলমা বেহেরোজ
গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় জুনি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আলমগীর ও মজিদ হাওলাদার। রফিকের কাছে সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়। জুনি প্রতারণা করেছে। ছলনা করে তাকে হাসপাতাল থেকে বের করে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ আমিরের পক্ষে নয় বরং নিরপেক্ষ ছিল। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। যা ভুল হবার হয়ে গেছে। আমির হিসহিসিয়ে বলল, 'ভালোই হলো তখন মরিসনি। নিজের হাতে মেরে যে সুখ পাব, তা তখন মরে গেলে পেতাম না।'

রফিককে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ও ছুড়িকাঘাত করে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে সেই হাওড়েই মাটিচাপা দিয়ে দেয়া হয়। চিরতরে গুন হয়ে যায় রফিক।
পদ্মনীড়ে প্রবেশ করতেই বেলি ফুলের ঘ্রাণ এসে লাগে নাকে। গতকাল তারা বাড়ি ফিরেছে। আমির কয়টা ফুল ছিঁড়ে শার্টের বুক পকেটে ভরে নিল।

কলিং বেল চাপতেই দরজা খুলল পদ্মজা। আমির বুকপকেট থেকে ফুলগুলো এগিয়ে দিল পদ্মজার হাতে।

পদ্মজা ঘ্রাণ এঁকে বলল, 'আব্বাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন?'

'দিয়েছি।' আমির অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

পদ্মজা আমিরকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল।

'আলমগীর ভাইও চলে গেছে।'

'ওমা! উনার না কিছুদিন থাকার কথা ছিল।'

আমির কিছু বলল না। আজ সে মিথ্যে বলতে চায় না। ঘড়ির কাঁটা বারোটায় ঠেকতেই আমির পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'শুভ জন্মদিন পদ্মবতী। শত বছর বাঁচো আর আমার হয়ে থাকো। তোমার জন্মদিনেও আমি আমার জন্য তোমাকে চাই। কত স্বার্থপর আমি তাই না?'

পদ্মজার মনেই ছিল না আজ তার জন্মদিন। সে আমিরের বুক থেকে মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, ভীষণ। আর এমনই থাকবেন, স্বার্থপর। শুধু আমাকে চাইবেন।'

আমিরের দুই চোখ বেয়ে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। কুতুবউদ্দিন, রফিক তাকে কত আতঙ্কে রেখেছে তবুও ভেঙে যায়নি। অথচ আজ যখন সব বিপদ শেষ তার ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করছে। পদ্মজাকে হারিয়ে ফেললে কীভাবে বাঁচত সে?

পদ্মজার উৎকণ্ঠা, 'কী হয়েছে? কাঁদছেন কেন?''

আমির হাসল। বলল, 'জানি না। কাপড়চোপড় ব্যাগে ভরে নাও। আলো ফুটতেই আমরা বেরিয়ে যাব।'

'আবার কোথায়?'

'স্বপ্নের জগতে।' আমির চোখ টিপল। বোট তৈরি। আগামী
দশদিন ওরা পদ্মা নদীতে কাটাবে।

পরিশিষ্টঃ

'মিষ্টি রানি দুই রাজাকে তার অপকর্মের জন্য হত্যা করেছিল। তাই রানির কারাবাস হয়। তারপর কী হয়? এই গল্পের বাকি অংশ কোথায় জানব আপা?' আলিয়া ঠোঁট উল্টে বলল।

নুড়ি আয়না থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'মা জানে।'

'মা তো বলে না।'

'হয়তো গল্প শেষ, রানী এখনো কারাগারে আছে।'

'কিন্তু মা তো বলল, গল্প বাকি।'

নুড়ি বিরক্তি নিয়ে তাকাল। ওর বয়স ঘোল। মেদহীন, একহারা গড়ন। চোখজোড়া কালো, স্বপ্নময়। কালো রঙা কোঁকড়া চুল কোমর ছাপিয়েছে। ও বলল, 'তাহলে অপেক্ষা কর, মা নিশ্চয়ই একদিন বাকি গল্প বলবে।'

Kobitor.com

আলিয়া কার্থী মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। নুড়ি আনমনা হয়ে ভাবে, 'মা যতদিন না বলছে আমি তোদের কিছু বলতে পারব না, সেই দুষ্ট রাজা আমাদের বাবা আর মিষ্টি রানি আমাদের মা। আমি কেন সব জেনে গেলাম বলতো? মায়ের কষ্ট যে আমার সহ্য হয় না।'

আজ আমির হাওলাদারের মৃত্যুবার্ষিকী। এই রাতটা পদ্মজা একা একা পাহাড়ের চূড়ায় বসে কাটায়। তীব্র জ্বরের কারণে আজ যেতে পারেনি। সন্ধ্যা থেকে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ কর্ণগোচরে এলো, দরজায় ঠকঠক শব্দ। এই নিশি রাতে কে ডাকে?

জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে পদ্মজা জানালার দ্বার খুলল। চাঁদের আলো লুটিয়ে গড়ে ওর গায়ে।একটা ভারী কন্ঠ বাতাসে ভেসে এলো, 'আজ কেন আসোনি?'

পদ্মজার বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। দ্রুত চোখে চশমা পরে দেখল, জানালার পাশে আমির দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা। মাথার উপর চাঁদ। যেন চাঁদটা তার সঙ্গী।

পদ্মজা আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, 'আপনি এসেছেন!'

'না এসে থাকি কী করে? তোমায় ছাড়া কখনো থেকেছি আমি?''

পদ্মজার ঠোঁট দুটি ভেঙে এলো, 'আমাকে ছাড়াই তো থাকেন।'

'আমি সবসময় তোমার সঙ্গে থাকি। কখনো ছেড়ে যাই না।'

'তাহলে সামনে কেন আসেন না? আমাকে কষ্ট দিতে ভালো লাগে? আপনি তো এমন ছিলেন না।'

'ক্ষমা করে দাও। আর লুকিয়ে থাকব না।'

'এবার কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।'

নুড়ি পিছনে এসে দাঁড়ায়। পদ্মজাকে একা একা কথা বলতে দেখে ওর বুকের ভেতরটা হুহু করে উঠে। জ্বর বাড়লেই পদ্মজার হ্যালুসিনেশন হয়। তখন একা একা বকবক করে, তার অদৃশ্য শ্রোতা হয় আমির হাওলাদার। নুড়িকে দেখে পদ্মজা হাসল, 'দেখ, তোর বাবা এসেছো আমাকে নিয়ে যাবে।

চলবে,,,, 🥰🥰

পদ্মমির : শেষ পার্ট
ইলমা বেহেরোজ

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

পদ্মজার শরীর কাঁপছে। সে সম্পূর্ণভাবে জ্বরের নিয়ন্ত্রণে। নুড়ি পদ্মজার পায়ের কাছে বসে অনুনয় করে বলল, 'ও কথা বলো না মা, তুমি চলে গেলে আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় যাব?'

পদ্মজা নুড়ির মাথায় হাত রেখে আমিরকে অনুরোধ করে বলল, 'আচ্ছা, কিছুদিন পরই যাব। আপনি কিন্তু আমাকে রেখে যাবেন না।'

নুড়ি বাইরে শুধু আকাশের চাঁদটাই দেখতে পাচ্ছে। সে পদ্মজাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা দেখতে কেমন মা?'

পদ্মজা মোহগ্রস্তের মতো 'আমিরের দিকে তাকাল। আমির চোখ টিপতেই পদ্মজা হাসল, 'সুদর্শন। ঘন কালো চুল, অন্তর্ভেদী কালো চোখ, থুতনিতে কাঁটা দাগ, বলিষ্ঠ শরীর, ধবধবে সাদা দাঁত আর ভীষণ রসিক - -

সমাপ্ত।

Kobitor.com